CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৮ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ : www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 23 November 2021 ■ আগরতলা ২৩ নভেম্বর ২০২১ ইং ■ ৬ অগ্রহায়ন ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

আইন-শৃঙ্খলা নিয়ে অমিত শাহ'র অফিসের সামনে ধরণা সাংসদদের

ত্রিপুরায় হিংসা বন্ধের আশ্বাস দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, জানাল তৃণমূল

নয়াদিল্লি, ২২ নভেম্বর (হি.স)।। ত্রিপুরায় হিংসা বন্ধের আশ্বাস দিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তাঁর বাসভবনের বৈঠকের পর এমনটাই জানালেন তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর কথায়, অমিত শাহ ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলবেন বলেও জানিয়েছেন।

ত্রিপুরায় গ্রেফতার হয়েছেন তৃণমূলের যুবনেত্রী সায়নী ঘোষ। প্রত্যাশিতভাবেই ত্রিপুরায় রাজনৈতিক অশান্তির আঁচ পৌঁছে গিয়েছিল দিল্লিতে। তাঁর গ্রেফতারির প্রতিবাদে রবিবার বিকেল থেকেই অমিত শাহের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার চেষ্টা করছিলেন তৃণমূল নেতৃত্ব। কিন্তু সাক্ষাৎ করা সম্ভব হয়নি। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সাক্ষাতের সময় চেয়ে সোমবার সকাল থেকে নর্থ ব্লকে ধরনায় বসেন সাংসদেরা। বিকেল ৪টেয় নিজের বাসভবনে তাঁদের সঙ্গে করবেন বলে জানান শাহ। ১৫ জন সাংসদ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের সঙ্গে সঙ্গে স্মারকলিপিও জমা দেন তাঁরা। বেরিয়ে এসে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, "ওঁর সঙ্গে কথা হয়েছে। ত্রিপুরায় অশান্তি বন্ধের আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। বলেছেন, ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেবের সঙ্গে তিনি কথা বলেছেন। আবার কথা বলবেন।" কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর আশ্বাস কতটা কার্যকর হল, তা সময়ই বলবে বলে দাবি তৃণমূল সাংসদের। একই সুর শোনা গেল সাংসদ সৌগত রায় এবং দোলা সেনের গলাতেও। বর্ষীয়ান সাংসদ সৌগত রায়ের কথায়, "অমিত শাহের আশ্বাসে হিংসা থামল কিনা তার দিকে নজর থাকবে।"

তৃণমূল কর্মীদের উপর ত্রিপুরা পুলিশ নৃশংস অত্যাচার করছে। মারধর করা হচ্ছে, স্লোগান দেওয়ার জন্য থানায় নিয়ে গিয়ে গ্রেফতার করছে। তাই বিপ্লব দেব সরকারের পুলিশের বিরুদ্ধে নালিশ জানাতে সোমবার সকালে দিল্লিতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের দেখা না পেয়ে শেষমেশ নর্থ ব্লকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের অফিসের সামনেই ধরনায় বসে পড়েন তৃণমূল সাংসদরা। এমন হাই সিকিউরিটি জোনে সাংসদরা ধরনায় বসে পড়ায় ছুটে যান পুলিশ ও নিরাপত্তা কর্মীরা। তৃণমূল সাংসদদের বুঝিয়ে তাঁদের ধরনা তোলার আবেদন জানান। কিন্তু অমিত শাহের সঙ্গে দেখা না করে সেখান থেকে কেউ নড়বেন না বলে জানিয়ে দেন তৃণমূল সাংসদরা।

সায়নী ঘোষের গ্রেফতার এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদযাত্রা বাতিলের পরই এই ইস্যু দু'টিকে জাতীয় স্তরে তুলে ধরতে দলের সাংসদদের নির্দেশ দেন তৃণমূল নেত্রী। তার পরই রবিবার রাতে দিল্লি পৌঁছন ১৫-১৬ জন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সোমবার নয়াদিল্লীতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ'র অফিসের সামনে তৃণমূল সাংসদদের ধরণা।

আগরতলা

বিমানবন্দরে বোমাতঙ্ক, সম্পূর্ণ মিথ্যা গুজব দাবি কর্তৃপক্ষের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ নভেম্বর।। আগরতলার মহারাজা বীরবিক্রম বিমানবন্দরে বোমাতঙ্কের ঘটনাকে সম্পূর্ণ মিথ্যা ও গুজব বলে দাবি করেছেন কর্তৃপক্ষ। জনৈক যাত্রী বিমানবন্দরের বাইরে আগমনের পথে একটি ব্যাগ ফেলে রেখে গিয়েছিলেন। বোম স্কোয়াড ওই ব্যাগ পরীক্ষা করে জানিয়েছে, এতে শুধুই খাবার ছিল। এয়ারপোর্ট অথরিটি অব ইন্ডিয়ার আগরতলা বিমানবন্দরের আধিকারিক এসডি বর্মণ এক প্রেস বিবৃতিতে এই তথ্য দিয়েছেন। তাঁর দাবি, ব্যাগের মালিক তথা যাত্রীর সন্ধানে খোঁজ চলছে।

এসডি বর্মণ বলেন, আজ সকাল ৯-টা নাগাদ বিমানবন্দরের বাইরে যাত্রীদের আগমনের পথে একটি ব্যাগ পড়ে থাকতে দেখেন সিআইএসএফ জওয়ানরা। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশে খবর দিয়ে ওই স্থানটি ঘিরে ফেলেন তাঁরা। যাত্রীদেরও যাতায়াতে সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছিল। তিনি জানান, প্রথমে সিআইএসএফ-এর স্নিফার ডগ ওই ব্যাগটি পর্যবেক্ষণ করেছে এবং তাতে কোনও বিস্ফোরক পদার্থ নেই বলে নিশ্চিত করেছিল। কিন্তু বিস্ফোরক পদার্থের গন্ধ শনাক্ত করার যন্ত্রে ওই ব্যাগে বিস্ফোরক রয়েছে বলে সংকেত দিচ্ছিল। তাই অন্য একটি স্নিফার ডগ দিয়ে ব্যাগটির পর্যবেক্ষণ করানো হলে এক্ষেত্রেও পরিণাম নেগেটিভ মিলেছে। কিন্তু ওই যন্ত্রে বিস্ফোরকের উপস্থিতি রয়েছে দাবির ভিত্তিতে বম স্কোয়াডকে বিমানবন্দরে ডেকে আনা হয়েছিল। বম স্কোয়াড সমস্ত কিছু পর্যবেক্ষণ করে জানিয়েছে, ওই ব্যাগে শুধু খাবারের সামগ্রী রয়েছে। কোনও বিস্ফোটক পদার্থ নেই।

তিনি বলেন, ইন্ডিগোর বিমান ৬ই-৯৮৯ দিয়ে জনৈক যাত্রী কলকাতা থেকে আগরতলায় এসে ব্যাগটি ওই স্থানে ফেলে রেখে গেছেন। সিসিটিভির ফুটেজে ওই প্রমাণ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচন নিশ্চিত করতে আবেদনের প্রেক্ষিতে

পুর ও নগর ভোটে বুথগুলিকে শ্রেণীবিভাগ করতে কমিশনকে নির্দেশ হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ নভেম্বর।। ত্রিপুরার হাইকোর্ট আজ রাজ্য নির্বাচন কমিশনকে নির্দেশ দিয়েছে যাতে রাজ্য জুড়ে পুর ও নগর ভোট সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়। সেই জন্য বুথগুলি তথা ভোটগ্রহণ কেন্দ্রগুলিকে শ্রেণী বিভাগ করতে নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট।

সিপিআইএম প্রার্থী নিকুঞ্জ দেবনাথ একটি রিট পিটিশন দাখিল করেছিলেন যা হাইকোর্টে আজ দুপুর ২টার দিকে বিচারপতি শুভাশীষ তালাপাত্র এবং বিচারপতি এস জি চট্টোপাধ্যায়ের সমন্বয়ে গঠিত একটি বিশেষ বেঞ্চ গ্রহণ করেছে। আবেদনকারীর পক্ষে আইনজীবী এবং রাজ্যের প্রতিনিধি অ্যাডভোকেট জেনারেল এবং আইনজীবী ডি ভট্টাচার্য রাজ্য নির্বাচন কমিশনের পক্ষে উপস্থিত হওয়ার পরে আদালত মন্তব্য করেছেন যে পিটিশনে বড় আকারের সহিংসতা এবং সেইসাথে শান্তি লঙ্ঘনের আশংকা সম্পর্কিত বিস্তৃত অভিযোগ রয়েছে।

আবেদনকারী দাবি করেছেন যে এই পরিস্থিতিতে সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন এবং বিভিন্ন দলের সাথে জড়িত রাজ্যের সমস্ত রাজনৈতিক কর্মীদের সুরক্ষা দেওয়ার মতো বিশেষ ব্যবস্থা না নিয়ে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয়। আদালত বলেছে যে এটি সিপিআইএম প্রার্থীর অভিযোগের বিষয়ে মন্তব্য করবে না এবং নির্দেশ দিয়েছে যে রাজ্য নির্বাচন কমিশনকে উপযুক্ত নিরাপত্তা সম্ভাব্য বুথের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় বুথ অনুযায়ী নিরাপত্তার প্রয়োজনীয়তা পর্যালোচনা করা উচিত। প্রয়োজনে রাজ্য নির্বাচন কমিশন ভোটকেন্দ্রকে সংবেদনশীল, অতি সংবেদনশীল বা যা মনে হয় তাতে শ্রেণীবদ্ধ করতে পারে এবং ভোটের তারিখের অন্তত ২৪ ঘণ্টা আগে বিজ্ঞপ্তি দিতে হবে।

অন্য একটি ক্ষেত্রে, ডিভিশন বেঞ্চ সিপিআই প্রার্থীর দায়ের করা পিটিশনের শুনানি করে। যিনি ১৯ নভেম্বর ডোর টু ডোর প্রচারের সময় একদল দুষ্কৃতীর দ্বারা কথিত হামলার সম্মুখীন হয়েছিলেন ও যেখানে আবেদনকারী এবং আরও কিছু লোক আহত হয়েছিল। ডিভিশন বেঞ্চ শুনানির পর ডিজিপি এবং পশ্চিম ত্রিপুরার পুলিশ সুপারকে নির্দেশ দেয় যে নির্বাচনের গণনা শেষ না হওয়া পর্যন্ত আবেদনকারীকে ২৪ ঘন্টা যথাযথ নিরাপত্তা কভারেজ সরবরাহ করতে।

ধর্মনগরে কীটনাশক খাইয়ে গৃহবধুকে হত্যার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ২২ নভেম্বর।। স্বামীর ঘরে অস্বাভাবিক মৃত্যু এক গৃহবধুর। মৃত গৃহবধূর নাম সুস্মিতা সরকার (২৫)।মৃতার পরিবারের অভিযোগ স্বামী ও তার পরিবারের লোকজন কীটনাশক খাইয়ে হত্যা করেছে গৃহবধূকে। ঘটনা ধর্মনগর থানাধীন কাকড়ী পাড় এলাকায়।মৃতার পরিবারের তরফ থেকে থানায় মামলা।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, উত্তর জেলার ধর্মনগর থানাধীন টঙ্গীবাড়ী গ্রাম পঞ্চায়েতের দুই নং ওয়ার্ডের মৃত নবনী সরকারের কন্যা সুস্মিতা সরকার ভালোবেসে বিয়ে করে একই থানা এলাকার কাকড়ী পাড় এলাকার বিরেন্দ্র গুপ্তের ছেলে অরুপ চন্দ্র গুপ্তকে।২০১৭ সালে তাদের বিয়ে হয়। বিয়ের পর তাদের ঘরে একটি পুত্র সন্তানের জন্ম নেয়। বর্তমানে তার বয়স ষোল মাস। কিন্তু বিয়ের কিছুদিন পর স্বামী অরুপ স্ত্রী সুস্মিতা সরকারের উপর মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন চালাত বলে অভিযোগ।মৃতার পরিবারের তরফ থেকে জানা যায়,চলতি মাসের সতেরো নভেম্বর স্বামী সুস্মিতার বাবার বাড়িতে ফোন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গোমতী জেলায় ২৪৫ জনের শরীরে ডেঙ্গুর জীবাণু মিলেছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা২১ নভেম্বর।। গোমতী জেলায় ২৪৫ জনের শরীরে ডেঙ্গুর জীবাণু মিলেছে। তার মধ্যে কিল্লাতে ১৫৪ জন, অম্পিতে ১৫ জনের শরীরে ডেঙ্গু পাওয়া যায়। এ সংক্রান্ত বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সোমবার গোমতী জেলার জিলা পরিষদের মিলনায়তনে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। ডেঙ্গু একটি ভাইরাস জনিত রোগ।এটি একটি আর এন এ ভাইরাস।

ডেঙ্গু করোণা ভাইরাসের মতো। ডেঙ্গু ভাইরাস এর প্রাথমিক ধারক এডিস মশা। ডেঙ্গু ভাইরাস মানুষ থেকে মানুষের দেহ ছড়ায় মশার মাধ্যমে।মশা এই রোগের একমাএ বাহক। ডেঙ্গু ভাইরাস যে বিশেষ মশার মাধ্যমে ছড়ায় তার নাম এডিস মশা। এই ডেঙ্গু নিয়ে সোমবার উদয়পুর গোমতী জেলার জিলা পরিষদের মিলনায়তনে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।আলোচনা সভায় গোমতী জেলার মুখ্যস্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ নিরু মোহন জমাতিয়া বলেন ,এখন পর্যন্ত ১০৬৩ জনের রক্তের পরীক্ষা করা হয়। এর মধ্যে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিলোনীয়ায় গায়ে আগুন দিয়ে গৃহবধূর আত্মহত্যার চেষ্টা

বিলোনানিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ২২ নভেম্বর।। সোমবার সকালে বিলোনিয়া মহকুমার বড়পাথরী এলাকায় নিজের গায়ে নিজে কেরোসিন ঢেলে আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করে এক গৃহবধূ। অগ্নিদগ্ধা গৃহবধূর নাম রুমা পাল। ষোল বছরের একপুত্র ও চৌদ্দ বছরের এক কন্যা সন্তানের জননী। শ্বশুর বাড়ি গৌরাঙ্গ বাজার এলাকায়।

মানসিক অবসাদের জেরে এই ঘটনা বলে জানান গৃহবধূর রুমার মা। এছাড়া রুমার মা আরো জানান সকালে ঘুম থেকে উঠে , বাড়ির কাজ সেরে। নিকট আত্মীয়র বাড়িতে যাওয়ার নাম করে সবার নজর এড়িয়ে , গৃহবধূ রুমা গায়ে কেরোসিন তেল ঢেলে আগুন লাগিয়ে দেয়। বাথরুম থেকে ধোঁয়া উঠতে দেখেই রুমার মা ভাই সহ দৌড়ে গিয়ে , আগুন নিভিয়ে বিলোনিয়া হাসপাতালে নিয়ে আসে চিকিৎসার জন্য। গৃহবধূর রুমার অবস্থা গুরুতর হওয়াতে বিলোনিয়া হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক সাথে সাথে আগরতলা জিবি হাসপাতালে উন্নত চিকিৎসার জন্য স্থানান্তরিত করে দেয়।

রাজ্যে ঢুকেছে লুটেরার দল, তৃণমূলকে বিঁধলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ নভেম্বর।। ত্রিপুরায় বর্গীর দল ঢুকেছে, তৃণমূলকে বিঁধে রাজ্যবাসীকে সতর্ক করলেন বিজেপি নেত্রী তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক। তাঁর দাবি, লুটেরারা ত্রিপুরায় এসেছে সর্বস্ব লুটে নিয়ে যেতে। সাথে পশ্চিমবঙ্গে সৃষ্ট জঙ্গলরাজের কলঙ্ক ঢাকতে ঢাল করেছে ত্রিপুরাকে।

আজ সোমবার সাংবাদিক সম্মেলনে প্রতিমা ভৌমিক বলেন, আগামী ২৫ নভেম্বর ত্রিপুরায় পুর ভোট অনুষ্ঠিত হবে। ইতিমধ্যে ১২২টি আসনে বিজেপি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়েছে। ২২২টি আসনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। তাঁর অভিযোগ, কিছুদিন ধরে বাইরে থেকে কিছু লোক এসে ত্রিপুরার পরিবেশ নষ্ট করার চেষ্টা করছে। মূলত, পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনের পর সন্ত্রাসের কারণে তৃণমূলি নেতারা মুখ লুকনোর জায়গা পাচ্ছেন না। তাই তাঁরা ত্রিপুরায় লুকাতে চাইছেন।

তিনি তৃণমূলের উদ্দেশ্যে তোপ দেগে বলেন, ত্রিপুরার শান্তির পরিবেশ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নির্বাচনী সন্ত্রাস নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে নিশানা করলেন তৃণমূলের অভিষেক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ নভেম্বর।। বিজেপি পায়ের নিচের মাটি সরে গেছে। অনেক আশা নিয়ে সরকার প্রতিষ্ঠা করেছিল মানুষ। এখন বাইক বাহিনী চলছে ত্রিপুরায়। আদালতের অবমাননা বিষয়টিও দাখিল করা হয়েছে শীর্ষ আদালতে। তৃণমূল কংগ্রেসের ১১ জন মহিলা প্রার্থী আক্রান্ত হয়েছে।

ত্রিপুরায় কি কি হয়েছে সব তথ্য শীর্ষ আদালতের কাছে জমা দেওয়া হয়েছে। আগামী মঙ্গলবার মামলার শুনানি হবে বলে জানান তিনি। সোমবার আগরতলায় সাংবাদিক সম্মেলনে তৃণমূল কংগ্রেসের সর্ব ভারতীয় সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি এদিন উদ্বেগের সঙ্গে বলেন, বহু তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী সমর্থকদের উপর আক্রমণ হয়েছে। শতাধিক মামলা হলেও একজন কেউ ডেকে থানায় আনা হয়নি। গণতন্ত্র বিক্রি করা হচ্ছে। আর এই পরিস্থিতিতে ত্রিপুরায় কোন শিল্প আসতে চাইছে না। বেকারত্ব বাড়ছে। কারণ বিপ্লব দেবের সরকার ভাঙার রাজনীতি এবং আগুন জ্বালিয়ে দেওয়ার রাজনীতি করছে। তৃণমূল ত্রিপুরায় এসেছে তিন মাস হয়েছে। তিন মাসে শাসক দল বিজেপির ভিত লড়ে গেছে। তবে বিপ্লব দেবের জেনে রাখা ভালো লেজে গোবরে হারানো হবে বিজেপিকে। যে পথে বিজেপি হাঁটছে সেই পথে হাঁটবে না তৃণমূল কংগ্রেস।

তাঁর অভিযোগ, রাজ্যের সাড়ে তিন বছরে কোনো উন্নয়ন হয়নি। পশ্চিমবঙ্গে উন্নয়ন হলে ত্রিপুরায় কেন উন্নয়ন হবে না তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তিনি। তবে এবার আর তৃণমূল কংগ্রেসকে হারাতে পারবে না বিজেপি। সিবিআই, ইডি সব শক্তি প্রয়োগ করুন। ত্রিপুরার মাটি থেকে তৃণমূল কংগ্রেস এ ইঞ্চি সরে দাঁড়াবে না। বিজেপি ভাইরাস একমাত্র দূর করতে পারবে তৃণমূল কংগ্রেস। গায়ের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গলদ ভরা পুলিশ রিপোর্ট জামিন মঞ্জুর সায়নী ঘোষের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ নভেম্বর।। উস্কানি দেওয়া এবং প্রাণে মারার চেষ্টার অভিযোগে দায়েরকৃত মামলায় গ্রেফতার তৃণমূল কংগ্রেস যুব সভানেত্রী সায়নী ঘোষের জামিন মঞ্জুর করেছে আগরতলার মুখ্য বিচারবিভাগীয় আদালত। তাঁর বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৫৩, ১৫৩-এ, ৩০৭ এবং ১২০বি ধারায় মামলা রুজু হয়েছিল। আজ সোমবার তাঁকে আদালতে সোপর্দ করে পুলিশ দু-দিনের রিমান্ডের আবেদন জানিয়েছিল। তেমনি আদালতে ওই মামলার কোনও ভিত্তি নেই বলে দাবি করে সায়নীর কেঁসুলি জামিনের আবেদন করেন। মুখ্য বিচারবিভাগীয় আদালত উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনে সায়নীর জামিন আবেদন মঞ্জুর করেছে। ২০ হাজার টাকা ব্যক্তিগত বন্ড এবং তদন্ত প্রক্রিয়ায় পুলিশের আধিকারিককে পূর্ণ সহযোগিতার শর্তে আদালত সায়নীকে জামিন দিয়েছে। তবে, সায়নীর জামিন মঞ্জুরের জন্য পুলিশের রিপোর্টে গলদ সহায়তা করেছে বলে মনে করা হচ্ছে।

প্রসঙ্গত, গত শনিবার রাতে আশ্রম চৌমুহনি এলাকায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ত্রিপুরার ঘটনা নিয়ে মানবাধিকার কমিশনে চিঠি তৃণমূলের

নয়াদিল্লি, ২২ নভেম্বর (হি.স) ।। ত্রিপুরায় তৃণমূল নেতা-কর্মীদের আক্রান্ত হওয়ার ঘটনায় জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যানকে চিঠি দিল তৃণমূল। আজ সোমবার দলের মুখপাত্র সাকেত গোখেল কমিশনের চেয়ারম্যান বিচারপতি অরুণ মিশ্রকে চিঠি দেন। তাঁকে ত্রিপুরার সাম্প্রতিক পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে পরিদর্শনের আবেদন জানিয়েছেন সাকেত। ত্রিপুরার ঘটনা নিয়ে কমিশনের ভূমিকা নিয়ে হতাশা জানিয়েছেন তৃণমূল মুখপাত্র। সাকেত লিখেছেন, ত্রিপুরার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ত্রিপুরায় নির্বাচনী জনসভায় উস্কানিমূলক বক্তব্য মামলায় জড়াচ্ছেন পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রী ফিরহাদ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ নভেম্বর।। ত্রিপুরায় নির্বাচনী জনসভায় উস্কানিমূলক বক্তব্যের অভিযোগে মামলায় জড়াচ্ছেন পশ্চিমবঙ্গের পরিবহণ মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। গত শনিবার সিপাহিজলা জেলার সোনামুড়া মহকুমায় অনুষ্ঠিত এক জনসভায় ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছিলেন, এখানে (ত্রিপুরা) আমাকে একটা মারলে ওখানে (পশ্চিমবঙ্গে) পাঁচটা মারব। তাঁর ওই বক্তব্যের জেরে জনৈক সোহেল রাণা সোনামুড়া থানায় এফআইআর করেছেন। পুলিশ সূত্রের খবর, ফিরহাদ হাকিমের বিরুদ্ধে মামলা গ্রহণ করতে আদালতের মঞ্জুর মিলেছে।

ওইদিন ফিরহাদ হাকিম বিজেপিকে তোপ দেগে বলেছিলেন, এখানে তৃণমূল-কর্মীদের মারধর করা হচ্ছে। তাঁদের মেরে হাসপাতালে পাঠানো হচ্ছে। আমাদেরও জবাব দিতে পাঁচ মিনিট লাগবে। তিনি বিদ্রুপের সুরে বলেন, বিপ্লব দেব হচ্ছেন কুয়োর ব্যাঙ। তিনি ভাবেন কুয়োটাই পৃথিবী। এর পরই ফিরহাদ হাকিম ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, আমাকে এখানে একটা মারলে ওখানে আমরা পাঁচটা মারব।

জনসভায় এ ধরনের উস্কানিমূলক বক্তব্যের তীব্র ভাষায় নিন্দা জানিয়েছে বিজেপি। বিজেপি নেত্রী তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক ক্ষোভ উগড়ে বলেন, বাংলার সংস্কৃতি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তার জন্য তৃণমূল কংগ্রেস সম্পূর্ণ দায়ী। কারণ, শালীনতা ভুলে একজন মুখ্যমন্ত্রীকে পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রী যে ভাষায় আক্রমণ করেছেন, সেই সংস্কৃতির সাথে ত্রিপুরাবাসী পরিচিত নন। তিনি কটাক্ষের সুরে বলেন, পশ্চিমবঙ্গ থেকে আগত তৃণমূলের সমস্ত নেতা-মন্ত্রী অসভ্যতা শুরু করেছেন। ভোটের বাক্সে গণদেবতাদের রায়ে তার প্রতিফলন দেখা যাবে।

এদিকে, নির্বাচনী জনসভায় উস্কানিমূলক বক্তব্যের অপরাধে জনৈক সোহেল রাণা ফিরহাদ হাকিমের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেছেন। এফআইআর পেয়ে সোনামুড়া থানার পুলিশ আদালতে মামলা নথিভুক্ত করার জন্য অনুমতি চেয়েছিল। আদালত অনুমতি দিয়েছে, পুলিশ সূত্রে এমনটাই খবর। এখন পুলিশ ফিরহাদ হাকিমের বিরুদ্ধে মামলার প্রস্তুতি নেবে।

গরু পাচারকারীদের অতর্কিত হামলায় গুরুতর আহত চারজন

নিজস্ব প্রতিনিধি,চড়িলাম, ২২ নভেম্বর।। গরু পাচারকারীর হাতে আক্রান্ত বিশালগড় মহকুমার পুরাতল রাজনগর এলাকার বাসিন্দা মিটন মিয়া ও তার পরিবার। ঘটনাটি ঘটে মধুপুর থানার অন্তর্গত পুরাথল রাজনগর এলাকায়। অভিযোগের তীর কৈয়াডেপা এলাকার গরু পাচারকারী শিপন মিয়া, পাণু দেব, রং মিয়া, ইসুব মিয়া সহ আরো বেশ কয়েকজনের বিরুদ্ধে।

খবরে প্রকাশ পুরাথল রাজনগর এলাকার বাসিন্দা মিটন মিয়ার বাড়িতে রবিবার রাতে উপরে উল্লেখিত গরু পাচারকারী সহ ২০ থেকে ২৫ জন দুষ্কৃতিকারী এসে মিটন মিয়ার বাড়িতে এসে হামলা চালায়। মিটন মিয়ার অভিযোগ তার রাবার বাগান দিয়ে প্রায় প্রতিদিনই ওই এলাকার গরু পাচারকারীরা প্রায় ৫০ থেকে ৬০টি গরু নিয়ে যায়, বাংলাদেশে পাচারের উদ্দেশ্যে, যার ফলে তাদের রাবার বাগানগুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। সেই অনুযায়ী শুক্রবার রাতেও মিটন মিয়ার রাবার বাগানের উপর দিয়ে গরু পাচারকারীরা গরু পাচার করার জন্য প্রায় ৫০ টি গরু নিয়ে যায়, তারপর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৮ ▫ সংখ্যা ৪৭ ▫ ২৩ নভেম্বর ২০২১ ইং▫ ৬ অগ্রহায়ণ ▫ মঙ্গলবার ▫ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

আইন আইনের পথে চলিবে

ধর্ম নিরপেক্ষ সার্বভৌম দেশ ভারতবর্ষে আইনের ঊর্ধ কেউই নন। আইন প্রত্যেকের জন্যই সমান। কিন্তু অনেকেই ক্ষমতায় বলীয়ান হইয়া মনে করেন আইন তাহাদের কিছুই করিতে পারিবে না। এই ধারণা সর্বতোভাবে ভ্রান্ত ধারণা। আইন যে আইনের পথে চলিবে তাহা বারবার প্রমাণিত হইতেছে।সিবিআই, আইবির মতো আরও একটি কেন্দ্রীয় এজেন্সি গুরুতর অভিযোগের কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়াছে। আমাদের দেশের আইন অনুযায়ী যেকোনও ধরনের মাদক সেবন, সংরক্ষণ ও পাচার করা বেআইনি কাজ বলিয়া গণ্য হয়। মাদক নিষিদ্ধ নেশার দ্রব্য। অতএব এমন এক নিষিদ্ধ দ্রব্য নিয়া বেআইনি কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত থাকা বা থাকার চেষ্টার বিষয়টি দেখিবার জন্য রহিয়াছে অন্যতম কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা নারকোটিকস কন্টোল ব্যুরো, সংক্ষেপে এনসিবি। বলিউডের সুপারস্টার শাহরুখ খানের পুত্র আরিয়ানকে মাদক কাণ্ডে গ্রেপ্তার করা নিয়া সেই এনসিবির বিরুদ্ধেই গেরুয়া শিবিরের রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করিবার অভিযোগ উঠিয়াছে। এখানেই শেষ নয়। আরিয়ান মামলার এক সাক্ষীর সোশ্যাল মিডিয়ার দেওয়া হলফনামার ভিত্তিতে এনসিবির এক কর্তার বিরুদ্ধে মোটা অঙ্কের টাকা ঘুষ নেওয়ারও অভিযোগ উঠিয়াছে। সন্দেহ নাই, এই জোড়া সাঁড়াশি আক্রমণের প্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় এজেন্সিকে ফের নিজেদের ইচ্ছায় মোদি-শাহরা ব্যবহার করিয়াছেন কি না সেই সঙ্গত প্রশ্নটি সামনে চলিয়া আসায়াছে। মাদক নিয়া রহস্য উপন্যাসের মতো বহু গল্প ছড়াইয়াছে। মাদক এক মহার্ঘ দ্রব্য, যাহার নামে কোটি কোটি টাকা উড়িতেছে বাজারে। নিষিদ্ধ মাদকের আকর্ষণ তীব্র। মাদকের মৌতাতে বুঁদ করিয়া মোটা টাকা উপার্জনের এই ব্যবসায় জড়িত বহু রথী-মহারথী। কেউ কেউ এও মনে করেন, মাদক কারবারের সঙ্গে বলিউডের কাহারও কাহারও সম্পর্ক অনেকটা স্বামী-স্ত্রীর মতো। সেখানে হিন্দি সিনেমার চিত্রনাট্যের মতো রাত-কাহিনির ওঠানামা। এমনই এক নাটকের মতো টানটান উত্তেজনাকর গল্পের হাত ধরিয়া কিছুদিন আগে জেলের ঘানি টানিতে বাধ্য হইয়াছিলেন অভিনেত্রী রিয়া চক্রবর্তী। বলিউডের উঠতি নায়ক সুশান্ত সিং রাজপুতের অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় অভিনেতাকে মাদক খাওয়ানোর অভিযোগেই গ্রেপ্তার হইয়াছিলেন রিয়া। এখন অবশ্য তিনি জামিনে মুক্ত। এবার এনসিবির জালে উঠিয়াছেন বলিউড বাদশার বছর তেইশের তরুণ তুর্কি পুত্র। মাদক সেবন করিয়া প্রমোদতরীতে বন্ধুবেষ্টিত হইয়া ফুর্তির নেশায় নাকি মাতিয়াছিলেন আরিয়ানএনসিবির অভিযোগ তেমনই। এ নিয়া মামলা চলিতেছে। আরিয়ানের জামিনের আবেদনও একাধিকবার খারিজ হইয়াছে। মামলা মামলার মতো নিশ্চয়ই চলিবে। সন্দেহ নাই, অভিযোগ গুরুতর। এই অভিযোগ প্রমাণ হইলে আরও একটি চর্চিত বিষয় ফের সামনে আসিবে, কীভাবে বড়লোক ঘরের এক শ্রেণির তরুণ মাদকের নেশা ও মাদক কারবারে জড়াইয়া পড়িতেছে।

এ পর্যন্ত কোনও প্রশ্ন নাই। কিন্তু আরিয়ান কাণ্ডে এনসিবির কাজকর্ম ও তৎপরতা নিয়া প্রশ্ন উঠিয়াছে বিভিন্ন মহলে। শাহরুখ খান বা তাঁহার পরিবার সক্রিয়ভাবে কোনও রাজনীতি করেন না। কিন্তু গান্ধী পরিবারের সঙ্গে যে তাঁহার ভালো সম্পর্ক তাহা সকলের জানা। উপরন্তু শাহরুখ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ। প্রশ্ন উঠিয়াছে, দেশের বেহাল অর্থনৈতিক অবস্থা, করোনা নিয়ে ল্যাজেগোবরে অবস্থা, আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধি নিয়া ক্ষোভ, কৃষকদের রাস্তায় পড়ে থাকার মতো ইস্যু থেকে চোখ ঘোরাইতেই কি শাহরুখ পুত্রের বিষয়কে এভাবে সামনে আনা হইল? এমন প্রশ্ন ওঠার পিছনে বেশ কিছু যুক্তিও আছে। কারণ মোদি সরকারের রিপোর্ট কার্ড বলিতেছে, গোটা দেশে বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতানেত্রীদের মুখ বন্ধ করা, বিরুদ্ধ মতাবলম্বী বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ফাঁসাইয়া রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করিবার জন্য ফোনে আড়িপাতা, আয়কর দপ্তরকে লেলিয়ে দেওয়া, সিবিআই, আইবির মতো কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাকে কাজে লাগাইয়া হেনস্তা করার মতো বহু ঘটনার সাক্ষী রহিয়াছে দেশবাসী। এবারও হয়তো বা আরিয়ান কাণ্ডকে সামনে আনিয়া বিরোধীদের জ্বলন্ত ইস্যুগুলো ধামাচাপা দিতে চাইছে খোদ সরকার। এনসিবির বিরুদ্ধে শাসক দলের হইয়া কাজ করিবার অভিযোগে নতুন মাত্রা জুগাইয়াছে ঘুষ কাণ্ডের অভিযোগটি। এই কেসের প্রধান অফিসার তথা এনসিবির এক কর্তার বিরুদ্ধে শাহরুখ পুত্রকে ছাড়াইতে ২৫ কোটি টাকা নজরানা চাওয়ার অভিযোগ তুলিয়াছেন মামলার অন্যতম এক সাক্ষী। অরিয়ানকে গ্রেপ্তার করিবার পর থেকে ওই কর্তা পাদপ্রদীপের আলোয় চলিয়া আসিয়াছেন। ওই দুঁদে অফিসারের নানা কীর্তির কথা ক্রমশ সামনে আসিতেছে। এই নিয়া যথাযথ তদন্ত ও তাঁহার পদত্যাগের দাবি উঠিয়াছে। রং না-দেখে আইন মেনে যাঁহাদের কাজ করার কথা তাঁদের বিরুদ্ধে এমন গুরুতর অভিযোগ উঠিলে বিশ্বাসযোগ্যতা নষ্ট হয়। আশঙ্কা দেখা দেয় কেঁচো খুঁড়িতে গিয়া কেউটে বের হইয়া য়ায়।

আরিয়ান কাণ্ডে নিরপেক্ষ তদন্ত হোক। সেই সঙ্গে তোলাবাজি বা ঘুষ প্রসঙ্গে যেসব গুরুতর অভিযোগ উঠিয়াছে তাহারও তদন্তের প্রয়োজন আছে। বিচার ব্যবস্থার প্রতি মানুষের আস্থা অটুট রাখিবার স্বার্থেই তাহা ভীষণ জরুরি। তারকা-পুত্রই হোক বা এনসিবি অফিসার অথবা সাধারণ মানুষ, আইনের চোখে সকলেই সমান। ন্যায়বিচার পাওয়ার অধিকার প্রত্যেকের। মাদক বা ঘুষ কাণ্ডপ্রকৃত সত্য দুটিতেই প্রকাশ পাক। না-হইলে ভারতীয় বিচারব্যবস্থা সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মনে সংশয় দানা বাঁধিবে। এখন দেখার বিষয় এব্যাপারে বিচার ব্যবস্থা কি পদক্ষেপ গ্রহণ করে। সেই দিকেই তাকাইয়া রহিয়াছেন দেশবাসী।

দৈনিক সংক্রমণ অনেকটাই নিম্নমুখী, ভারতে করোনা-মুক্ত ৯৮.৩১ শতাংশ

নয়াদিল্লি, ২২ নভেম্বর (হি.স.): ভারতে দৈনিক করোনা-সংক্রমণ অনেকটাই কমে গেল, বিগত ২৪ ঘন্টায় নিম্নমুখী মৃত্যুর সংখ্যাও। রবিবার সারাদিনে ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৮ হাজার ৪৮৮ জন, বিগত ৫৩৮ দিনের মধ্যে সর্বনিম্ন। এই সময়ে মৃত্যু হয়েছে ২৪৯ জনের। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ১২,৫১০ জন, ভারতে এই মুহূর্তে সুস্থতার হার ৯৮.৩১ শতাংশ। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা কমে ১,১৮,৪৪৩-এ পৌঁছেছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় চিকিৎসাধীন রোগীর সংখ্যা কমেছে ৪,২৭১ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৮,৪৮৮ জন। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.৩৪ শতাংশ রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় করোনাভাইরাসের টিকা পেয়েছেন ৩২ লক্ষ ৯৯ হাজার ৩৩৭ জন প্রাপক, ফলে ভারতে সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত ১,১৬,৮৭, ২৮,৩৮৫ জনকে কোভিড টিকা দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ২৪৯ জনের মৃত্যুর পর ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৪,৬৫,৯১১ জন (১.৩৫ শতাংশ)। ভারতে সুস্থতার সংখ্যা স্বস্তি দিয়ে বেড়েই চলেছে, রবিবার সারা দিনে ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ১২,৫১০ জন। সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৩,৩৯,৩৪,৫৪৭ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৩১ শতাংশ (২০২০ সালের মার্চ থেকে সর্বোচ্চ)। বিগত ৪৯ দিন ধরে দৈনিক সংক্রমণের হার ২ শতাংশের নীচে।

আন্ত্রিক জীবাণু এবং আমাদের শরীর ও স্বাস্থ্য

প্রথমরঞ্জন ভট্টাচার্য

আমরা নই একা, উই আর নট অ্যালোন। আমাদের শরীর, আমাদের নাক, কান, চোখ, মুখ, পাকস্থলী, অন্ত্র অর্থাৎ গ্যাস্ট্রোইন্টেশর্টিনাল ট্র্যাক্ট তথা জি আই ট্র্যাক্ট বা গাট প্রভৃতি ট্রাইলিওন ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস এবং ফাঞ্জাই এর দ্বারা আচ্ছদিত। সমষ্টিগতভাবে এদের বলা হয় গাট ব্যাকটেরিয়া বা মাইক্রোবায়োম।

যদিও কিছু সংখ্যক ব্যাকটেরিয়া রোগের সঙ্গে যুক্ত অন্যান্যরা বাস্তবিক পক্ষে আমাদের সুস্থ শরীর ও সুস্বাস্থ্যের জন্য একান্ত প্রয়োজন এবং জন্মলগ্ন থেকেই এমনকী মাতৃগর্ভে ভ্রূণ অবস্থা থেকেই এই সংখ্যক ক্ষুদ্র জীবাণুরা আমাদের শরীর ও স্বাস্থ্যের দিকে প্রয়োজনীয়, সতর্ক ও সজাগ দৃষ্টি রাখছে এবং আমাদের বিভিন্ন শারীরিক ক্রিয়াগুলোর,যেমন-আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা (ইমিউন সিস্টেম), হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া, শারীরিক ওজন, পরিপাক ব্যবস্থা (মেটাবলিজম) প্রভৃতির সুস্থ ও স্বাভাবিক কার্যসম্পাদনের মূলে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে।

ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, ফাঞ্জাই এবং অন্যান্য অণুজীবদের সাধারণত মাক্রোওরগ্যানিজমস অথবা সংক্ষেপে মাইক্রোবস বা অণুজীবাণু বলা হয়। এই অণুজীবেরা আমাদের অন্ত্র বা গাট-ও একত্রে সহবস্থান করছে (সিম্বায়োসিস)। বেশিরভাগ অণুজীবরা আমাদের ইনটেস্টাইনের মধ্যে লার্জ ইন্টেস্টাইনে বা বৃহদান্ত্রে 'সিকাম' নামক এক পরেটে বা আশ্রয়ে অবস্থান করে এবং তাদের বলা হয় গাট মাইক্রোবায়োম। এমনকী আমাদের গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় কোষের চাইতে এই অণুজীবেরা সংখ্যায় বেশি। একজন পূর্ণবয়স্ক মানবদেহে প্রায় ২০০ রকমের বিভিন্ন কোষ থাকে এবং মোট কোষের সংখ্যা প্রায় ৩০ ট্রাইলিয়ন, যেখানে আমাদের শরীরে অণুজীবদের সংখ্যা প্রায় ৪০ ট্রাইলিয়নষ। প্রয় ১০০০ রকমের ভিন্ন প্রজাতির (স্পিসিস) অণুজীবদের নিয়ে আমাদের আন্ত্রিক জীবাণরা গঠিত। এবং এরা আমাদের শারীরিক কুশলতার জন্য বিভিন্নভাবে দায়ী। আমাদের অন্ত্রে বসবাসকারী জীবাণুদের প্রায় ৯০ শতাংশ ব্যাকটেরিয়া। যারা আমাদের অন্ত্রে নানাধরনের গুরুত্বপূর্ণ কাজে জড়িত খাদ্যের বিপাক, ভিটামিনের উৎপাদন, আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা (ইমিউন সিস্টেম)-কে সদা সজাগ, সতর্ক এবং প্রস্তুত রাখা। এই জীবাণুদের মধ্যে ভারসাম্যের অভাব ঘটলে বা প্রয়োজনীয় সংখ্যার তুলনায় সংখ্যাল্পতা দেখা দিলে আমাদের শারীরিক চিকিৎসার ফলে যদি এদের বিনাশ ঘটে তাহলে নানারকমের স্বাস্থ্যজনিত অসুবিধা ও সমস্যা, যেমন মেদবাহুল্য, মেজাদের গোলমাল, প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলা, শরীরে ভিটামিনের অভাব প্রভৃতি দেখা দেয়। চেষ্টা করলে স্বল্পায়াসে আন্ত্রিক জীবাণুদের অনুপাতে ভারসাম্য, উপাদানে বৈচিত্র্য, তাদের উন্নতি ও বৃদ্ধিতের সহায়তা করে আমরা লাভ করতে পারি বলিষ্ঠ ও নীরোগ শরীর ও স্বাস্থ্য এবং 'আনন্দ উজ্জ্বল পরময়ু'।

এদের জীবাণুদের অনুপাত আমাদের খাদ্যসামগ্রী, পানীয় প্রভৃতির উপর নির্ভর করে। উন্নত দেশের নাগরিকদের এবং অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের নাগরিকদের মধ্যে আন্ত্রিক জীবাণুদের অনুপাতের পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। সমবেতবাবে আন্ত্রিক জীবাণুরা আমাদের শরীরে এক পৃথক এবং অতিরিক্ত অঙ্গ হিসাবে (একস্ট্রা অরগ্যান) কাজ করে এবং ওজনে প্রায় ২- ৫ পাউন্ড (১-২ কেজি) অর্থাৎ আমাদের মস্তিষ্কের প্রায় সমান ওজন।

কী কী ভাবে অণুজীবরা আমাদের শরীরে আসে?

মাতৃগর্ভে ভ্রূণ অবস্থায় মায়েদের দ্বারা সুরক্ষিত অবস্থায় শিশু ব্যাকটেরিয়া মুক্ত থাকে। যদিও আধুনিক পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে ভ্রূণ অবস্থায়ও অণুজীবদের দ্বারা ভ্রূণ সংক্রমিত হতে পারে। মাতৃগর্ভে ভ্রূণের বাসস্থান অ্যামনিওটিক থলি (স্যাক) যখন ফেটে যায়, আমরা ব্যাকটেরিয়া সংস্পর্শে আসি। শিশুর জন্ম যদি যোনিপথের মাধ্যমে (ভ্যাজিনাল) হয় তাহলে শিশু জন্মনালির (ব্যর্থ ক্যানাল) জীবাণুদের দ্বারা সংক্রমিত হয় আর যদি অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে ৯সিজারিয়ান) হয় তাহলে জন্মলগ্নে উপস্থি ব্যক্তিদের থেকে সংক্রমিত হয়। ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরেই সদ্যোজাত অগণিত এবং বিচিত্র ধরনের ব্যাকটেরিয়ার সংস্পর্শে আসে এবং কয়েকদিনের মধ্যে মায়ের শরীর, স্তন, জন্মস্থান—যেমন হসপিটাল প্রভৃতির স্থানে ব্যাকটেরিয়ার দ্বারা সংক্রমিত হয়ে পড়ে। জন্মের পর কয়েক মাস শিশুদের মধ্যে জীবাণুদের ভিন্নতা এবং বৈচিত্র্য ভীষণভাবে লক্ষ্য করা যায়। খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গ জীবাণুদের অনুপাত এবং বৈচিত্র্যের মধ্যে পরিবর্তন করা যায়। বেশ কয়েক বছর পর আমাদের খাদ্যাভ্যাসে যখন স্থিরতা আসে আমাদের আন্ত্রিক জীবাণুদের মধ্যে বৈচিত্র্য ও ভিন্নতার মধ্যে একটা স্থায়িত্ব লক্ষ্য করা যায়।

আন্ত্রিক জীবাণু ও আমরা বিবর্তনজনিত সহাবস্থান ঃ

বিবর্তনের পথে মানুষের উদ্ভব হয়েছে প্রায় কয়েক মিলিয়ন বছর আগে এবং সেই সময় থেকেই

অণুজীবেরা মানুষের সংস্পর্শে এসেছে এবং পারস্পরিক সহযোগিতা ও নির্ভরতার মাধ্যমে সহাবস্থানের ভূমিকা নিয়েছে। গবেষকরা আমাদের অন্ত্রে কিছু অণুজীবাবণুদের অস্তিত্ব খুঁজে পেয়েছেন নিয়ান্ডারখাল প্রজাতির আন্ত্রিক জীবাণুদের মধ্যে। সুতরাংএই অণুজীবরা আমাদের 'ওল্ড ফ্রেন্ডস বা পুরানো বন্ধু'। সুতরাং প্রমাণিত হয় এই আন্ত্রিক জীবাণুদের প্রাগৈতিহাসিক অস্তিত্ব এবং আমাদের অন্ত্রে এই জীবাণুদের কমিতিরজন্য দায়ী আধুনিক মানুষের আধুনিক জীবনযাত্রা। আমাদের আন্ত্রিক জীবাণুদের তুলনায় নিয়াল্ডারখাল প্রজাতির মানুষর আন্ত্রিক জীবাণু অনেক সমৃদ্ধ এবং বৈচিত্রময় ছিল। আমাদের হোমিনিড খুড়তুতো বাই নিয়ানডারখালরা প্রজাতি হিসাবে আমাদের বিবর্তনের ক্ষেত্রেঅনেক অবদান রেখে গিয়েছে। গবেষকরা ৫০,০০০ বছরের পুরান মলের উপাদান (ফিকাল স্যামপল)- এর মধ্যে আন্ত্রিক জীবাণুদের (গাট মাইক্রোবস) পরীক্ষা করে সিদ্ধান্তে এসেছেন আমাদের আন্ত্রিক জীবাণুদের মধ্যে অনেকেই নিয়ান্ডারখাল আন্ত্রিক জীবাণুদের মধ্যে উপস্থিত ছিল। প্রায় ৭ লক্ষ বছর আগে হোমো স্যাপিয়েন্স এবং নিয়ান্ডারখালরা বিবর্তনের পথে পৃথক হয়ে যাওয়ার আগে থেকে মানুষের আন্ত্রিক জীবাণুদেরমধ্যে বেশ কিছু প্রজাতির অণুজীবদের উপস্থিতি নিয়ান্ডারখালদের অন্ত্রে উপস্থিতির প্রমাণ পাওয়া গিয়ছে। অর্থাৎ আমাদের আন্ত্রিক জীবাণুদের মধ্যে বেশ কিছু প্রজাতি আমাদের জৈবক্রিয়ায় (বায়োলজি) পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং অত্যাবশক। তাছাড়া হোমো সেপিয়েন্স এবং নিয়ান্ডারখালদের পূর্বপুরুষদের অন্ত্রেও এই আন্ত্রিক জীবাণুদের অস্তিত্ব ছিল। আমাদের আধুনিক জীবনযাত্রার ফলে আমাদের আন্ত্রিক জীবাণুদের বৈচিত্র ও সমৃদ্ধি অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে।

এই উপকারী ও প্রয়োজনীয় আন্ত্রিক জীবাণুদের পুনর্গঠন করে তাদের উপদানগুলোকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনা যায়, খাদ্যভ্যাসের ও জীবনযাত্রার মান বদল করে। দেখা গিয়েছে প্রসেসড ফুড, চলজলদি খাবার (ফাস্ট ফুড), কড়া করে ভাজা খাবার (ডিপ ফ্রায়ড ফুড), অতিরিক্ত মাত্রায় ওষুধ সেবন, অতিরিক্ত সুস্বাস্থ্য-বিধি ও ব্যবস্থার (বাই পাব - স্যানিটাইডজ এনবারনমেন্ট) ফলে আমাদের আন্ত্রিক জীবাণুদের মধ্যে বৈচিত্র্যের হ্রাস ও পরিমাণ ও সংখ্যায় ঘাটতি লক্ষ্য করা যায় বেশি কিছু প্রজাতির নির্মূর্ল বা বিনাশের ফলে। এই উপকারী প্রজাতিগুলো আগে আমাদের মধ্যে ছিল। সভ্যতা ও শিল্পের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে জীবনযাত্রার বদলের সঙ্গে সঙ্গে এরাব ক্রমশ বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে।।

আন্ত্রিক জীবাণু ও জীবের ওপর বিবর্তনের প্রভাবঃ

এখন প্রশ্ন, আন্তিক জীবাণুরা বিবর্তনের পথে কিভাবে আমাদেরপূর্ব পুরুষদের সঙ্গে সম্পকির্ত? আন্ত্রিক জীবাণুরা কী আমাদের একই সঙ্গে বিবর্তনের পথে উদ্ভত? আন্ত্রিক জীবাণুর বিবর্তনজনিত ইতহিস কি মানুষের শরীরও স্বাস্থ্যের সঙ্গে জড়িত? জীবাণুরা বিবর্তনের পথে এবং প্রভাবে আমাদের শরীরও স্বাস্থ্যকে কীভাবে প্রভাবিত করেছে এবং করছে?

যদিও মানুষের ৬.৫ মিটার লম্বা অন্ত্রনালী তিনটি অংশে গঠিত --- পাকরস্থলী (স্টমাক), ক্ষুদ্রান্ত্র (স্মল ইন্টেস্টাইন) এবং বৃহদাস্ত্র (লার্জ ইন্টেস্টাহইন) এবং আন্ত্রিক জীবাণ সংক্রান্ত গবেষণা ও আমাদের ধারণা সাধাণরত বৃহদান্ত্রের অণুজীবীদের নিয়েই গঠিত। বৃহদান্ত্রের প্রতি মিলিমিটার অংশ প্রায় ১০১১ সংখ্যক জীবাণু অবস্থিত তুলনায় ক্ষুদ্রান্তে ১০৮ সংখ্যক জীবাণু অবস্থিত। ব্যক্তিবিশেষে ক্ষেত্রে ১৫০ থেকে ৪০০ বিভিন্ন প্রজাতির (স্পিসিস)। যদিও বিভিন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই প্রজাতিদের সংখ্যা ও উপাদান পরিবর্তিত হয়। আমাদের এই সম্পর্কিত ধারণা বহুলাংশে নির্ভর করে উন্নত দেশগুলোর মানুষের মধ্যে গবেষণার ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে।

প্রথমত, অনুন্নত দেশের বাসিন্দাদের থকে উন্নতদেশের নাগরিকদের অন্ত্রে জীবাণু প্রায় ৩০ শতাংশ কম আছে। 'হারিয়ে যাওয়া আন্ত্রিক জীবাণু (ডিজঅ্যাপিয়ারিং মাইক্রোবস)' তত্ত্ব অনুযায়ী ক্রমবর্ধমান শিল্পায়ন, উন্নত সভ্যতা এবং অতিরিক্ত মাত্রায় স্বাস্থ্য সচেতনতা এবং প্রকৃতির থেকে ক্রমশ দূরে সরে যাওয়া আন্ত্রিক জীবাণুদেরএই ক্রম অপসৃয়মানতার মূলে।

দ্বিতীয়তক, পাশ্চাত্য দেশের অধিবাসীদের অন্ত্রের কয়েকটি বিশেষ ধরনের প্রজাতির অভাব লক্ষ্য করা যায় যেগুলো ধারাবাহিকভাবে অন্যান্য দেশের অধিবাসীদের অন্ত্রে উপস্থিত। পরিশেষে, কিছু জীবাণুর প্রাচুর্যের তারতম্য ভীষণভাবে লক্ষ্য করা যায় দুই অঞ্চলের বাসিন্দাদের মধ্যে।

এখন প্রশ্ন, কেন এই পার্থক? প্রাচ্য দেশের লোকেদের খাদ্যে বেশি তন্তু (ফাইবার) থাকে চর্বি, মাংস এবং চিনির কম পরিমাণ আন্ত্রিক জীবাণুদের পরিমাণ ও বৈচিত্র্য বানাতে সাহায্য করে। পাশ্চত্য দেশে অতিরিক্ত মাত্রায় ওষুধের ব্যবহার, অতিরিক্ত স্বাস্থ্য সচেতনতা, মাত্রাতিরিক্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা আন্ত্রিক জীবাণুদের কমতির মূলে। দ্বিতীয় প্রশ্ন, এই পার্থক্য কি গুরুত্বপূর্ণ? এই প্রশ্নের উত্তর জানতে সাহায্য করে আমাদের নিকট সম্পর্কীয় প্রাইমেটদের (নন-হিউম্যান) আন্ত্রিক জীবাণুদের মধ্যে তুলনায়মূলক আলোচনা। আমাদের সবচেয়ে নিকট আত্মীয় আফ্রিকান এপদের তুলনায় মানুষের আন্ত্রিক জীবাণুর পরিমাণ এবং কম বৈচিত্র্যাময় এবং ব্যাক্টেরেয়ডস প্রজাতির প্রতুলতা এবং মিথানোব্রেভিব্যাকটারএবং পাইবোব্র্যাক্টারদের পরিমাণ হ্রাস এবং এই বৈশিষ্ট্যের পলে নন-হিউম্যান এপদের মধ্যে মাংসাশী খাদ্যভাসের প্রচলন। খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন এবং ক্রমশ মাংসাশী হয়ে যাওয়ার ফলে এই বৈশিষ্ট্য বৃহদাকার এপদের (নর-বানর) থেকে মানুষের আন্ত্রিক জীবাণুর চরিত্র ও উপাদানের গঠন খুব দ্রুত বদলে গিয়েছিল এবং এর মূল্যে রান্না করা খাবার চাষবাসের উৎকর্ষতা, জনগোষ্ঠীর আয়তন, ঘনত্ব এবং অন্যান্য শারীরিক ও শারীরবৃত্তিয় পরিবর্তন- যেমন, এন -গ্লাইকোলাইলনিউরামিনিক এসিডের (মানবদেহে ক্যান্সারের উৎপাদক) হ্রাস ও হানি। মানুষের অন্তর্জনসংখ্যা (ইন্টার পপুলেশন)-গত পার্থক্য প্রায় একই রকম। মানুষের ক্ষেত্রে এই পার্থক্যের মূল্যে খাদ্যভ্যাসের পরিবর্তন এবং নর-বানরদের ক্ষেত্রে পরিবেশ ও বাসস্থানের পরিবর্তন।

আন্তিরক জীবাণুদের পূনর্গঠন ঃ আমাদের কীভাবে সনাক্ত করতে পারি আমাদের শরীরও স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী ও প্রয়োজনীয় জীবাণুদের, তাঁদের কীভাবে রক্ষা করতে পারি এবং পূণর্গঠিত ও পুনর্স্থাপিত করতে পারি আমাদের অন্ত্রে? এই প্রশ্নগুলোর উত্তর পাওয়া যায় আন্ত্রিক জীবাণুদের প্রাগৈতিহাসিক বংশানুক্রমিক বৈশিষ্ট্য (এন্সেট্রোল ট্রেইটস) অর্থাৎ আন্ত্রিক জীবাণুদের মধেও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ যারা বিবর্তনের ইতিহাসে আজও এখটানা অপরিবর্তিত ও উপস্থিত রয়ে গিয়েছে আমাদের অন্ত্রে, তাঁদের পরীক্ষা ও পর্যালোচনা করে।

বিজ্ঞানীরা নিয়ান্ডারখালদের বাসস্থানের কাছে পাওয়া ৫০,০০০ বছরের পুরনো মূলের নমুনা (ফিকাল স্যাম্পলস) থেকে ডিএনএ নিষ্কাশিত করে তারা বিশ্লেষণ করে নিয়ান্ডারখালদের অন্ত্রে উপস্থিত আন্ত্রিক জীবাণুদের উপাদান ও বৈচিত্র্য নির্ণয় করেন। আমাদের আন্ত্রিক জীবাণু এবং নিয়ান্ডারখালদের অন্ত্রে উপস্থিত জীবাণুদের মধ্যে তুলনা করে অনেক সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছেন। দেখা গিয়েছে, আমাদের জানা প্রায় সমস্ত উপকারী জীবাণু যারা আধুনিক মানুষের অন্ত্রে উপস্থিত তাঁদের প্রায় সমস্ত উপকারী জীবাণু যারা আধুনিক মানুষের অন্ত্রে উপস্থিত তাঁদের প্রায় সবই সেই সময় নিয়ান্ডারখালদের এবং হোমো সেপিয়েন্সদের অন্ত্রে উপস্থিতি ছিল। এবং হোমো সেপিয়েন্স এবং নিয়ান্ডাথখালদের যে সাধরণা পূর্বপুরুষ তাঁদের অন্ত্রেও এইসব উপকারী জীবাণুরা ছিল। সুতরাং বিবর্তনের পথ ধরেই এইসব জীবাণুদের সঙ্গে আমাদের পরিচিতি এবং সহযোগিতামূলক সহাবস্থান (সিম্বায়োসিস)। বিবর্তনের সূত্রেই আমাদের প্রাপ্তি আন্ত্রিক জীবাণুদের আমাদের সুস্বাস্থ্য ও সুরক্ষার জন্য। এইসব উপকারী জীবাণুরা ছোট মাপের শৃঙ্খলের ফ্যাটি অ্যাসিড (শর্ট চেইন ফ্যাটি অ্যাসিড) তৈরি করে খাদ্যের অন্তর্ভূক্ত তন্তু (ফাইবার) থেকে এবং আমাদের পরিপাক সুরক্ষা ব্যবস্থায় ভারসাম্য রক্ষা করে।

বর্তমানে আধুনিক মানুষের অন্ত্রে এইসব উপকারী অণুজীবদের ঘাটতি ও কমিত লক্ষ্য করা গিয়েছে এবং বিজ্ঞানীরা এই ব্যাপারে বিপদ সংকুচে জানিয়েছেন এবং যথোপযুক্ত সতর্কতা অবলম্বনের অনুরোধ জানিয়েছেন।

আন্ত্রিক জীবাণুদের সুরক্ষা ও সুগঠনের জন্য শিশুদের মাতৃদুগ্ধ পান একটি অতি প্রয়োজনী এবং আবশ্যিক ব্যবস্থা। দেখা গিয়েছে আন্ত্রিক জীবাণুরা অ্যালির্জি প্রভৃতি রোগের প্রতিরোদে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। স্তন্যপান শৈশবে আন্ত্রিক জীবাণুর বিকাশ ও গটনের পক্ষে খুবই উপকারী। প্রথমত শিশুকে মাতৃদুগ্ধে উপস্থিত জীবাণুদের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে মাতৃদুগ্ধের অলিগোসাক্যারাইড (ছোট মাপের শর্করা জাতীয় পদার্থ), মাতৃদগ্ধ নিঃসৃত প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত আই জি এ (ইমিউনোগ্লোবিন এ)' এবং জীবাণু বিরোধী পদার্থ) অ্যালার্জিজনিত রোগের প্রতিরোধে মাতৃদুদ্ধের উপকারিতা শিশুর আন্ত্রিক জীবাণুকে নিয়ন্ত্রিত বা পরিবর্তিত করে, নিঃসংশয়ে প্রমাণিত। এবং এর ফলে অনেক অ্যালার্জিজনিত রোগের হাত থেকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সুরক্ষিত থাকে। আন্ত্রিক জাবাণুরা মানুষের সঙ্গে বিবর্তনের পথে কয়েক লক্ষ বছর ধরে একই সঙ্গে বেঁচে থাকার জন্য উদ্ভুত। এই সময়ের মধ্যে দিয়েই আন্ত্রিক জীবাণু মানুষের শরীরে গুরুত্বপূর্ণ কার্যবিধি সম্পাদনের জন্য প্রস্তুত হয়েছে, সেই সঙ্গে নিজেদের প্রয়োজনীয়তা ও জীবনধারণের পথ ও লক্ষ্য ও নির্দিষ্ট করে নিয়েছে। জন্মলগ্ন থেকেই আন্ত্রিক জীবাণুরা আমাদের শারীরিক ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত।

জন্মের সময় মায়ের জন্মনালী (ব্যর্থ ক্যানাল)-এর মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় আমরা আন্ত্রিক জীবাণুদের সংস্পর্শে আসি। যদিও আধুনিক পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে মাতৃগর্ভে থাকাকালীন ভ্রূণ অবস্থায় জীবাণুদের সংস্পর্শে আসে। বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আন্ত্রিক জীবাণুদের মধ্যে বৈচিত্র্য, ভিন্নতা দেখা দেয়। উচ্চমানের বৈচিত্র্য আমাদের শরীর ও স্বাস্থ্যের পক্ষে খুবই উপকারী। আমাদের খাদ্যাভাসের ওপর নির্ভর করে আন্ত্রিক জীবাণুদের বৈচিত্র্য, উপাদান এবং গঠনপ্রকৃতি। আমাদের বৃদ্ধি এবং সেই সঙ্গে আন্ত্রিক জীবাণুদের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আন্ত্রিক জীবাণুরা নানাভাবে আমাদের শরীরে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া করে। যেমন—

১) মাতৃদুগ্ধের পরিপাক—যে সব ব্যাকটেরিয়া আমাদের অন্ত্রে প্রথম বৃদ্ধি পেতে থাকে, যেমন--- বাইফিডোব্যাকটেরিয়া, তারা মাতৃদুগ্ধে অবস্থিত শর্করাকে (কার্বোহাইড্রেট) পরিপাক করে যা আমাদের শারীরিক উন্নতি ও বৃদ্ধির সহায়ক।

২) প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা---আন্ত্রিক জীবাণু আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে সজাগ, সতর্ক, সক্রিয় রাখে। প্রতিরক্ষা সংক্রান্তে কোষগুলোর (ইমিউন সেলস) সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যমে আন্ত্রিক জীবাণু বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধে কার্যকরী ভূমিকা নেয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে যথাযথ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে।

৩) মস্তিষ্কের স্বাস্থ্যরক্ষার—আমাদের মস্তিষ্কের সুস্বাস্থ্যের জন্য আন্ত্রিক জীবাণুদের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। আন্ত্রিক জীবাণুদের মধ্যে কিছু অণুজীবন আমাদের মস্তিষ্কে প্রয়োজনীয় রাসায়নিক পদার্থ স্নায়ুসংবাদ পবিবাহক (নিউরোট্রান্সমিটার) উৎপাদনে সহায়তা করে। যেমন অবসাদ নিরোধক (এন্টিডিপ্রেসান্ট) সেরোটনিন অন্ত্রে উৎপাদন হয়। আমাদের অন্ত্রকয়েক মিলিয়ন স্নায়ুকোষের সাহায্যে আমাদের মস্তিষ্কের সঙ্গে যুক্ত। সুতরাং আন্ত্রিক জীবাণুরা আমাদের মস্তিষ্কের স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা নিয়ন্ত্রণ করে এইসব স্নায়ুকোষের মাধওমে প্রেতি সংবাদের মাধ্যমে। পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে বিভিন্ন ব্যক্তির শারীরিক বিশৃঙ্খলার ক্ষেত্রে তাদের আন্ত্রিক জীবাণুদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় স্বাভাবিক স্বাস্থের লোকদের তুলনায়। সুতরাং আমাদের মস্তিষ্কের সঠিক কার্যকারিতকার জন্য আন্ত্রিক জীবাণুরা দায়ী। দেখা গিয়েছে কিছু 'প্রোবায়োটিক্স' (জীবন্ত ব্যাকটেরিয়া ও ইষ্ট যুক্ত খাবার অথবা উপকারী জীবন্ত অণুজীব, খাদ্য হিসাবে) আমাদের মানসিক অবসাদ ও অন্যান্য মানসিক রোগ নিবারণে সহায়তা করে।

৪) অন্ত্রের সুরক্ষা ---আন্ত্রিক জীবণুরা আমাদের অন্ত্রে সুরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় কিছু খাদ্য পরিপাক করে যা আমাদের অন্ত্র করতে অক্ষম। আন্ত্রিক কোষদের সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যমে এই সুরক্ষা কার্য সম্পাদন হয়। আন্ত্রিক জীবাণুরা আমাদের অন্ত্রের দেওয়ালে বাসা বাঁধে এবং রোগ জীবাণুদের রোগ সংক্রমণ করতে হলে অন্ত্রে দেওয়ালে সংযুক্ত ও বাসা বাঁধতে হয়। উপকারী ও ক্ষতিকারক জীবাণুদের মধ্যে লড়াই বাঁধে অন্ত্রেক দেওয়ালের স্থান করে নিয়ে বাসা বাঁধার জন্য এবং রোগ বিস্তারের জন্য উপকারী আন্ত্রিক জীবাণুরা জিতলে রোগের প্রতিরোধ হয়। নয়তো আমরা রোগক্রান্ত হয়ে পড়ি। আন্ত্রিক জীবাণুরা রোগ জীবাণুদের অন্ত্রে এই সংযুক্ত হওয়া বা বাসা বাঁধা থেকে নিবৃত্ত করে এবং আমরা এরাগমুক্ত থাকি।

৫) হৃদযন্ত্রের স্বাস্থ্যরক্ষা—আন্ত্রি জীবাণুরা আমাদের হৃদযন্ত্রে স্বাস্থ্যরক্ষার দিক নজর রাখে। সাম্প্রতিক পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে আন্ত্রিক জীবাণু 'ভালো কোলেস্টেরল' অর্থাৎ হাই ডেন্সিটি লিপোপ্রোটিন (এইচ ডি এল) ও ট্রাইগ্লিসারাইডস, যারা আমাদের শরীরও স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী তাঁদের উৎপাদনে সহায়তা করে। আন্ত্রিক জীবাণুদের মধ্যে কিছু অনুজীব হৃদযন্ত্রে পক্ষে ক্ষতিকারক ট্রাইমিথাইল এমিন এন অক্সাইড (টি এম এন ও) তৈরি করে। রেড মিট ও অন্যান্য প্রাণীদেহের মাংসে অবস্থিত কোলিন এবং এল-কারনিটিন থেকের এই ক্ষতিকারক টিএমএন ও উৎপন্ন করে কয়েক ধরনের আন্ত্রিক ব্যাকটেরিয়া প্রোবায়োটিক্স ও ইষ্ট এইসব ক্ষতিকারক পদার্থের উৎপাদন নিবৃত্ত করে। এইসব উপকারী অণুজীব সমৃদ্ধ খাবার আমাদের শরীরে কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে ও হৃদযন্ত্রের সুরক্ষায় খুব উপকারী।

৬) সুগার নিয়ন্ত্রণে---আন্ত্রিক জীবাণু আমাদের শরীরে সুগারের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে ডায়াবিটিসরোধে সহায়তা করে জায়াবিটিস ১ ও ২ উত্তর ক্ষেত্রেই। দেখা গিয়েছে, একই ধরনের খাবার খাওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন ব্যক্তির আন্ত্রিক জীবাণুদের মধ্যে তপাৎ হওয়ার ভ্রূণ তাঁদের শরীরে সুগারের মাত্রায় ফারাক হতে দেখা যায় এবং এর জন্য আন্ত্রিক জীবাণুরাই দায়ী পরিশেষে।

৭) আমাদের ওজন---হাজারো রকমের ব্যাকটেরিয়া আমাদের অন্ত্রে বসবাস করছে। তাদেরবেশিরভাগই আমাদের পক্ষে ভীষণ উপকার। আবারকিছু জীবাণু আছে অপকারী জীবদের সংখ্যা বেশি হয়ে গেলে আমরা রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ি। এই অবস্থাকে বলা হয় 'গাট ডিজবায়েসিস'। যমজ ভাইদের ক্ষেত্রেও দেখা গিয়েছে আন্ত্রিক জীবাণুদের মধ্যে পার্থক্যের দরুণ একজন মেদবহুর ও অন্যজন রোগা। এই পার্থক্যের ফলে মনে হয়, আন্তিরক জীবাণু পুরোপুরি বংশানুর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। প্রোবায়োটিক্স খাদ্যের মাধ্যমে এই মেদবৃদ্ধি রোধ করা যেতে পারে। অপরদিকে ওজন বৃদ্ধিও করা যেতে পারে। (সৌজন্যে-দৈ: স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

আগরতলা তৃণমূল কংগ্রেসের নির্বাচনি সভা অনুষ্ঠিত হয়। ছবি ঃ নিজস্ব

বালাকোট এয়ার স্ট্রাইকের হিরো, বীর চক্র সম্মানে সম্মানিত অভিনন্দন বর্তমান

নয়াদিল্লি, ২২ নভেম্বর (হি.স.): বীর চক্র সম্মানে সম্মানিত হলেন তৎকালীন উইং কমান্ডার (বর্তমানে গ্রুপ ক্যাপ্টেন) অভিনন্দন বর্তমান। সোমবার রাষ্ট্রপতি ভবনে আয়োজিত বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে অভিনন্দন বর্তমানকে বীর চক্র সম্মানে সম্মানিত করেছেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। বালাকোট এয়ার স্ট্রাইকের ''হিরো'' অভিনন্দন বর্তমান ২০১৯ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানের এফ-১৬ যুদ্ধবিমানকে গুলি করে মাটিতে নামান। সেই সাহসিকতার স্বীকৃতি হিসেবে সোমবার বীর চক্র সম্মানে সম্মানিত করা হয়েছে অভিনন্দন বর্তমানকে। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং-সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। মিগ থেকে সুখোই সব বিমান ওড়ানোতেই দক্ষ অভিনন্দন বর্তমান। ২০১৯ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি ভারতে আক্রমণ করতে আসা একটি এফ ১৬ বিমানের পিছু ধাওয়া করেন অভিনন্দন বর্তমান। পাকিস্তানের ভিতরে ৭-৮ কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করে অভিনন্দনের বিমান। এর পরে আহত অবস্থায় পাক সেনার হাতে বন্দি হন তিনি। প্রায় ৬০ ঘণ্টার টানাপড়েনের পর অভিনন্দনকে মুক্তি দেয় পাকিস্তান। দেশে ফিরে বীরের মর্যাদা পান অভিনন্দন। নিরাপত্তার কারণে ওই অভিযানের পরেই শ্রীনগরে ৫১ নং স্কোয়াড্রন থেকে অন্যত্র সরানো হয় অভিনন্দন বর্তমানকে। তাঁকে কিছু প্রশাসনিক দায়িত্ব দেওয়া হয়। বর্তমানে তিনি গ্রুপ ক্যাপ্টেন।

ফের দিলীপ ঘোষকে তোপ তথাগত রায়ের

কলকাতা, ২২ নভেম্বর (হি. স.) : সোমবার টুইটারে ফের রাজ্যের প্রাক্তন বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষকে তোপ দাগলেন রাজ্যের প্রাক্তন বিজেপি সভাপতি তথাগত রায়। দলের দুই বরিষ্ঠ নেতার মধ্যে শীতল সম্পর্কের কথা বেশ কিছুদিন ধরে রাজনীতি মহলে সুবিদিত। তথাগতবাবু একের পর এক টুইট করেছেন দিলীপবাবু এবং কিছু কেন্দ্রীয় নেতার নামে। এ নিয়ে জল ঘোলা হয়। শনিবার তথাগতবাবু টুইটারে লেখেন, "কারুর কাছ থেকে বাহবা পাবার জন্য আমি টুইটগুলো করছিলাম না। দলের কিছু নেতৃস্থানীয় লোক যেভাবে কামিনী-কাঞ্চনে গা ভাসিয়েছিলেন সেটা সম্বন্ধে দলকে সজাগ করার জন্য করছিলাম। এবার ফলেন পরিচীয়তে। পুরভোটের ফলের জন্য প্রতীক্ষায় থাকব। আপাতত বিদায়, পশ্চিমবঙ্গ বিজেপি !" সোমবার জনৈক সুরজিৎ দাস তথাগতবাবুকে টুইটারে প্রশ্ন করেন, "দিলীপ ঘোষ বলেছেন ''উনি (তথাগত রায়) দলে থাকতেই বা দলের কি লাভ হয়েছে '' এই বিষয়ে আপনি কিছু বলবেন না?" উত্তরে তথাগতবাবু লেখেন, "ক্লাস এইটের স্তরে তো নামতে পারব না ভাই !" এর আগে এদিন অপর এক টুইটে সায়নী ঘোষকে গ্রেফতারকে স্বাগত জানিয়ে টুইটারে তথাগতবাবু লিখেছেন, "মজা মন্দ নয় ! ২০১১ সালে এক কুখ্যাত মুলো বিধায়ক আমাকে ওই একই ধারায় জেলে ঢুকিয়েছিল ! তখন আমার বয়স ছেষট্টি !"

নির্মাণ কাজে ছাড়, ২৬ নভেম্বর পর্যন্ত দিল্লিতে বন্ধ থাকছে স্কুল ও অফিস

নয়াদিল্লি, ২২ নভেম্বর (হি.স) : দিল্লিতে বায়ু দূষণের মাত্রা এখনও কমেনি। তবে আগের মত ভয়াবহ জায়গায় নেই বলে এবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে ছাড় দিচ্ছে দিল্লি সরকার। দূষণের ফলে দিল্লিতে সব রকম নির্মাণকাজ বন্ধ ছিল। সোমবার থেকে নির্মাণকাজের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা উঠে যাচ্ছে। ন্যাশনাল ক্যাপিটাল রিজিয়ান এবং পার্শবর্তী এলাকার এয়ার কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট কর্তৃপক্ষ রবিবার নির্মাণ কাজের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়। রাজ্যের বাইরে থেকে শহরের ভেতর পণ্যবাহী ট্রাকের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছিল। একমাত্র অত্যাবশ্যকীয় পণ্য ছাড়া অন্যান্য ট্রাকগুলির প্রবেশের উপর এই নিষেধাজ্ঞা আগামী ২৬ নভেম্বর পর্যন্ত বহাল থাকছে। দিল্লির সরকারি অফিস, বেসরকারি সংস্থা এবং কর্পোরেশন আগামী ২৬ নভেম্বর পর্যন্ত বন্ধ থাকছে। এখন শুধুমাত্র অত্যাবশ্যকীয় এবং জরুরী পরিষেবা সঙ্গে জড়িত বিভাগগুলি খোলা থাকবে। সরকারি কর্মীদের বাড়ি থেকে কাজ করার কথা বলা হয়েছে। বেসরকারি সংস্থা গুলিকে অনুরোধ জানানো হয়েছে, যাতে তারাও তাদের কর্মীদের বাড়ি থেকে কাজ করার অনুমতি দেয়। দিল্লির বায়ু দূষণের মাত্রা বিপদসীমা পেরিয়ে যাওয়ায় কড়া পদক্ষেপ নেয় কেরজিওয়াল সরকার। আবহাওয়াবিদরা আগেই আশঙ্কা করেছিল যে দিপাবলীর পর দিল্লির বায়ু দূষণের মাত্রা বাড়বে। তাদের সেই আশঙ্কাকে সত্যি করে বায়ু দূষণের মাত্রা বেড়ে হয়েছিল ৭৭৪.৬৯। এই দূষণের কারণে স্কুল বন্ধের নির্দেশ দেয় দিল্লির কেজরিওয়াল সরকার। সেখানে ফের শুরু হয় অনলাইন ক্লাস। দিল্লির সমস্ত সরকারি অফিসে ১০০ শতাংশ কাজ ওয়ার্ক ফ্রম হোমের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। একই ভাবে কোনও প্রকার নির্মাণ কাজ করা যাবে না বলেও স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিল দিল্লির সরকার।

আগামী ছয় মাসের মধ্যে এইমস-এর নির্মাণকার্য শেষ করতে কড়া নির্দেশ কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মনসুখ মাণ্ডবিয়ার

গুয়াহাটি, ২২ নভেম্বর (হি.স.) : যে কোনও অবস্থায় আগামী ছয় মাসের মধ্যে গুয়াহাটির নিকটবর্তী সাংসারিতে নির্মীয়মাণ অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব মেডিক্যাল সায়েন্স (এইমস)-এর নির্মাণকার্য সম্পন্ন করতে কড়া নির্দেশ দিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মনসুখ মাণ্ডবিয়া। সাংসারিতে নির্মীয়মাণ এইমস-এর অগ্রগতির খোঁজ নিতে আজ সোমবার গুয়াহাটি এসেছেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী।

রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী কেশব মহন্ত, বিভাগীয় শীর্ষ আধিকারিকবর্গ এবং দুই নির্মাণ সংস্থার পদাধিকারীদের সঙ্গে নিয়ে গোটা এইমসচত্বর ঘুরে ঘুরে পর্যবেক্ষণ করেছেন তিনি। এর পর তিনি রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী সহ বিভাগীয় এবং দুই নির্মাণ সংস্থার আধিকারিক-পদাধিকারীদের সঙ্গে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করেছেন। বৈঠকে আশানুরূপ গতিতে এইমস-এ নির্মাণকার্য হচ্ছে না কেন, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানতে চান দুই নির্মাণ সংস্থার পদাধিকারীদের কাছে। তিনি বলেন, এইমস-এ শীঘ্র চিকিৎসা পরিষেবা লাভ করতে অসম তথা সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জনতা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন। এর নির্মাণকার্য ধীর গতিতে চলছে বলেই অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব মেডিক্যাল সায়েন্সটি জনতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা যাচ্ছে না। তাই জনতার স্বার্থে এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ইচ্ছানুসারে আগামী ছয়মাসের মধ্যে যে কোনও উপায়ে এইমস-এর নির্মাণ কার্য শেষ করার কড়া নির্দেশ দিয়েছেন মনসুখ মাণ্ডবিয়া।

এছাড়া গুয়াহাটিতে এইমস-এর নির্মাণকার্য যাতে আরও তীব্রতর হয়, তা তত্ত্বাবধানের জন্য একজন আইএএস আধিকারিককে উপ-অধিকর্তা পদে নিয়োগ করতে রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী কেশব মহন্তকে নির্দেশ দিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মনসুখ মাণ্ডবিয়া।

উল্লেখ্য, গত ২০১৭ সালের ২৬ মে গুয়াহাটির নিকটবর্তী সাংসারিতে অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব মেডিক্যাল সায়েন্স (এইমস)-এর শিলান্যাস করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারের প্রথম বাজেটে অসমে এইমসস্থাপনের প্রস্তাব রাখা হয়েছিল। তবে প্রথমাবস্থায় এইমস-এর নির্মাণস্থলকে কেন্দ্র করে কিছুটা বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল। পরবর্তীতে সাংসারিতেই এইমস স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয় রাজ্য সরকার। ওই সিদ্ধান্তের বলে কামরূপ জেলা প্রশাসন উত্তর গুয়াহাটি রাজস্ব চক্রের অন্তর্গত সাংসারির জালাহ গ্রামের ৫৭১ বিঘা জমি এইমস স্থাপনের জন্য বরাদ্দ করে। প্রসঙ্গত অসমে এইমস স্থাপনের জন্য মোদী সরকার ১, ১২০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছিল।

ডিসেম্বর থেকে করোনা টিকার দুই ডোজ নিলেই ঢুকতে দেওয়া হবে অস্ট্রেলিয়ায়

সিডনি, ২২ নভেম্বর (হি. স.) : আগামী ১ ডিসেম্বর থেকে ভিন দেশি পড়ুয়া ও দক্ষ শ্রমিকরা অস্ট্রেলিয়ায় প্রবেশ করতে পারবেন। প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসের চতুর্থ ঢেউয়ের তাণ্ডবে যখন কার্যত 'থরহরিকম্প' ইউরোপের অধিকাংশ দেশ, ঠিক তখনই বিদেশি নাগরিকদের জন্যজারি করা নিষেধাজ্ঞা তুলে নিলেন অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী স্কট মরিসন। সোমবার এমনটাই জানিয়েছেন তিনি। তবে সেই প্রবেশের ক্ষেত্রে বিশেষ শর্ত রাখা হয়েছে। যারা করোনা টিকার দুই ডোজ নিয়েছেন, তাঁদেরই ঢুকতে দেওয়া হবে।

করোনার প্রথম ঢেউয়ের সময়েই সংক্রমণের করাল থাবা থেকে রক্ষা পেতে ২০২০ সালের মে মাসে আন্তর্জাতিক সীমান্ত বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় অস্ট্রেলিয়া সরকার। তার পর থেকে শুধু নাগরিক ও স্থায়ী বাসিন্দাদেরই দেশে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হচ্ছে। ভিসাধারী বিদেশিদের দেশটিতে ঢোকার অনুমতি মিলছিল না। ফলে চরম সমস্যায় পড়ে যান বিদেশি শিক্ষার্থী ও দক্ষ শ্রমিকদের বড় অংশ। পাশাপাশি ধাক্কা খায় অস্ট্রেলিয়ার অর্থনীতিও। কেননা দেশটির অর্থনীতির অধিকাংশ নির্ভর করে বৈদেশিক শ্রমিক ও শিক্ষার্থীদের ওপর। ২০১৯ সালের হিসেব অনুযায়ী, শুধু বিদেশি শিক্ষার্থীদের পড়াশোনা বাবদ অস্ট্রেলিয়ার আয় হয়েছিল ৪০ বিলিয়ন অর্থাৎ ৪ হাজার কোটি অস্ট্রেলিয়ান ডলার।হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি/ কাকলি

খালেদা জিয়ার উন্নত চিকিৎসার দাবিতে খুলনায় বিএনপির সমাবেশে লাঠিচার্জ, আহত অর্ধশত

খুলনা, ২২ নভেম্বর (হি.স.): বাংলাদেশে পুলিশের লাঠিচার্জে ভন্ডুল হল বিএনপির সমাবেশ। গুরুতর অসুস্থ বিএনপির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া। তাঁর মুক্তি ও বিদেশে উন্নত চিকিৎসার দাবি সোমবার বাংলাদেশ জুড়ে আন্দোলনে নেমেছে বিএনপি। খুলনায় পুলিশের বাধা ও লাঠিচার্জে বিএনপির সমাবেশ কর্মসূচি পণ্ড হয়ে গেছে। শুধু ভন্ডুল নয় কেবল খুলনাতেই পুলিশের লাঠির ঘায়ে আহত হয়েছেন প্রায় অর্ধশত বিএনপি সমর্থক। সোমবার বেলা ১১টায় পুলিশের বাধা উপেক্ষা করে মহানগরীর কেডি ঘোষ রোডের দলীয় কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ কর্মসূচি শুরু করে মহানগর বিএনপি। মহানগর বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক অধ্যক্ষ তারিকুল ইসলাম বলেন, শান্তিপূর্ণ কর্মসূচিতে পুলিশ লাঠিচার্জ করে বিএনপি নেতাকর্মীদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়। পুলিশ এ সময় টিয়ার সেল ছোঁড়ে। বিএনপি নেতাকর্মীদের টানা হেচরা করে। এতে বিএনপির কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক খুলনা মহানগর বিএনপির সভাপতি সাবেক সংসদ সদস্য নজরুল ইসলাম মঞ্জু, মহানগর বিএনপির সহ-সভাপতি মীর কায়সেদ আলী, সিরাজুল হক নান্নু, প্রথম আলোর ফটোসাংবাদিক সাদ্দাম হোসেন, দৈনিক জন্মভূমির দেবব্রত রায়সহ অর্ধশত আহত হয়েছেন। আহতদের বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।তিনি দাবি করেন, পুলিশ ২০ জন নেতাকর্মীদের আটক করেছে। যার মধ্যে মহিলা কর্মী রয়েছে। খুলনা মহানগর বিএনপির সহ-দফতর সম্পাদক শামসুজ্জামান চঞ্চল বলেন, কেন্দ্র ঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী দলীয় কার্যালয়ের সামনে সমাবেশ চলছিল। এ সময় নেতার্মীদের ওপর অতর্কিত পুলিশ হামলা চালায় এবং লাঠিচার্জ করে। দুই দফায় পুলিশ হামলা চালায়। এতে মহানগর বিএনপির সভাপতি নজরুল ইসলাম মঞ্জু, সাংবাদিকসহ বেশ কয়েকজন নেতাকর্মী আহত হয়েছেন। তবে খুলনা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হাসান আল মামুন জানান, বিএনপির ৪ জন নেতাকর্মীকে আটক করা হয়েছে। ৬ রাউন্ড টিয়ার সেল নিক্ষেপ করা হয়েছে।-

খেলা হবে চাই না, আমরা ত্রিপুরায় বিকাশ হবে চাই : লকেট চট্টোপাধ্যায়

কলকাতা, ২২ নভেম্বর (হি. স.) : সোমবার সরাসরি বাংলার শাসক দল এবং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করে তোপ দেগেছেন গেরুয়া শিবিরের সাংসদ তথা দলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক লকেট চট্টোপাধ্যায়। এদিন তিনি বলেন,' যদি 'খেলা হবে' কথাটির মানে ৬০ জনেরও বেশি শ্রমিকের মৃত্যু, এক লাখেরও বেশি শ্রমিকদের মাইগ্রেশন, বাংলায় মহিলাদের গণধর্ষণ এবং তাঁদের ওপর নৃশংসতা হয়, তাহলে ত্রিপুরায় 'খেলা হবে' চাই না, আমরা ত্রিপুরায় ' বিকাশ হবে ' চাই।' চলতি সপ্তাহের ২৫ তারিখ রাজ্যের আগরতলা সহ ১৩ টি পুরসভা এবং ৬ টি নগর পঞ্চায়েতে রয়েছে নির্বাচন। ভোটগ্রহণ হবে মোট ৩২৪ টি ওয়ার্ডে। আর এই নির্বাচনের আগেই উত্তপ্ত ত্রিপুরেশ্বরির রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি। তৃণমূল — বিজেপি সংঘাত পৌঁছেছে চরম পর্যায়ে। আর এই অশান্ত রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে ঘাসফুল শিবিরকে দুষলেন। লকেট বলেন, "ওরা নিজেদের রাজ্যই পরিচালনা করতে পারে না। আবার যাচ্ছে ত্রিপুরায়। ওইখানে ওদের একটা ক্যাডারও নেই।' এরপর মুখ্যমন্ত্রীকে আক্রমণ করে তিনি বলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যদি ২০২৪ সালে বিজেপি বিরোধী মুখ হন, সেই ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মত আদর্শ ব্যক্তিত্ব বনাম সহিংসতার। উনি বাংলায় কী করেছেন তা সকলেরই জানা। উনি বারংবার দিল্লি আসেন কিন্তু খালি হাতেই ফিরে যান।"

টুইটে বিপ্লব দেবকে তোপ মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যর

কলকাতা, ২২ নভেম্বর (হি. স.) : "বিপ্লব দেব আমরা পিছু পা হব না। ত্রিপুরায় সহিংসতা এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অপব্যবহারের বিরুদ্ধে গণতন্ত্র ও উন্নয়ন আনবই। তার জন্য ত্রিপুরা সরকারের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের হয়ে, আমাদের এই লড়াই জারি থাকবে।"

সোমবার অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ত্রিপুরা পৌঁছানোর পর, পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য টুইটারে এ কথা লেখেন। ২৫ নভেম্বর ত্রিপুরায় পুরভোট। তার আগে পড়শী রাজ্যে নিজেদের ভীত শক্ত করতে মরিয়া তৃণমূল — কংগ্রেস। প্রতিদিনই ওই রাজ্যে তৃণমূলের নেতা-নেত্রীরা নিত্যযাত্রীর মত যাতায়ত করছেন। কখনও তারকা সাংসদ-বিধায়ক দিয়ে প্রচার করাচ্ছেন, আবার কখনও প্রথম সারির নেতারা ওই রাজ্যে গিয়ে বিপ্লব দেবের সরকারের বিরুদ্ধে, হুঁশিয়ারি দিয়ে আসছেন। এমন পরিস্থিতিতে এবার বিপ্লব দেবের সরকারের পতনের ডাক দিলেন রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় দল খোলার পর থেকেই, ক্রমাগত বিপ্লব দেবের আক্রমণের শিকার হয়ে যাচ্ছেন তৃণমূল নেতৃত্বরা। সুস্মিতা দেব থেকে শুরু করে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সহ ঘাসফুল শিবিরের একাধিক যুবনেতা অত্যাচারের শিকার হয়েছেন। তাঁরা বারংবার দাবি করেছেন, ওই রাজ্যে জঙ্গল রাজ চালাচ্ছে বিপ্লব দেবের সরকার।

টুইটে চন্দ্রিমা লিখেছেন, "বিজেপি-র বিপ্লব দেব! আর কতদিন আগরতলার মানুষকে পদদলিত করতে থাকবেন? আপনার স্বৈরাচারের অবসান ঘনিয়ে এসেছে। আগরতলার জনগণ এই সমস্ত সহিংসতা ও রক্তপাতের জন্য আপনাকে দায়ী করবে। আমরা পিছপা হব না! এমনকি সহিংসতা ও রাষ্ট্রীয় যন্ত্রপাতির অপব্যবহারের মুখেও ত্রিপুরার তৃণমূল রাজ্যে সত্যিকারের গণতন্ত্র ও উন্নয়ন আনার সংগ্রামে ত্রিপুরার জনগণের অধিকারকে সমুন্নত রেখেছে।"

তারকা বিধায়ক রাজ চক্রবর্তী সায়নী ঘোষের গ্রেফতারি নিয়ে আগেই টুইটারে লিখেছেন, 'খুনের চেষ্টার অভিযোগে যুব তৃণমূলের সভাপতি সায়নী ঘোষের এই গ্রেফতারি স্পষ্ট করে দিচ্ছে 'কাপুরুষ মুখ্যমন্ত্রী' ভয় পেয়েছেন। এবার ত্রিপুরাতেও খেলা হবে। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ত্রিপুরায় পৌঁছলেই খেলা শুরু হয়ে যাবে। নিজের বিদায়ের প্রহর গুনতে শুরু করেছেন বিপ্লব দেব স্বয়ং নিজেই।'

দেশজুড়ে অনলাইন আঁকা মহোৎসব ''কলরোথন সিজন-১৩''

নয়াদিল্লি, ২২ নভেম্বর (হি.স) : দেশের সর্ববৃহৎ অঙ্কন প্রতিযোগিতা ''কলরোথন -সিজন-১৩''-এ এবার সবচেয়ে বড় আঁকা মহোৎসব যা নয়াদিল্লি, লখনউ, চেন্নাই, বেঙ্গালুরু এবং হায়দরাবাদের মতো শহরগুলি সহ সারা দেশের এক লাখেরও বেশি লোকের অংশগ্রহণ করতে পারে। অঙ্কন প্রতিযোগিতা ''কলরোথন'' ব্রেথ এন্টারটেইনমেন্ট এবং কিডস চৌপাল-এর যৌথ প্রচেষ্টায় আয়োজিত এই অভিনব আঁকা মহাসমারোহের উদ্দেশ্য শিশুদের মধ্যে সুপ্ত সৃজনশীলতাকে রংয়ের মাধ্যমে কাগজের ক্যানভাসে ফুটিয়ে তুলতে প্রেরণার জোগানো। এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের ফর্ম কিডস চৌপাল অ্যাপে পাওয়া যাবে। সাংবাদিক কিশোর জোসেফের মস্তিস্ক প্রসূত ''কলবোথন''-ব সহ-প্রতিষ্ঠাতা ধীরজ সিং, আশীষ সিং ও দেবেন্দ্র জয়সওয়াল আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে কিডস চৌপাল-র নাম যুক্ত হওয়ায় অন্য মাত্রা পেয়েছে ''কলরোথন''। কিডস চৌপাল-র ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর প্রতিভাশালী কিশোরী চিত্রকর তিস্যা সিং এই বছরের ''কলরোথন ফেস''।

কলোরোথন হল কিশোর জোসেফ। সাংবাদিক, সামাজিক উদ্যোক্তা এবং ব্র্যান্ড ম্যানেজার, যিনি একাধিক রেকর্ডের অধিকারী। লন্ডন ওয়ার্ল রেকর্ড, এশিয়া বুক অফ রেকর্ডস এবং ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডস বিশ্বের বৃহত্তম ওপেন-এয়ার পেইন্টিং ডিসপ্লে প্রদর্শনী আয়োজনের জন্য ২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে বেঙ্গালুরুর ভেগা সিটি মল-এ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। যেখানে দশ হাজারেরও বেশি চিত্রকর্ম অপেশাদারদের দ্বারা আঁকা হয়েছিল এবং পুরুষ, মহিলা এবং শিশু সহ অংশ নিয়ে ছিল।

করোনা আক্রান্ত অভিনেতা কমল হাসান

মুম্বই, ২২ নভেম্বর (হি. স.) : করোনা আক্রান্ত বলিউড এবং দক্ষিণের কিংবদন্তি অভিনেতা কমল হাসান। সোমবার নিজের সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডলে জানিয়েছেন করোনায় আক্রান্ত হওয়ার কথা। কিছুদিন আগেই আমেরিকা থেকে ফেরেন তিনি। তারপর সামান্য কফের সমস্যা হচ্ছিল। কোভিড পরীক্ষা করালে তার ফল পজিটিভ আসে বলে জানান দক্ষিণী সুপারস্টার। এদিন দুপুরে নিজের করোনা আক্রান্ত হওয়ার কথা জানিয়ে তামিল ভাষায় টুইটারে অভিনেতা লেখেন, "আমেরিকা সফর থেকে ফেরার পর আমি সামান্য কফের সমস্যা অনুভব করি। পরীক্ষা করানোর পর কোভিড পজিটিভ ফল আসে। আমি হাসপাতালে আইসোলেশনে রয়েছি। বাকিরা সকলেই ভাল আছে। আর অতিমারী এখনও অতীত হয়ে যায়নি।" প্রসঙ্গত, ৭ নভেম্বর নিজের ৬৭তম জন্মদিন পালন করেন কমল হাসান। তখনও শারীরিকভাবে সুস্থ ছিলেন তিনি। একই দিন নিজের পরবর্তী সিনেমা 'বিক্রম'-এর পোস্টার প্রকাশ করেন এই তারকা। বর্তমানে তামিল ভাষার 'বিগ বস' রিয়্যালিটি শোয়ের সঞ্চালনার দায়িত্ব পালন করছিলেন কমল হাসান। কিন্তু তিনি অসুস্থ হওয়ায় এই দায়িত্ব কে নেবেন, তা নিয়ে দর্শকদের মনে প্রশ্ন জেগেছে। হিন্দুস্থান সমাচার/

আইপিএফটি কেন্দ্রীয় কমিটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে সোমবার আগরতলায়। ছবি ঃ নিজস্ব

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

হিমেল দিনের রূপসজ্জা

শীতকালে খেয়ে আরাম, বেড়িয়ে আরাম। শীতকালে মনের মতো করে সাজগোজ করা যায়। গরমকালে সাজগোজ করে করা যায়। গরমকালের সাজগোজ করে কোথাও গিয়ে শান্তি নেই। কারণ দু'মিনিটেই ঘেমে নেয়ে মেকআপ গলে একাকার। কিন্তু শীতকালে তা হয় না। তাই সকাল-সন্ধ্যায় ইচ্ছেমতো সাজা যায়। নেওয়া যায় মেকআপ।

দিনের বেলার মেকআপ—

শীতকালে সাবাতে আর্দ্রতা কমে যায়, ত্বক শুষ্ক লাগে। ঘরের ভেতর এবং বাইরের তাপমত্রায় ফারাক থাকায় ত্বকের আর্দ্রতার ভারসাম্য নষ্ট হয়। ত্বক নিষ্প্রভ দেখায়। তাই মেকআপের আগে ত্বক পরিষ্কার করা জরুরি। তবে সাধারণ বাজার চলকি সাবান ব্যবহার না করে ময়শ্চারাইজার যুক্ত সাবান ব্যবহার করুন।, মাইল্ড ফেশওয়াশ দিয়েও মুঙ্খ পরিশকার করতে পারনে। দিনে দু'বার মুখ পরিশকার করুন। এরপর টোনিংএর পালা। তারপর ময়শ্চরাইজিং। মুখ ভেজা থাকতে থাকতেই ময়শ্চরাইজার লাগান। ত্বক উজ্জ্বল থাকবে। মোলায়েম থাকবে।

কারণ রুক্ষ-শুষ্ক ত্বকে মেকআপ ভালো মতো বসে না। দীর্ঘস্থায়ীও হয় না। তবে খুব শুষ্ক ত্বকে টোনার লাগাবেননা।

প্রথমেই পুরো সাজর্ট নির্ভরশীল। সকালেবেলা ময়শ্চরাইজারের ওপর গায়ের রঙেরক সঙেগ নামানসই কমপ্যক্ট লাগাতে পারেন। যদি মনে কপেরন যে সকালেই একটু জমকালো সাজ দরকরা—

সেক্ষেত্রে সামান্য ফাউন্ডেশন ব্যবহার করতে পারনে। অন্যথায় কমপ্যাক্টই যথে,ট। এরপর চোখে লাইনার দিয়ে রেখা টেনে হাইলাইট করুন। দিনের বেলায় কোহল পেনসিলও ব্যবহার করতে পারনে।

একটা সফট লুরক আসবে। শীতকালে কালো লাইনারের বদলে পোশাকের সঙেগ রং মিলিয়ে খয়েরি, হালকা সবুজ ইত্যাতি রং-এর লাইনারও ট্রাই করা যেতে পারে। ঠোঁটে কেপাশাকের সঙ্গে মানানসই রঙের লিপকালার লাগিয়ে নিন। খুব লাল বা মেজেনটা ইত্যাদি রংগুলি পাত্রিবেলার জন্য তোলা খাত। দিনের বেলা হালকা রঙের গ্লসি লিপগ্লসেরও অনেককেই নামিয়ে যায়।

বিশেষ করে টিনএজারাদের। একটা কথা, এক সঙ্গে চোখ ও ঠোঁট দুটোই বেশি করে হাইলাইট করবেন না। শীতকালে অয়েল বেসড মেকআপে দেখতে ভালো লাগে। বেশিক্ষণ থাকওে। সকালে সফট শেডের ক্রিম ক্লাশ -অন ব্যবহার করতে পারনে। হবালকা একটা আভাই যেন গালে থাকে। চোখে ক্লিয়ার মাসকারা ব্যবহার করুন। চোখে একটা ভেজা ভেজা ভাব থাকবে। যত্ন করে সময় নিয়ে মেকআপ করুন। অপটু হাতে তাড়াহুড়ো করে মেকআপ করলে হিতে বিপরীত হয়।

সন্ধেবেলায় মেকআপ ঃ-

শীতের সন্ধেই সেই সময় যখন ঘরে মজুত মেতআপের সমস্ত সম্ভার দিয়ে মনমতো সাজগোজ

ফেশওয়াশ দিয়েও মুঙ্খ পরিশকার করতে পারনে। দিনে দু'বার মুখ পরিশকার করুন। এরপর টোনিংএর পালা। তারপর ময়শ্চরাইজিং। মুখ ভেজা থাকতে থাকতেই ময়শ্চরাইজার লাগান। ত্বক উজ্জ্বল থাকবে। মোলায়েম থাকবে।

কারণ রুক্ষ-শুষ্ক ত্বকে মেকআপ ভালো মতো বসে না। দীর্ঘস্থায়ীও হয় না। তবে খুব শুষ্ক ত্বকে টোনার লাগাবেননা।

প্রথমেই পুরো সাজর্ট নির্ভরশীল। সকালেবেলা ময়শ্চরাইজারের ওপর গায়ের রঙেরক সঙেগ নামানসই কমপ্যক্ট লাগাতে পারেন। যদি মনে কপেরন যে সকালেই একটু জমকালো সাজ দরকরা—

সেক্ষেত্রে সামান্য ফাউন্ডেশন ব্যবহার করতে পারনে। অন্যথায় কমপ্যাক্টই যথে,ট। এরপর চোখে লাইনার দিয়ে রেখা টেনে হাইলাইট করুন। দিনের বেলায় কোহল পেনসিলও ব্যবহার করতে পারনে। একটা সফট লুরক আসবে। শীতক

করা যায় প্রথমেই ময়শ্চরাইজার লাগানোর পালা। তারপর ফাউন্ডেসন লাগাতে হবে। যদি ছোকের কোলে কালি থাকে বা মুখে বেশি দাঘছোপ থাকে তাহলে কনসিলার দিয়ে সেগুলো ঢেকে দিতে হবে। ফাউন্ডেসন সবসময় নিজের গায়ের রঙের সঙেগ রং মিলিয়ে কিনতে হবে। তার জন্য ভেজা স্পঞ্জ ব্যবহার করতে পারনে। মুখ, ঘাষ লগা ও পিটে ফাউন্ডেশন লাগাবেন। এরপর ত্বকের রঙের সঙ্গে মানানসই কমপ্যাক্ট লাগান। বাড়তি পাউডার ব্রাশ দিয়ে ঝেড়ে ফেলুন।

এরপর খোচের পালা। প্রথমে আইশ্যাডো লাগাবার পালা। চোখের জন্য স্মোকি অঅইজ এড্ড ভালো অপশন, আইশ্যাডো ব্রাশ দিযে ছোকের কোণের অংশ সআমজ করে দিন। রাতে গ্লিটার দেওয়া আইশ্যাডো ব্যাবাহর করতে পারেন। পোশাকের রঙের সঙ্গে ম্যাচ করতেচ লোন্ডেন অথবা ব্রোঞ্জ শেডের আইশ্যাডো বা হাইলাইটার লাগতে পারনে।' দু'রঙের অঅইশ্যাডোও লাগাতে পারনে। এরপর লাইনার লাগানোর পালা, স্মোকি অঅইজ চাইলে ব্রাশেড সাহায্যে আইলাইনার সামান্য ঘযে নিন। ছোকের মায়াবী সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য মাসকারা ব্যবহার করুন। মাসকারা লাগানোর সময় দুটো ল্যাশেই ব্লেন্ড করে দেবেন।

পোশাকের সঙ্গে মানানসই রঙের লিপস্টিক না লাগালে পাত্রিবেলায় সাজ সম্পূর্ণ হয় না। এখন লাল-রঙের এবং লাল ঘেঁষা গাঢ় পিঙ্ক খুব চলছে। পো শাকের রঙের সঙ্গে নামাইসই লিপস্টিক বেছে নিতে হবে, এছাড়া মেকআপ করার সময় গায়ের স্কিনটোন এবং লাল ঘেঁষা গাল পিঙ্ক খুব তলছে। পোসাকের রঙের সঙ্গে মানানসই লিপস্টিই বেছে নিতে হবে, এছাড়া মেকআপ করারসময় গায়ের স্পিনটোন এবং বয়সের কথাও মনে রাখতে হবে। তবে যজি ঠোঁট হাইলাইট শেড দিযে। রাত্রিবেলায় ঠোঁটের জমকালো সাজের জন্য গোল্ডশাইন লিপস্টিক ব্যবহার করতে পারনে।

দিনের শেষে এমকআপ ভালো করে তুলে ভালো নাইক্রম লাগাবেন। না হলে ত্বকের ক্ষতি হবে।ভালো দেখানোর শর্ত কিন্তু মসৃণ ত্বক। তাই শীতকালে মধু, দই, দুধ, গাজরের রস, কমলালেবুর রস, রোলপের পাপাড়ি বেটে প্যাক তৈরী করে সপ্তাহে দু'দিন লাগান। দু-চারটে জিনিস মিশিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ব্যাবাহরর করুন।

এছাড়া ত্বক মসৃণ উজ্জ্বল দেখানোর জন্য সময়ের শাসসবজি, ফল, দুধ, দই খাদ্যতালিকায় রাখুন। শীতেও বেশি করে জল খান।

সন্ধ্যায় ব্যায়াম করা যে তিনটি কারণে জরুরি

স্বাস্থ্য সচেতন অনেকেই শরীরকে সুস্থ রাখার জন্য ব্যায়ামকে বেছে নেন। শরীরকে স্বাভাবিক কর্মক্ষম রাখতে শারীরিক ব্যায়ামের জুড়ি নেই. দেহকে অল্পবয়সে বুড়িয়ে ফেলতে না চাইলে প্রত্যেকের অবশ্যই নিয়ম মেনে প্রতিদিন শারীরিক ব্যায়াম করা দরকার। কারণ শারীরিক ব্যায়াম অনেক ধরনের রোগ থেকে আমাদের দেহকে রক্ষা করে। কিন্তু সমস্যা হয় ব্যায়ামের সময় নিয়ে। কোন সময়টি ব্যায়ামের জন্য সব চাইতে বালো তা নিয়ে বিপদে পড়েন অনেকেই। অনেকের মতে সকালে ব্যায়াম সেরে নেয়া ভালো। কিন্তু ফিটনেস এক্সপার্টদের মতে সকালের চাইতে ভালো সময় সন্ধ্যেবেলা। সন্ধ্যেবেলার ব্যায়ামের রয়েছে অনেক উপকারিতা। চলুন জেনে নিই সন্ধ্যাবেলার বায়াম করা যে কারণে জরুরি।

ভালো ঘুম হয়— সন্ধ্যাবেলা সময় ব্যায়াম করলে রাতের বেলা ভালো একটি ঘুম হয়। ঘুমের সময় শরীর ক্লান্ত হওয়া অনেক জরুড়ি. সন্ধ্যার সময় ব্যায়াম করলে দেহের রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি পায় এবং রাত হতে হতে আমাদের দেহ ক্লান্ত হয়ে পরে। সুতরাং ভালো ঘুম হয়। যারা অনিদ্রায় ভুগেন তারা সন্ধ্যাবেলা ব্যায়াম করে দেখতে পারেন।

বেশি ক্যালোরি ক্ষয় হয় --- সকালবেলার ব্যায়াম আপনার দেহকে শুধুমাত্র সচল এবং সারাদিনের জন্য প্রস্তুত করার জন্য করা হয়। কিন্তু আপনি যদি দেহের ফ্যাট ঝরাতে চান অর্থাৎ ওজন কমাতে চান তবে আপনাকে অবশ্যই ব্যায়ামের জন্য সন্ধ্যেবেলাকে বেছে নিতে হবে। এতে করে সারাদিনে আপনি যত ক্যালোরি গ্রহণ করেছেন তা ক্ষয় হবে। বালো বায়্যাম হয় --- সকালের ব্যায়ামের সময় অনেক তাড়াহুড়ো থাকে সেজন্য নির্দিষ্ট সময় ব্যায়াম করা যায় না। এতে করে আমাদের শারীরিক ব্যায়ামের লক্ষ্য পূরণ হয় না। সুতরাং ভালো ব্যায়ামের জন্য সন্ধ্যাবেলাটাই বালো। এছাড়া অনেকে সন্ধ্যাবেলা সময় করে জিমে গিয়ে ব্যায়াম করেন, এক্ষেত্রে বিনোদনের জন্য বেশ ভালো ব্যবস্থা হয়।

মিষ্টি কিন্তু মিষ্টি নয়!

সাধারণ চিনি হচ্ছে গ্লুকোজ ও ফ্রুক্টোজের একটি যৌগ। চিনিতে এই দুই ধরনের শর্করা ৫০ : ৫০ অনুপাতে থাকে। কিন্তু বিশ্বজুড়ে মিষ্টি, মিষ্টান্ন দ্রব্য বা সোডা ও কোমল পানীয় তৈরিতে সাধারণ চিনির বদলে ব্যবহৃত হয় ফ্রুক্টোজ কর্ণ সিরাপ, যাতে ফ্রুক্টোজের পরিমাণ গ্লুকোজের চেয়ে অনেক বেশি। গ্লুকোজ আমাদের শরীরে শক্তির প্রধানতম উৎস। দেহের প্রায় প্রতিটি কোষ গ্লুকোজ ব্যবহার করে ক্যালরি উৎপন্ন করে। কিন্তু ফ্রুক্টোজ ব্যবহৃত হয় কেবল যকৃতে। আর আমাদের যকৃৎও অতিরিক্ত বা অনাবশ্যক ফ্রুক্টোজ মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত নয়। বিষয়টি প্রথম বিজ্ঞানীদের নজরে আসে ২০০৮ সালের দিকে। দেখা যায়, গ্লুকোজ ও ফ্রুক্টোজ — দুটিই শর্করা হলেও শরীরে দুভাবে এরা কাজ করে। খাদ্য থেকে আহরিত প্রায় সব গ্লুকোজ বিভিন্ন কোষে ব্যবহৃত হয়ে যায়, বাকিটা ইনসুলিন ভেঙে ফেলে এবং মাত্র ২০শতাংশ যকৃতে গিয়ে চর্বি হিসেবে জমা হয়। কিন্তু ফ্রুক্টোজের ১০০ শতাংশই যকৃতে গিয়ে ফ্যাটি অ্যাসিড, ট্রাইগ্লিসারাইড, ভিএলডিএল ইত্যাদি ক্ষতিকর চর্বিরূপে জমা হতে থাকে। আপনি যদি ১২০ ক্যালরি গ্লুকোজ খান, দিনের শেষে তার মোটে এক ক্যালারি চর্বিরূপে জমা হয়। কিন্তু ১২০ ক্যালিরি ফ্রুক্টোজের প্রায় ৪০ ক্যালরি শেষে তার মোটে এক ক্যলরি চর্বিরূপে জমা হয়। কিন্তু ১২০ ক্যালিরি ফ্রুক্টোজের প্রায় ৪০ ক্যালিরি শেষ পর্যন্ত চর্বিতে পরিণত হয়। যকৃতে জমা হওয়া অতিরিক্ত চর্বি ধীরে ধীরে ইনসুলিনের কার্যকারিতা কমিয়ে দেয় টাইপ -২ ডায়াবেটিস ও ফ্যাটি লিভারের আশঙ্কা বাড়িয়ে দেয়, রক্তচাপ ও হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়াতে পারে। এছাড়া গ্লুকোজ যদিও তৃপ্তি হরমোনগুলিকে উদ্দীপ্ত করে, ফ্রুক্টোজ করে ঠিক তার উল্টোটা। তাই ফ্রুক্টোজ বেশি খেলে খিদে বা খাওয়ার ইচ্ছা আরো বাড়ে, যা ওজন বাড়াতে সাহায্য করে। সত্তরের দশক থেকে বিশ্বজুড়ে সব ধরনের মিষ্টিদ্রব্য ও পানীয় তৈরিতে কর্ণ সিরাপের ব্যবহার বেড়ে যায় দুটির কারণে। এটি চিনির চেয়ে সস্তা এবং বেশি মিষ্টি। বর্তমানে ইউএসডিএর মতে, গড়পড়তা মার্কিনদের দৈনিক খাবারের এক চতুর্থাংশ ক্যালরি আসে এসব ফ্রুক্টোজ মিশ্রিত খাবার থেকে। সাধারণ ফলমূল ও সবজিতেও আছে ফ্রুক্টোজ। কিন্তু এত অল্প পরিমাণে থাকে, যা ক্ষতিকর নয়। যেমন, এক কাপ টমেটোতে আছে ২ দশমিক ৫ গ্রাম ফ্রুক্টোজ, কিন্তু এক কাপ সোডা বা কোমল পানীয়তে আছে ২৩গ্রাম। সমস্যাটা সেখানেই। মিষ্টি, জুস, কোমল পানীয়, এনার্জি ড্রিংক ইত্যাদিতে এত বেশি পরিমাণে ফ্রুক্টোজ আছে, যা প্রতিনিয়ত বাড়িয়ে চলেছে ডায়াবেটিস, ফ্যাটি লিভার, উচ্চ রক্তচাপ, ওজনাধিক্য, হৃদরোগের প্রকোপ। তাই মিষ্টি মানেই কিন্তু মিষ্টি নয়।

তীব্র শীতে শিশুর সুরক্ষা

তীব্র শীতে পুরো দেশ যেন কাঁপছে। গত কয়েক দিনে শীতের জন্য মারা গেছে অন্তত ২৫ জন। আর এই আবহাওয়ায় বেশি অসুস্থ হয় শিশুরা। বিরুপ এই সময়ে শিশুরা কি ধরণের রোগে আক্রন্ত হয় বেং কিভাবে প্রতিকার পাওয়া যায় এসব প্রশ্ন নিয়ে আমরা যোগাযোগ করি এ্যাপোলো হাসপাতালের শিশু বিশেষজ্ঞ কামরুল হাসনের সঙ্গে।

শীতে শিশুদের কি কি রোগ দেখা যায়?

ডাক্তার ঃ মূলত এ সময় শিশুরা নিউমোনিয়া, শ্বাসকষ্ঠ, ঠাণন্ডা সর্দি, এ্যাজমায় বেশি আক্রন্ত হয়। আর সঙ্গে সিজোলান জ্বর তো রয়েছেই।

এসব রোগের লক্ষণ ঃ

ডাক্তার ঃ ঠান্ডা অনেক দিন স্থায়ী হওয়া, শ্বাস নিতে কষ্ঠ অনুভব, বুকের খাঁচা দেভে যাওয়া দ্রুত শ্বাস নেওয়া।

কারা বেশি আক্রান্ত হয় ঃ

ডাক্তার ঃ সাধারণত আমাদের দেশের অপুষ্ট কম ওজনের শিশুরাই এধরনের রোগে বেশি আক্রন্ত হয়। আর দরিদ্র পরিবারের সন্তানরা সুষম খাদ্য এবং যত্রেন অভাবে পুষ্টিহীনতায় ভোগে। তাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও কম থাকে।

কিভাবে সতর্ক হতে হবে?

ডাক্তার ঃ শিশু অসুস্থ হলে মায়ের বুকের দুধ দিতে এবং নিয়মিত খাবার খাওয়াতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে যেন তার ঠান্ডা ন লাগে। তাদের ধুলা বালি থেকেও দূরে রাখতে হবে।

শিশু একটানা তিনদিনের বেশি অসুস্থ থাকলে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে।

চিকিৎসাঃ -নিউমোনিয়া প্রাথমিক পর্যায়ে সনাক্ত করা গেলে ১৫ দিনের চিকিৎসায়ই শিশু ভালো হয়ে যায়। আর ভাইরাস জনিত জ্বরও ৩ থেকে ৫ দিনেই সেরে যায়। শিশুকে জন্মের পর থেকে সবগুলো টিকা সময় মতো দেওযার পরামর্শ দেন ডঃ কামরুল। টিকার পাশাপাশি ভিটামিন ও ক্যাপসুল খওয়ানোর বিষয়েও তাগিত দেন তিনি। তিনি বলেন, সবগুলো টিকা নিয়মিত দিলে শিশু বিভিন্ন মারাত্মক রোগ থেকে রক্ষা পায় এবং তার মধ্যে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও বৃদ্ধি পায়।

সাধারণ সর্দি , কাশিতে অবহেলা না করারও পরামর্শ দেন তিনি। শীতের মধ্যে আগুনে জ্বেলে তাপ নেওয়ার সময় প্রতিবছর বহু দুর্ঘটনা ঘটে এবং তেে এনক শিশু মারাত্বক আহত হয়, সবাইকে এ বিষয়ে বিশেষ সতর্ক থাকতে হবে।

ডিপ্রেশন কমায় না ওমেগা-৩ ফ্যাটি এসিড

বিগত গবেষণাগুলোতে মেজর ডিপ্রেশনের রোগীদের মাছের তেল খাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। কারণ, ওমেগা ৩ ফ্যাটি এসিড বিষন্নতার প্রাকৃতিক নিরাময়ক বলেই আমরা জানি। কিন্তু সম্প্রতি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে গবেষকরা জানিয়েছেন, কিন্তু সম্প্রতি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে গবেষকরা জানিয়েছেন, ওমেগা ৩ ফ্যাটি এসিড ডিপ্রেশন কমায়, এর প্রমাণ খুব কম।

একহাজার চারশ মানসিক অবসাদগ্রস্ত ব্যক্তির ওপর পরীক্ষিত ২৬টি পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করে গবেষকরা একথা বলেছেন।

তারা বলেছেন, ওমেগা ৩ ফ্যাটি এসিড ক্যাপসুল মানসিক রোগ নিরাময়ক ওষুধের তুলনায় কম ফলদায়ক। কিন্তু ডিপ্রেশন কমাতে এর গুণাগুণ খুব একটা জোরালো নয়। যুক্তরাজ্যের বোর্নমাউথ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গবেষণার মূল লেখক ক্যাথরিন এপ্লিটন জানান, ডিপ্রেশনের ওপর ওমেগা ৩ ফ্যাটি এসিডের প্রভাব খুব নগণ্য বলেই আমরা মনে করি। এখন পর্যন্ত মেজর ডিপ্রেশন দূর করতে ওমেগা ৩ এর ফ্যাটি এসিডের প্রভাব খুব নগণ্য বলেই আমরা মনে করি। এখন পর্যন্ত মেজর ডিপ্রেশন দূর করতে ওমেগা ৩ এর উন্নতমানের কোনো প্রমাণ আমাদের হাতে আসেনি, যোগ করেন ক্যাথরিন। আরো বলেন, ডিপ্রেশন নিরাময়ক ওষুধের চেয়ে ওমেগা ৩ ফ্যাটি এসিড মানসিক অবসাদ কিছুটা কমায়। কিন্তু এ দুটোর পার্থক্য খুবই কম।

ওমেগা ৩ফ্যাটি এসিড সাধারণত স্যালমন, টুনা, অন্য সামুদ্রিক খাবার, বাদাম ও কিছু বীজে পাওয়া যায়। গত কয়েক দশকে বিশ্বব্যাপী এর জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতা বেড়েছে। তবে চলিত গবেষণায় ডিপ্রেশন দূর করতে এর সক্রিয়তা খুব একটা নেই বলেই জানাচ্ছেন বিজ্ঞানীরা।

আগরতলা পুর নিগমের ভোটের লক্ষ্যে বিজেপি প্রার্থীর প্রচার। ছবি ঃ নিজস্ব

অভিনন্দনকে বীর চক্রে, মেজর বিভূতি ও সুবেদার সোমবীরকে শৌর্য চক্রে সম্মানিত করলেন রাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ২২ নভেম্বর (হি.স.): 'বীর চক্র'সম্মানে সম্মানিত হলেন তৎকালীন উইং কমান্ডার (বর্তমানে গ্রুপ ক্যাপ্টেন) অভিনন্দন বর্তমান। সোমবার রাষ্ট্রপতি ভবনে আয়োজিত বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে অভিনন্দন বর্তমানকে বীর চক্র সম্মানে সম্মানিত করেছেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। এদিন অভিনন্দন যেমন 'বীর চক্র' সম্মান পেলেন, তেমনই মেজর বিভূতি ও সুবেদার সোমবীরকে শৌর্য চক্র-এ সম্মানিত করেন রাষ্ট্রপতি। মরণোত্তর 'কীর্তি চক্র'সম্মান দেওয়া হল কর্পস অফ ইঞ্জিনিয়ার্সের স্যাপার প্রকাশ যাদবকে।এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি।

রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ সোমবার রাষ্ট্রপতি ভবনে অনুষ্ঠিত প্রতিরক্ষা অলঙ্করণ অনুষ্ঠান-১ এ দেশের নিরাপত্তার জন্য অদম্য সাহস প্রদর্শনকারী সৈন্যদের বীরত্বের পুরস্কার প্রদান করেন।এই সময় রাষ্ট্রপতি দুটি কীর্তি চক্র, একটি বীর চক্র, ১০টি শৌর্য চক্র, ১৪টি পরম বিশেষ সেবা পদক, দুটি উত্তম যুদ্ধ সেবা পদক এবং ২৬টি অতি বিশেষ সেবা পদক প্রদান করেন।

এদিন অভিনন্দন বর্তমানের পাশাপাশি প্রতিরক্ষা অলঙ্করণ অনুষ্ঠানে সম্মানিত হলেন কর্পস অফ ইঞ্জিনিয়ার্সের স্যাপার প্রকাশ যাদব। জম্মু-কাশ্মীরে কুখ্যাত জঙ্গিদের খতম করা প্রকাশ যাদবকে মরণোত্তর 'কীর্তি চক্র'সম্মানে সম্মানিত করা হয়। এই সম্মান তুলে দেওয়া হল প্রয়াত সেনার মা ও স্ত্রীর হাতে। মরণোত্তর 'শৌর্য চক্র'সম্মান পেলেন মেজর বিভূতি শঙ্কর ধৌনদিয়াল। একটি সেনা অপারেশনে পাঁচ জঙ্গিকে খতম করেন তিনি। একই অপারেশনে ২০০ কেজি বিস্ফোরক উদ্ধার করেন তিনি। মেজর বিভূতির স্ত্রী ও মায়ের হাতে দেশের অন্যতম সামরিক সম্মান তুলে দেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। এছাড়াও সোমবার রাষ্ট্রপতি কোবিন্দ মরণোত্তর 'শৌর্য চক্র' সম্মানে সম্মানিত করলেন নায়েব সুবেদার সোমবীরকে। সেনার 'মোস্ট ওয়ান্টেড' তালিকায় থাকা এক জঙ্গিকে খতম করেন সোম্বির। নায়েব সুবেদারের স্ত্রীর হাতে 'শৌর্য চক্র'তুলে দেন রাষ্ট্রপতি। রাষ্ট্রপতি প্রতিরক্ষা অলঙ্করণ অনুষ্ঠানে লেফটেন্যান্ট জেনারেল হরপাল সিংকে ব্যতিক্রমী আদেশের বিশিষ্ট পরিষেবার জন্য পরম বিশেষ সেবা পদক প্রদান করেন।

প্রসঙ্গত, ২০১৯ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি জম্মু-কাশ্মীরের পুলওয়ামা জেলায় জম্মু থেকে শ্রীনগরের যাওয়ার পথে সেনাদের কনভয়ে বিস্ফোরণ ঘটায় জইশ জঙ্গি গোষ্ঠী। ওই বিস্ফোরণে শহিদ হন ৪০ জনের বেশি জওয়ান। ১২ দিনের মাথায় আকাশপথে পাকিস্তানের বালাকোটে ঢুকে জইশদের জঙ্গিঘাঁটিতে পালটা হামলা চালায় ভারতীয় বায়ুসেনা। ধ্বংস করে দেয় বেশ কয়েকটি জঙ্গিঘাঁটি। এরপর আকাশপথে ভারতে ঢুকে পালটা হামলার চেষ্টা চালায় পাকিস্তানি যুদ্ধ বিমান এফ-১৬। যদিও ভারতীয় বায়ুসেনা পাকিস্তানের সেই পরিকল্পনা সফল হতে দেয়নি। বায়ুসেনার উইং কম্যান্ডার অভিনন্দন মিগ-২০০ নিয়ে পাক যুদ্ধবিমানটিকে ধাওয়া করে পাকিস্তানের আকাশসীমায় ঢুকে পড়েন। এবং গুলি করে নামান পাকিস্তানি এফ-১৬ বিমানটিকে। এই ঘটনার পরেই পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরে ঢুকে পড়ায় উইং কমান্ডার অভিনন্দন বর্তমানকে বন্দি করে সে দেশের প্রশাসন। এদিকে অভিনন্দনের মুক্তির দাবিতে সোচ্চার হয় ভারত-সহ গোটা বিশ্ব। পাকস্তানকে হুঁশিয়ারি দেয় রাষ্ট্রসঙ্ঘও। অবশেষে কূটনৈতিক চাপের কাছে মাথা নত করতে বাধ্য হয় পাকিস্তান। প্রায় ৬০ ঘণ্টার টানাপড়েনের পর অভিনন্দনকে মুক্তি দেয় পাকিস্তান। দেশে ফিরে বীরের মর্যাদা পান অভিনন্দন। নিরাপত্তার কারণে ওই অভিযানের পরেই শ্রীনগরে ৫১ নং স্কোয়াড্রন থেকে অন্যত্র সরানো হয় অভিনন্দন বর্তমানকে। তাঁকে কিছু প্রশাসনিক দায়িত্ব দেওয়া হয়। বর্তমানে তিনি গ্রুপ ক্যাপ্টেন।

উল্লেখ্য, স্বাধীনতা দিবস ও প্রজাতন্ত্র দিবসের দিনে ঘোষিতে হয় বীরত্বের পুরস্কার। সর্বোচ্চ পুরস্কারগুলির মধ্যে রয়েছে 'পরমবীর চক্র', 'অশোক চক্র', 'মহাবীর চক্র', 'কীর্তি চক্র', 'বীর চক্র' ও 'শৌর্য চক্র'।

হিন্দুস্থান সমাচার/ রাকেশ/ কাকলি

আমেরিকায় মর্মান্তিক ঘটনা, ক্রিসমাস প্যারেডে জনতাকে পিষে দিল বেপরোয়া গাড়ি

ওয়াশিংটন, ২২ নভেম্বর (হি.স) : আমেরিকায় বাৎসরিক ক্রিসমাস প্যারেড জনতাকে পিষে দিল বেপরোয়া গাড়ি। রবিবার উইসকনসিনের ওয়াউকেশাতে ক্রিসমাস প্যারেডে একটি স্পোর্টস ইউটিলিটি গাড়ি প্যারেড দেখতে আসা ভিড়ে ঠাঁসা জনতার উপ্র দিয়ে দুরন্ত গতিতে পিষে দেয়। যার ফলে বহু মানুষ আহত হয়েছেন।মর্মান্তিক এই ঘটনায় গুরুতর আহত ২২ জনকে হাসপাতালে ভরতি করতে হয়েছে। ঘটনায় জড়িত থাকা সন্দেহে একজন সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে আটক করেছে ওয়াউকেশার পুলিশ। এই ঘটনাটি নাশকতারও হতে পারে মনে করছে স্থানীয় প্রশাসন। ওয়াউকেশাতে প্রতিবছরই বাৎসরিক ক্রিসমাস প্যারেড অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। অন্যবারের মতোই এবারও প্যারেড দেখতে রাস্তায় ও রাস্তার দু'পাশে বহু মানুষ জমায়েত হয়েছিলেন। স্থানীয় সময় রবিবার বিকেল সাড়ে চারটে নাগাদ আচমকাই একটি স্পোর্টস ইউটিলিটি গাড়ি সেই ভিড়কে পিষে দিয়ে দ্রুত গতিতে বেরিয়ে যায়। এর ফলে বহু মানুষ হতাহত হয়েছে বলে মনে করছে পুলিশ। গুরুতর আহত ২২ জনকে স্থানীয় হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে। তাদের মধ্যে ১২ জন শিশুও রয়েছে। ঘটনায় জড়িত থাকা সন্দেহে একজন সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে আটক করেছে ওয়াউকেশার পুলিশ। ওয়াউকেশার ঘটনায় জড়িত ঘাতক গাড়িটিকে মিলওয়াকি থেকে প্রায় ৩২ কিলোমিটার পশ্চিম থেকে উদ্ধার করা হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ওয়াউকেশা পুলিশ। ঘটনাটি সন্ত্রাসবাদী হামলা কিনা তা এখনও জানা যায়নি। সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করা একটি ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, একটি লাল এসইউভি ক্রিসমাস প্যারেডের মধ্য দিয়ে দ্রুত গতিতে চলে যাচ্ছে। গাড়ির ধাক্কা থেকে বাঁচতে বহু মানুষ এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করছেন। অন্য একটি ভিডিওতে দেখা যায়, পুলিশ গাড়িটিকে থামানোর জন্য গুলি চালাচ্ছে। সেই সময় রাস্তার একটি ব্যারিয়ার ভেঙে গাড়িটি চলে যায়। টুইটারে পোস্ট হওয়া ওয়াউকেশারের কয়েকটি ছবি ও অন্য ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, ঘটনার পর ক্রিসমাস লাইটে সাজানো রাস্তায় পুলিশের গাড়ি এবং অ্যাম্বুল্যান্স ভিড় করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। পুলিশের পাশাপাশি আহতদের আত্মীয়-বন্ধুরাও আক্রান্তদের হাসপাতালে পৌঁছানোর কাজে হাত লাগাচ্ছে।

ভারতের রাষ্ট্রপতির বাংলাদেশ সফরকে ভেস্তে দিতে চলছে নানা ষড়যন্ত্র ! উদ্বিগ্ন বিশিষ্টরা

কিশোর সরকার

ঢাকা, ২২ নভেম্বর (হি.স): আগামী ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের বিজয় দিবস। এবার প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকার কথা ভারতের রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের। কিন্তু, ভারতের রাষ্ট্রপতির এই সফরকে ভেস্তে দিতে চাইছে বিএনপি-জামাতের নেতা-কর্মীরা। ঠিক যেভাবে চলতি বছরের ২৬ মার্চ ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বাংলাদেশে সফরের সময় তাণ্ডব চালানো হয়েছিল। নানা ধরনের অপপ্রচার চলছে সামাজিক মাধ্যমে, ভারতের রাষ্ট্রপতির বাংলাদেশ সফরকে ভেস্তে দিতে যে ষড়যন্ত্র দানা বাঁধছে, তাতে উদ্বিগ্ন সে দেশেরই বিশিষ্ট মহল। প্রশাসনের পক্ষ থেকে দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ারও আহ্বান জানানো হয়েছে। এ বিষয়ে বহুভাষী সংবাদ সংস্থা হিন্দুস্থান সমাচারের বাংলাদেশ প্রতিনিধি কিশোর সরকারের সঙ্গে কথা বলেছেন বাংলাদেশ ইসলামী ঐক্য জোটের চেয়ারচ্যান মিছবাহুর রহমান চৌধুরী, বাংলাদেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর প্রাক্তন উপদেষ্টা দ্য ডেইলি অবজারভার সম্পাদক ইকবাল সোবহান চৌধুরী-সহ বিশিষ্টজনেরা।

ভারতের রাষ্ট্রপতির আগমনকে স্বাগত জানিয়েছেন বাংলাদেশ ইসলামী ঐক্য জোটের চেয়ারম্যান মিছবাহুর রহমান চৌধুরী। তিনি হিন্দুস্থান সমাচার-এর সঙ্গে আলাপচারিতায় বলেন, ভারত স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলাদেশকে রক্ত দিয়ে সহযোগিতা করেছে। ভারতের রাষ্ট্রপ্রতিকে আমন্ত্রণ জানানো গৌরবের বিষয় বলে অভিমত তাঁর। তিনি বলেন, চিনে উইঘুর প্রদেশে হাজার-হাজার মুসলিমদের উপরে অমানবিক নির্যাতন করা হচ্ছে। মসজিদ ভেঙে সেখানে শৌচালয় নির্মাণ করা হয়েছে। কিন্তু মাওলানা রনি-সহ তথাকথিত পাকিস্থাপন্থী জামাত ঘরানার বুদ্ধিজীবিরা চিনের মুসলিমদের উপরে নির্যাতনের ব্যাপারে নিরব। তাদের ধিক্কার জানিয়ে তিনি বলেন, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম সঠিক ভাবে পরিচালনা না করে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করা বন্ধ করা দরকার। ভারতের রাষ্ট্রপতির সফর নিয়ে যারা বিভ্রান্ত ছড়াচ্ছে দ্রুত তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া দরকার।

বাংলাদেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর প্রাক্তন উপদেষ্টা ইকবাল সোবহান চৌধুরী বলেন, সামান্য কিছু হলেই অনেক ক্ষেত্রে সাংবাদিকদেরও গ্রেফতার করা হয়। কিন্তু এভাবে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে যারা সাধারণ মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না কেন? দেরি হলে গত ২৬ মার্চের ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সফরের সময়ের মতো বিষয়টি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাতে পারে। পাকিস্তানী প্রেতাত্মাদের ব্যাপারে কঠোর হতে হবে।

হিন্দুস্থান সমাচার-কে বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের (বিএফইউজে) মহাসচিব দীপ আজাদ বলেছেন, সাংবাদিক সমাজ ডিজিটাল সিকিউরিটি এ্যাক্ট (আইসিটি)-এর বিরুদ্ধে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে যারা মিথ্যা তথ্য প্রচার করে দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়াবে, অশান্তি সৃষ্টি করবে তাদের বিরুদ্ধে শুধু আইসিটি এ্যাক্ট নয় আরও কঠোর আইন প্রয়োগ করা দরকার। আশা রাখি ভারতের রাষ্ট্রপতির সফর নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে যারা গুজব ছড়ানোর চেষ্টা করছেন, প্রশাসন তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেবে।

বাংলাদেশ পুলিশের অতিরিশিক্ত আইজি (মিডিয়া) মো. কামরুজ্জামান বলেন, শুধু ভারতের রাষ্ট্রপতি নয়, এই ধরনের ভিআইপিদের বিরুদ্ধে যারা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অপপ্রচার চালাচ্ছে তাদের ব্যাপারে গোয়েন্দা নজরদারি চলছে। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে দ্রুত আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে তিনি জানান।

ভারতে টিকাকরণ ১১৬.৮৭-কোটির বেশি, ২৪ ঘন্টায় ৭-লক্ষাধিক নমুনা টেস্ট

নয়াদিল্লি, ২২ নভেম্বর (হি.স.): ভারতে ১১৬.৮৭-কোটির গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল করোনাভাইরাসের টিকাকরণ। দেশব্যাপী টিকাকরণ অভিযানে বিগত ২৪ ঘন্টায় করোনার ভ্যাকসিন পেয়েছেন ৩২ লক্ষ ৯৯ হাজারের বেশি প্রাপক। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত মোট ১,১৬,৮৭,২৮, ৩৮৫ জনকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় টিকা দেওয়া হয়েছে ৩২ লক্ষ ৯৯ হাজার ৩৩৭ জনকে। ভারতে ৬৩.২৫-কোটির ঊর্ধে পৌঁছে গেল করোনা-পরীক্ষার সংখ্যা। সোমবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ২১ নভেম্বর সারা দিনে ভারতে ৭,৮৩, ৫৬৭ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ৬৩,২৫,২৪,২৫৯-এ পৌঁছে গিয়েছে। পরীক্ষিত ৭,৮৩,৫৬৭ জনের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৮ হাজার ৪৮৮ জন।

কর্ণাটকে বৃষ্টিজনিত দুর্যোগে মৃত্যু বেড়ে ২৪, ৫ হেক্টরের বেশি জমির সফল নষ্ট

বেঙ্গালুরু, ২২ নভেম্বর (হি.স.): কর্ণাটকে বৃষ্টিজনিত দুর্যোগে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ২৪-এ পৌঁছেছে। বৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ৫ হেক্টরের বেশি জমির ফসল। সর্বশ্রান্ত কৃষকরা। গৃহহীন হয়ে পড়েছেন বহু মানুষ, কারণ সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ৬৫৮টি বাড়ি এবং ৮,৪৯৫টি বাড়ি আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। মানুষের প্রাণহানির পাশাপাশি অন্ততপক্ষে ১৯১টি পশুর মৃত্যু হয়েছে। কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রীর দফতর (সিএমও)-এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, কর্ণাটকে বৃষ্টিজনিত কারণে মৃত্যু হয়েছে ২৪ জনের। ৫ হেক্টরের বেশি জমির ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ৬৫৮টি বাড়ি এবং ৮,৪৯৫টি বাড়ি আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। রবিবার রাতেই রাজ্যের এই দুর্যোগের প্রেক্ষিতে জরুরি বৈঠক করেছেন মুখ্যমন্ত্রী বাসভরাজ বোম্মাই। বৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে রাস্তা, সেতু ও স্কুলও। প্রায় ২,২০০ কিলোমিটারের বেশি সড়ক যোগাযোগ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ১৬৫টি সেতু ও ১,২২৫টি স্কুল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কর্নাটকে।

পাঠানকোটে সেনা শিবিরের কাছে গ্রেনেড বিস্ফোরণ, জারি সতর্কতা

পাঠানকোট, ২২ নভেম্বর (হি.স.): পঞ্জাবের পাঠানকোটে সেনা শিবিরের কাছে ত্রিবেণী গেটের সামনে গ্রেনেড ছুঁড়ল অজ্ঞাতপরিচয় দুই দুষ্কৃতী। রবিবার রাত ন'টা নাগাদ সেনা ক্যান্টনমেন্টের ত্রিবেণী গেটের কাছে গ্রেনেড বিস্ফোরণ হয়। যদিও ওই বিস্ফোরণে হতাহতের কোনও ঘটনা ঘটেনি। গ্রেনেড বিস্ফোরণের পরই ওই এলাকায় সতর্কতা জারি করা হয়। পুলিশ জানিয়েছে, দুই অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতী মোটরবাইক থেকে গ্রেনেড ছুঁড়ে পালিয়ে যায়। খতিয়ে দেখা হচ্ছে ওই এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ। বিস্ফোরণের পর সতর্কতা হিসেবে জেলাজুড়ে প্রায় দুই ডজন চেকপোস্ট তৈরি করে পুলিশ। জম্মু-পাঠানকোট জাতীয় সড়ক-সহ গুরুত্বপূর্ণ সড়কে রাতভর চেকিং চালানো হয়।

মেরুদণ্ডের অস্ত্রোপচারের পর সুস্থ হচ্ছেন উদ্ধব, স্থিতিশীল রয়েছেন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী

মুম্বই, ২২ নভেম্বর (হি.স.): মেরুদণ্ডের সফল অস্ত্রোপচারের পর ধীরে ধীরে সুস্থ হচ্ছেন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরে। এই মুহূর্তে এইচ এন রিলায়েন্স হাসপাতালে তাঁর ফিজিওথেরাপি চলছে। বর্তমানে তিনি স্থিতিশীল রয়েছেন এবং যথাসময়ে তাঁকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হবে। সোমবার মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দফতর (সিএমও)-এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মেরুদণ্ডের সফল অস্ত্রোপচারের পর ধীরে ধীরে সুস্থ হচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরে। এইচ এন রিলায়েন্স হাসপাতালে তাঁর ফিজিওথেরাপি চলছে। বর্তমানে তিনি স্থিতিশীল রয়েছেন।

ঘরের ব্যথা অনেকটা বেড়ে যাওয়ায় চিকিৎসকদের পরামর্শে এইচ এন রিলায়েন্স হাসপাতালে ভর্তি হন উদ্ধব ঠাকরে। কিছু দিন আগেই সফল অস্ত্রোপচার হয় উদ্ধবের। এখনও হাসপাতালেই রয়েছেন তিনি। চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে ফিজিওথেরাপি চলছে। স্থিতিশীল উদ্ধব আরেকটু সুস্থ হলেই তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হবে বলে জানা গিয়েছে।

আপ ক্ষমতায় এলেই পঞ্জাবের মহিলারা প্রতি মাসে পাবেন এক হাজার টাকা : কেজরিওয়াল

মোগা (পঞ্জাব), ২২ নভেম্বর (হি.স.): পঞ্জাবে ফের নতুন প্রতিশ্রুতি দিলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী এবং আম আদমি পার্টির সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়াল। সোমবার পঞ্জাবের মোগায় কেজরিওয়াল আশ্বস্ত করেছেন, পঞ্জাবে যদি আপ-এর সরকার গঠন হয়, তাহলে ১৮ বছরের উর্ধে সমস্ত মহিলাকে মাসে ১ হাজার টাকা করে দেওয়া হবে। কেজরিওয়ালের মতে, এটিই হবে বিশ্বের বৃহত্তম নারী ক্ষমতায়ন কর্মসূচি।

পঞ্জাবের মোগায় কেজরিওয়াল এদিন বলেছেন, '২০২২ সালে আমরা যদি পঞ্জাবে সরকার গঠন করি, তাহলে ১৮ বছরের ঊর্ধে সমস্ত মহিলাকে মাসে ১ হাজার টাকা করে দেব আমরা। যদি কোনও একটি পরিবারে ৩ জন মহিলা সদস্য থাকেন, তাহলে প্রত্যেকে ১০০০ টাকা করে পাবেন। এটিই হবে বিশ্বের বৃহত্তম নারী ক্ষমতায়ন কর্মসূচি।' কেজরিওয়াল এদিন আরও বলেছেন, 'পঞ্জাবে একটি ভুয়ো খবর ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমি এখানে যে প্রতিশ্রুতি দিই, তিনিও একই কথা পুনরাবৃত্তি করেন। গোটা দেশে, শুধুমাত্র একজন মানুষ, কেজরিওয়াল, আপনাদের বিদ্যুৎ বিল শূন্যে নামিয়ে আনতে পারেন। তাই ভুয়ো কেজরিওয়াল থেকে সাবধান।'

পাঠানকোটে গ্রেনেড বিস্ফোরণের তদন্ত শুরু, সমস্ত দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে

পাঠানকোট, ২২ নভেম্বর (হি.স.): পঞ্জাবের পাঠানকোটে সেনা শিবিরের কাছে ত্রিবেণী গেটের সামনে গ্রেনেড ছুঁড়ল অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতীরা। রবিবার রাত ন'টা নাগাদ সেনা ক্যান্টনমেন্টের ত্রিবেণী গেটের কাছে গ্রেনেড বিস্ফোরণ হয়। যদিও ওই বিস্ফোরণে হতাহতের কোনও ঘটনা ঘটেনি। গ্রেনেড বিস্ফোরণের পরই ওই এলাকায় সতর্কতা জারি করা হয়। গ্রেনেড বিস্ফোরণের ঘটনায় শুরু হয়েছে তদন্ত। সন্ত্রাসী হামলা-সহ বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

পুলিশ জানিয়েছে, রবিবার রাতে দুই অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতী মোটরবাইক থেকে গ্রেনেড ছুঁড়ে পালিয়ে যায়। খতিয়ে দেখা হচ্ছে ওই এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ। বিস্ফোরণের পর সতর্কতা হিসেবে জেলাজুড়ে প্রায় দুই ডজন চেকপোস্ট তৈরি করে পুলিশ। জম্মু-পাঠানকোট জাতীয় সড়ক-সহ গুরুত্বপূর্ণ সড়কে রাতভর চেকিং চালানো হয়। সোমবার ঘটনাস্থলে গিয়ে তদন্ত শুরু করে রাজ্যের কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স শাখা। কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স-এর এআইজি গুলনিত সিং খুরানা জানিয়েছেন, স্থানীয় পুলিশ, কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স, সিআইডি কাজ করছে। এখনও পর্যন্ত কেউ গ্রেফতার হয়নি। আমরা প্রমাণ সংগ্রহ করছি এবং তার ভিত্তিতে ব্যবস্থা নেব। যদি গ্রেনেড নিক্ষেপ করা হয়, তাহলে অবশ্যই কোনও সন্ত্রাসী দিক রয়েছে, আমরা তদন্ত করছি।

ত্রিপুরা নিয়ে মামলা গ্রহণ সুপ্রিম কোর্টের, মঙ্গলে শুনানি

নয়াদিল্লি, ২২ নভেম্বর (হি.স.): ত্রিপুরার পরিস্থিতি নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল তৃণমূল। এই নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে একটি মামলা দায়ের করেছিলেন তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্ব। সেই মামলা গ্রহণ করেছে সুপ্রিম কোর্ট। মঙ্গলবার হবে সেই মামলার শুনানি। এদিকে, সুপ্রিম কোর্টে যাওয়া নিয়ে তৃণমূলকে খোঁচা দিয়েছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি দিলীপ ঘোষ। দিলীপ বলেছেন, 'মাথায় দু'টো ইট পড়েছে তা নিয়েই সুপ্রিম কোর্টে চলে যাচ্ছে। আর দু''টো ইট পড়লে তো রাষ্ট্রপুঞ্জে ছুটে যাবে।' পুরভোটের প্রাক্কালে ত্রিপুরায় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে, এমনই অভিযোগ তৃণমূলের। ত্রিপুরার পরিস্থিতি নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে তৃণমূল। সেই মামলায় গ্রহণ করেছে সর্বোচ্চ আদালত। শুনানি হবে মঙ্গলবার, ২৩ নভেম্বর। শীর্ষ আদালত এর আগে ত্রিপুরা পুলিশ কর্তৃপক্ষকে নিশ্চিত করতে বলেছিল, কোনও রাজনৈতিক দলকে যেন তাঁদের অধিকার প্রয়োগ করতে বাধা দেওয়া না হয়।

নয়ডায় বাতাসের গুণগতমান বেড়ে ৪১৪, দিল্লি দূষণ-মুক্ত হচ্ছেই না

নয়াদিল্লি, ২২ নভেম্বর (হি.স.): অদ্ভুত ধরনের দূষণ কাটছেই না দিল্লির বাতাস থেকে। তবে, সোমবারের হাওয়া দূষণ থেকে কিছুটা স্বস্তি দিয়েছে দিল্লিবাসীকে। এদিন ভোরে দিল্লির বাতাসে গুণগতমান ছিল ৩৫২, যা "খুব খারাপ"। দিল্লির থেকেও এদিন বেশি দূষিত ছিল উত্তর প্রদেশের নয়ডা। সেখান এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স ছিল ৪১৪, যা "ভীষণ খারাপ"। পরে হাওয়ার সুবাদে দিল্লির এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স কমে ৩০৭-এ পৌঁছয়। পাশাপাশি গুরুগ্রাম, গ্রেটার নয়ডা, ফরিদাবাদ ও নয়ডাতে এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স কমে ৩১৮, ২১৩, ৩২৬ ও ২৬৮-তে পৌঁছয়। দিল্লিতে এদিন সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সকাল ৮.৩০ মিনিটে আর্দতা ছিল ৭৮ শতাংশ। দূষণের কারণে দিল্লিতে আপাতত বন্ধ রাখা হয়েছে সমস্ত স্কুল, ২৬ নভেম্বর অবধি বন্ধ থাকবে সরকারি দফতর। পাশাপাশি জরুরি পরিষেবা ছাড়া অন্যান্য ধরনের ট্রাক ঢুকতে পারবে না দিল্লিতে।

টিকাকরণে জোর, ৪টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের সঙ্গে পর্যালোচনা বৈঠকে মনসুখের

নয়াদিল্লি, ২২ নভেম্বর (হি.স.): কোভিড-টিকাকরণে বিশেষভাবে জোর দিচ্ছে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক। ইতিমধ্যেই "হর ঘর দস্তক" টিকাকরণ অভিযান শুরু হয়েছে দেশব্যাপী। এবার ৪টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে টিকাকরণের অগ্রগতি খতিয়ে দেখতে পর্যালোচনা বৈঠক করলেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মনসুখ মাণ্ডব্য। এই ৪টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হল-উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মণিপুর, মেঘালয়, নাগাল্যান্ড ও পুদুচেরি। সোমবারের এই পর্যালোচনা বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যসচিব রাজেশ ভূষণও। বৈঠকের পর টুইট করে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মনসুখ মাণ্ডব্য জানিয়েছেন, মণিপুর, মেঘালয়, নাগাল্যান্ড ও পুদুচেরি এই ৪টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে টিকাকরণের অগ্রগতি খতিয়ে দেখতে পর্যালোচনা বৈঠক হয়েছে। "হর ঘর দস্তক" টিকাকরণ অভিযান নিয়ে বৈঠকে আলোচনা হয়েছে। ধর্মীয় গুরু, এনজিও এবং রাজনৈতিক দলগুলির কাছ থেকে টিকা দেওয়ার ক্ষেত্রে সাহায্য করার জন্য বিশেষ অনুরোধ জানানো হয়েছে।

সংক্রমণ ও মৃত্যু উভয়ই ঊর্ধমুখী রাশিয়ায়, সুস্থতাও বাড়ছে

মস্কো, ২২ নভেম্বর (হি.স.): করোনার বাড়বাড়ন্ত কমছেই না রাশিয়ায়, প্রতিদিনই বেড়েই চলেছে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ ও মৃত্যু। রাশিয়ায় বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে করোনা-আক্রান্ত ১,২৪১ জন রোগীর। নতুন করে ১ হাজার ২৪১ জনের মৃত্যুর পর রাশিয়ায় এখনও পর্যন্ত করোনার বলি হয়েছেন ২৬৫,৩৩৬ জন। মৃত্যুর পাশাপাশি নতুন আক্রান্তের সংখ্যাও লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে রাশিয়ায়। বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৩৫,৬৮১ জন। ফলে রাশিয়ায় মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৯,৩৬৬,৮৩৯ জন। ইতিমধ্যেই রাশিয়ায় করোনার থেকে সেরে উঠেছেন ৮,০৫৩,৬৪৩ জন।

বিজেপি শাসিত রাজ্যের গণতন্ত্রের কঙ্কাল বেরিয়ে পড়ছে', ত্রিপুরা নিয়ে তোপ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

কলকাতা, ২২ নভেম্বর (হি. স.) : "বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলির গণতন্ত্রের কঙ্কাল বেরিয়ে পড়ছে। অত্যাচারের পর অত্যাচার চলছে। চারদিনের সফরে দিল্লিতে উড়ে গেলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার রওনা দেওয়ার আগে দমদম বিমানবন্দর দাঁড়িয়ে ত্রিপুরায় সায়নী ঘোষের গ্রেফতারির তীব্র নিন্দা করলেন তিনি।

মমতার কথায়, "বিজেপি-শাসিত রাজ্যে ভোট হয় না।এখন মানবাধিকার কমিশন কোথায় গেল?" চলতি মাসের শেষেই ত্রিপুরার পুরভোট। তার আগেই বিজেপি-তৃণমূল সংঘর্ষে উত্তপ্ত উত্তর-পূর্বের রাজ্য। ত্রিপুরায় তৃণমূল নেতা-কর্মীদের উপর হামলা ও গ্রেফতারির বিষয়টি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নজরে আনবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন সেই দাবি করলেন নিজেই। পাশাপাশি বললেন, "ত্রিপুরায় বারবার আক্রান্ত হচ্ছে তৃণমূল। সায়নীর মধ্যে শিল্পীকেও ছাড়ল না। থানাতেও হামলা চালিয়েছে বিজেপি। আমার সঙ্গে ফোনে কথা হয়েছে।" মমতা বলেন, "সায়নী একজন শিল্পী মানুষ, তাঁকে অ্যাটেম্পট টু মার্ডার মামলায় গ্রেফতার করা হয়েছে। কী হচ্ছে এসব? কোথায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী? কোথায় কত রকমের কমিশন? বাংলায় ফেক ভিডিও দেখে বিচার করে। আমাদের সাংসদরা গতকাল রাত থেকেই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে চাইছে। কিন্তু উনি সময় দিচ্ছেন না। বিজেপির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, কিন্তু একটা নিয়ম বা সৌজন্যতা আছে তো।"মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, 'রাজ্যে যখন নাড্ডা এসেছিল ওনার কনভয়ে কোথায় একটা ইট দিয়ে হামলা হয়েছে। সত্যি কী মিথ্যা তা ঠিক নেই তখনই মানবাধিকার কমিশন, ৩৫৬, ৩৫৫ লাগু করবে বলে সিদ্ধান্ত নিচ্ছিল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। এখন কোথায়? আমি দিল্লি যাচ্ছে কিন্তু বিক্ষোভে থাকব না। আমার দলের সাংসদদের পাশে থাকব। লড়াই চলবে।'

পরমবীরকে সুরক্ষা দিল শীর্ষ আদালত, মহারাষ্ট্র সরকার ও সিবিআই-কে নোটিশ

নয়াদিল্লি, ২২ নভেম্বর (হি.স.): সুপ্রিম কোর্টে স্বস্তি পেলেন মুম্বইয়ের প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার পরমবীর সিং। সোমবার পরমবীর সিংকে সুরক্ষাকবচ প্রদান করেছে শীর্ষ আদালত। এদিন শীর্ষ আদালতে পরমবীর সিং জানান, ৪৮ ঘন্টার মধ্যেই সিবিআই-এর সামনে হাজিরা দিতে প্রস্তুত তিনি। এরপরই তাঁকে সুরক্ষাকবচ প্রদান করেছে সর্বোচ্চ আদালত। পরমবীরকে তদন্তে সহযোগিতা করার জন্য নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। এদিন পরমবীরের আইনজীবী সুপ্রিম কোর্টে জানান, মুম্বই পুলিশের কাছ থেকে প্রাণের ঝুঁকি রয়েছে তাই লুকিয়ে রয়েছেন তাঁর মক্কেল। আইনজীবী আরও জানান, পরমবীর সিং দেশেই আছেন এবং তিনি পলাতক নন। ৪৮ ঘন্টার মধ্যেই সিবিআই-এর সামনে হাজিরা দিতে প্রস্তুত। এরপরই পরমবীর সিংকে সুরক্ষাকবচ প্রদান করেছেন শীর্ষ আদালত। পরমবীরের আবেদন শুনতে সম্মত হয়েছে সুপ্রিম কোর্ট এবং মহারাষ্ট্র সরকার ও সিবিআই-কে নোটিশ পাঠিয়েছে শীর্ষ আদালত। পরবর্তী শুনানি হবে আগামী ৬ ডিসেম্বর।

দাবি মেনে মঙ্গলবার রাজ্য পুরভোটের বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেবে রাজ্যপালকে, টুইট করলেন ধনকর

কলকাতা, ২২ নভেম্বর (হি. স.) : পুর নির্বাচন নিয়ে জট সহজে কাটছে না। হাইকোর্টে এ নিয়ে মামলা হয়েছে। শুনানী বুধবার। তার আগে রাজ্যপাল নির্দিষ্ট কিছু উত্তর চান। সোমবার সকালে তিনি জানান, মঙ্গলবার রাজ্য পুরভোটের বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেবে। টুইটারে ধনকর লিখেছেন, পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য নির্বাচন কমিশনার সৌরভ দাস সংবিধানের ২৪৩কে এবং ২৪৩ জেডএ অনুচ্ছেদের আলোকে আসন্ন পুরসভা নির্বাচনের বিষয়ে ২৩ নভেম্বর কলকাতার রাজভবনে বিকাল ৩ টায় রাজ্যপাল আমাকে সর্বশেষ পরিস্থিতি জানাবেন।হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

আমেরিকার আলোচনাচক্রে ডাক পেল না চিন-রাশিয়া, আমন্ত্রিত ভারত-তাইওয়ান

ওয়াশিংটন, ২২ নভেম্বর (হি.স.): ক্ষয়িষ্ণু গণতন্ত্র রক্ষা নিয়ে ভারচুয়াল আলোচনাচক্রের আয়োজন করেছে আমেরিকা। সেই আলোচনায় যোগ দিতে পারেন বিশ্বের সর্ববৃহৎ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও। গণতন্ত্রের আলোচনা সভায় আমেরিকা আমন্ত্রণ জানিয়েছে তাইওয়ানকে। তবে তাৎপর্যপূর্ণভাবে আমন্ত্রিতদের তালিকায় নেই চিন এবং রাশিয়ার নাম।

ডিসেম্বর মাসের ৯-১০ তারিখ 'সামিট ফর ডেমোক্রেসি' নামে এই ভারচুয়াল আলোচনার আয়োজন করেছে আমেরিকা। তার আগেই আগামী ৬ ডিসেম্বর দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে আসতে চলেছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। তার পরেই আমেরিকার এই আলোচনাচক্রে যোগ দেবেন প্রধানমন্ত্রী। বিশ্বে গণতন্ত্রকে কীভাবে মজবুত করা যায়, তা নিয়ে আলোচনা হতে পারে এই সভায়। মূলত তিনটি বিষয়ে আলোচনা হতে চলেছে সভায়। এক- একনায়কতন্ত্রের বিরোধিতা, দুই-দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই, তিন-মানবাধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া। কিন্তু এমন এক আলোচনাসভায় চিন, রাশিয়ার মতো রাষ্ট্রের অনুপস্থিতি বিতর্ক বাড়িয়েছে।

আমন্ত্রিতদের তালিকায় নেই মায়ানমার, আফগানিস্তানও। কিছুদিন আগেই গণতন্ত্রকে পদদলিত করে মায়ানমারে সেনা অভ্যুত্থান হয়। এদিকে আফগানিস্তানও তালিবানের দখলে। স্বাভাবিকভাবেই তাদের আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। আমন্ত্রিতদের তালিকা থেকে বাদ পড়েছে তুরস্ক, সৌদি আরব, আরহ আমিরশাহি। এরা সকলেই মধ্যপ্রাচ্যে আমেরিকার বন্ধুরাষ্ট্র। কিন্তু তাঁরা এই আলোচনাসভায় ডাক পায়নি।

তাৎপর্যপূর্ণভাবে গণতান্ত্রিক আলোচনাসভায় ডাক পেয়েছে তাইওয়ান। যে রাষ্ট্রটিকে চিন নিজেদের দেশের অংশ বলে দাবি করে। এবার গণতন্ত্রের আলোচনায় তাদের ডাক দেওয়ায় চিন-আমেরিকার দ্বন্দ্ব যে বাড়বে তা বলাই বাহুল্য।

আফগানিস্তানে টিভি নাটকে মহিলা নিষিদ্ধ করল তালিবান সরকার

কাবুল, ২২ নভেম্বর (হি.স.): তালিবান সরকারের গঠনের পর একের পর এক বিধিনিষেধ জারি করা হচ্ছে মহিলাদের ওপর। তারই ধারাবাহিকতায় এবার আফগানিস্তানে টেলিভিশন নাটকে মহিলাদের উপস্থিতি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তবে এই নির্দেশিকা কার্যকর করতে হলে সম্প্রচারকারীদের টেলিভিশন অনুষ্ঠান সম্প্রচার বন্ধ করতে বাধ্য হতে পারে। কারন আফগানিস্তানের টেলিভিশন চ্যানেলগুলোয় বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বিদেশি নাটক দেখান হয়। যেগুলোর প্রধান চরিত্রে থাকেন নারী।

সংবাদ মাধ্যম বিবিসি এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, টেলিভিশনের পর্দায় হাজির হবার সময় মহিলা সাংবাদিক এবং উপস্থাপিকাদেরও হিজাব পরতে বলা হয়েছে, তবে কোন ধরনের হিজাব ব্যবহার করতে হবে সে বিষয়ে ওই নির্দেশিকায় সুনির্দিষ্ট করে কিছু বলা নেই।

আফগানিস্তানের টেলিভিশন চ্যানেলগুলোয় বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বিদেশি নাটক দেখানো হয়। যেগুলোর প্রধান চরিত্রে থাকেন নারী।

আফগানিস্তানে সাংবাদিকদের প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠন, হুজ্জাতুল্লাহ মুজাদ্দেদির এক সদস্য বলেছেন, নতুন এই নিষেধাজ্ঞার ঘোষণা অপ্রত্যাশিত। কিছু নিয়ম বাস্তবসম্মত নয় এবং তা কার্যকর হলে সম্প্রচারকারীরা টেলিভিশন অনুষ্ঠান সম্প্রচার বন্ধ করতে বাধ্য হতে পারেন।

চলতি বছরের ১৫ আগস্ট আফগানিস্তানের ক্ষমতা দখল করে তালিবান এবং অনেকে আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেছেন যে তারা ধীরে ধীরে কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করছে।

তালিবান, ১৯৯০-এর দশকেও তাদের আগের শাসনামলে, মহিলাদের শিক্ষা গ্রহণ এবং বাইরে কাজ করার ক্ষেত্রে বাধা দিয়েছিল।

গত পাঁচ বছরে এবার দিল্লিতে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা সবথেকে বেশি

নয়াদিল্লি, ২২ নভেম্বর (হি.স) : গত পাঁচ বছরে এবার দিল্লিতে সবথেকে বেশি ডেঙ্গু আক্রান্ত সংখ্যা লক্ষ্য করা গিয়েছে। জানা গিয়েছে, এবছর এখনও পর্যন্ত রাজধানী দিল্লিতে ৭১২৮ জন ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছে। দক্ষিণ দিল্লির মিউনিসিপাল কর্পোরেশন সূত্রে জানা গেছে, গত সপ্তাহে ১৮৫১ জনের ডেঙ্গু আক্রান্তের খবর পাওয়া গেছে। তথ্য অনুযায়ী রাজধানী দিল্লিতে ২০১৬ সালে ৪৪৩১ ও ২০১৭ সালে তা কমে ২৭৮৯ জন এবং ২০১৮ সালে ২০৩৬ জন আক্রান্ত হওয়ার সংখ্যা নথিভূক্ত করা হয়েছে। এছাড়া গত বছর তা কমে দাঁড়িয়েছে ১০৭২ জন। কিন্তু এবছর এখনও পর্যন্ত সমস্ত রেকর্ড ভেঙে ৭১২৮ জন আক্রান্ত সংখ্যা পাওয়া গিয়েছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

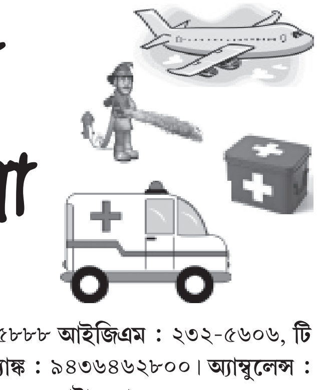

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

সোনামুড়ায় প্রচার সজ্জা নষ্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ২২ নভেম্বর।। রাতের আধারে সোনামুড়ায় সব বিরোধী দলের পাতাকা ফেস্টুন তুলে নিয়ে যায় দুস্কৃতিকারীরা ধরা পড়ল সিসিটিভিতে , অভিযোগ শাসক দলের দিকে , একটি সিসিটিভি ফুটেজ দেখা যায় গভীর রাত ৩ . ২৪ মিনিটে কিছু দুস্কৃতিকারীরা মুখ বেঁধে সোনামুড়া মহকুমা বিভাগের সিপিআইএম পার্টি অফিসে সামনে থেকে পাতাকা ফেস্টুন গাড়ি করে তুলে নিয়ে যাচ্ছে, সকালে হতে দেখা যায় নগর পঞ্চায়েত এলকার প্রায় সব জায়গায় পাতাকা ফেস্টুন নষ্ট করা হয় এবং সব বিরোধী দলের পাতাকা ফেস্টুন নিয়ে যাওয়া হয়, বিশেষ করে সোনামুড়া টু আগরতলা সড়কের পাশে থাকা পাতাকা ফেস্টুন নষ্ট করে নিয়ে যাওয়া হয়, রাতে পুলিশের পাহারায় নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে এই নিয়ে, ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তৃনমূল কংগ্রেসে এবং সিপিআইএম তরফ থেকে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

কংগ্রেসের মিছিল বিলোনীয়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ২২ নভেম্বর।। সোমবার বিকাল ৩ ঘটিকায় বিলোনিয়া থানার মোড় থেকে কংগ্রেস দলের প্রার্থীদের নিয়ে এক রেলি সংঘটিত হয় এ রেলি পুরাতন মোটর স্ট্যান্ড হয়ে এক নং টিলা, হসপিটাল কর্নার, বিদ্যাপীঠ কর্নার,বনকর বাজারে গিয়ে রেলিশেষ হয় , রেলি শেষে এক পথসভায় মিলিত হয়। পথসভায় বক্তব্য রাখেন সুশান্ত চক্রবর্তীর কংগ্রেস দলের কার্যকরী কমিটির সভাপতি, অমৃত লাল সাহা সহ সভাপতি ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস, যুব কংগ্রেস নেতৃত্বে তনময় চক্রবর্তী, ভোলানাথ ধর সহ-সভাপতি ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস, প্রাক্তন বিধায়ক দিলীপ চৌধুরী এবং বিলোনিয়া ব্লক কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট তমাল ধর, এবং কংগ্রেস দলের পৌরসভার নির্বাচিত প্রার্থী এবং বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ও কর্মীসমর্থকরা। বক্তারা পথসভায় আলোচনা রাখতে গিয়ে বিগত বামফ্রন্ট সরকার বর্তমান বিজেপি আইপিএফটি জোট সরকারের তীব্র সমালোচনা করেন।

যুব মোর্চার উদ্যোগে বিলোনীয়ায় মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ২২ নভেম্বর।। সোমবার বেলা বারটায় নাগাদ বিলোনীয়া মন্ডল যুব মোর্চার উদ্যোগে বিলোনিয়া পৌর পরিষদের নির্বাচনে ১৭ টি ওয়ার্ডের বিজেপি দলের মনোনীত প্রার্থীদের জয়ী করার আহ্বান জানানোর পাশাপাশি বাইক রেলিটি বিলোনীয়া মন্ডল কার্য্যালয় থেকে শুরু করে নেতাজি পল্লী এলাকা হয়ে কলেজ স্কোয়ার, সাড়াসীমা, বিকেআই কর্নার , পুরাতন মোটর স্ট্যান্ড, এক নং টিলা, বিদ্যাপিঠ কর্নার , আর্য কলোনি হয়ে শেষ হয় মন্ডল কার্যালয়ের সামনে। রেলি শুরু হওয়ার আগে সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিদের এক সাক্ষাৎকারে বিলোনীয়া মন্ডল সভাপতি গৌতম সরকার বলেন সুসজ্জিত বাইক রেলি সতেরটি ওয়ার্ড এলাকায় ঘুরবে এবং জনগনের কাছে বার্তা দেব আমরা শান্তির পক্ষে, আমরা শান্তি চাই এখন পর্যন্ত বিলোনীয়াতে কোন ঘটনা ঘটেনি আমি সমস্ত রাজনৈতিক দল গুলুর কাছে আবেদন রাখব কোন ধরনের উস্কানি মূলক বক্তব্য না রাখে উস্কোনি মূলক কোন কাজ যাতে না করে আমরা শান্তির বার্তা এবং গনতন্ত্রের মধ্যে দিয়ে ২৫ শে নভেম্বর মানুষের হ্রিদয়ের ভোট আমরা আশা রাখি বিলোনীয়া পৌরপরিষদের গনদেবতারা আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টি প্রার্থীদের পাঁচ বছরের জন্য বিপুল ভোটে পদ্মফুল চিহ্নে ভোট দেবেন এটা আমাদের আশা, এ আশা নিয়েই আমরা আজকে এ বাইক রেলি করছি।এছাড়া এদিনের বাইক রেলিতে ছিলেন বিলোনীয়া বিধানসভার বিধায়ক অরুন চন্দ্র ভৌমিক।

তিপ্রা মোথায় যোগদান করলেন ৩০ পরিবারের প্রায় দেড়শ জন ভোটার

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২২ নভেম্বর।। ১৭ নং গোলাঘাটি বিধানসভার যুগলকিশোরনগর এডিসি ভিলেজের অন্তর্গত ৪নং ওয়ার্ডের দুর্গাচরণ পাড়ায় তিপ্রা মোথার এক যোগদান সভা অনুষ্ঠিত হয়। তিপ্রা মোথা টাকারজলা জেলা সভাপতি অমৃত দেববর্মা বলেন শিক্ষা, স্বাস্থ্য সহ সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে তিপ্রা মোথা কাজ করছে। জাতিভেদ কোন মতেই মেনে নেওয়া হবে না। এর ধারা উন্নয়ন স্তব্ধ হবে। এডিসি এলাকাসহ রাজ্যের সংখ্যালঘু মুসলিমদের বিভিন্ন দাবি-দাওয়া আদায়ের লক্ষ্যে সংখ্যালঘু মুসলিমদের পাশে থাকারও আশ্বস্ত করেন তিনি। দলে যোগদান কারী উপজাতি এবং সংখ্যালঘু মুসলিম ভোটারদের পার্টির পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানিয়েছেন তিনি। সকলকে সাথে নিয়ে আগামী দিনে সব ধরনের উন্নয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে বলে জানিয়েছেন অমৃত বাবু।

সভায় সভাপতিত্ব করেন আলফু মিয়া সাহেব। সংখ্যালঘু মুসলিম এবং উপজাতি ৩০ পরিবারের প্রায় দেড়শ জন ভোটার তিপ্রা মোথায় যোগদান করেন। সভায় তাদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন তিপ্রা মোথা টাকারজলা জেলা সভাপতি অম্রিত দেববর্মা, ব্লক সভাপতি প্রদেশ দেববর্মা, সম্পাদক সুরজিৎ দেববর্মা, সংখ্যালঘু নেতা খলিল মিয়া , আমির হোসাইন সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দরা।

পুর ভোটকে সম্পূর্ণ প্রহসনে পরিণত করতে চাইছে বিজেপি ঃ সিপিআইএমএল

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২২ নভেম্বর।। পুর ভোটকে সম্পূর্ণ প্রহসনে পরিণত করতে প্রচারের শেষ পর্বে এসে সারা রাজ্য জুড়ে এবং আগরতলাতে বিজেপি -র দুবৃত্তবাহিনী সরকারি মদতে অভূতপূর্ব সন্ত্রাস ও ভয়ভীতি কায়েম করেছে। পুলিশের সামনে, মহকুমা পুলিশ আধিকারিকের সামনে থানায় ঢুকে দুবৃত্তরা আক্রমণ করছে। কর্তব্য পালন করতে গিয়ে বারবার রাজ্যের ও বহিরাজ্যের সাংবাদিকরা নৃশংস আক্রমণ ও দমনের শিকার হচ্ছে। পুলিশ কর্মীরা মার খাচ্ছে। কিন্তু আক্রমণকারী দুবৃত্তদের বিরুদ্ধে কোন মামলা নেই।

মামলা দায়ের করার পরেও গ্রেপ্তার করা হচ্ছে না। সংখ্যালঘুদের উপর আক্রমণের ঘটনাবলী খতিয়ে দেখতে বহিরাজ্য থেকে আসা আইনজীবী, মানবাধিকার সংগঠনের কর্মীদের বিরুদ্ধে দানবীয় উপা আইন প্রয়োগ করছে বিজেপি সরকার। বিজেপি, আরএসএস ও সংঘ পরিবার রাজ্যকে তাদের বিভেদের ও দমনের পরীক্ষাগার বানাতে চায়। সরকারের নির্দেশে নির্বাচন কমিশন, পুলিশ, আইন ও নাগরিক প্রশাসন সবকিছুই আজ কার্যত কাঠের পুতুলে পরিণত হয়েছে। সাংবিধানিক গণতন্ত্র ও আইনের শাসন ভেঙ্গে পড়েছে। অন্যান্য নির্বাচনের মতো এবারও বিরোধীদের নির্মূল করাই বিজেপি -র লক্ষ্য। তাই পুর ভোটে এই অভূতপূর্ব সন্ত্রাস ও ভয় ভীতি -র বিরুদ্ধে গণপ্রতিরোধ গড়ে তুলতে এবং ফ্যাসীবাদি বিজেপি -কে পরাস্ত করতে বিরোধী রাজনৈতিক দল,সংগঠন ও ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে এক সর্বাত্মক ঐক্য গড়ে তোলা আজ সময়ের দাবি।

রাজ্যে বিপন্ন গণতন্ত্র, আইনের শাসন ও সাংবিধানিক সংস্থাগুলিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যকে সামনে রেখে সমস্ত বিরোধী দলগুলিকে সর্বাত্মক ঐক্য গড়ে তুলতে আহ্বান জানাচ্ছে সিপিআই(এমএল) রাজ্য কমিটি। এর জন্য প্রধান বিরোধী দল সিপিআই(এম) -কে সর্বাগ্রে এগিয়ে এসে উদ্যোগী হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছে সিপিআই(এমএল)। কারণ এই অভূতপূর্ব সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার দায়ভার বিরোধী দলের উপরে নির্ভর করে। থানায় ঢুকে সাংবাদিকদের উপর নৃশংস আক্রমণ ও বিরোধী কর্মীদের উপর আক্রমণে অভিযুক্ত দুবৃত্তদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার করা সহ তৃণমূল কংগ্রেসের যুব সভানেত্রী সায়নি ঘোষের উপর থেকে মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করে তাঁকে নিঃশর্তে মুক্তি দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন সিপিআই(এমএল), ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির।

ইউনিয়ন

● আটের পাতার পর

উদ্বেগ প্রকাশ করেছে সংগঠন। সংগঠনের পক্ষ থেকে অভিযুক্তদের চিহ্নিত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানানো হয়েছে। ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটলে সংগঠন বৃহত্তর আন্দোলনে শমিল হবে বলে স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হয়েছে।

সভাপতি

● আটের পাতার পর

রাজ্যে চলে যান। বিরজিত সিনহা আরও বলেন যে, বিজেপি দল এবং তৃনমুল কংগ্রেস দুই দলই সন্ত্রাসী দল। পশ্চিমবঙ্গে তৃনমুল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে সারা রাজ্যে সন্ত্রাস করা হচ্ছে। আর উল্টো দিকে ত্রিপুরা রাজ্যে বিজেপি সারা রাজ্যে সন্ত্রাস করছে। বিজেপি দল এবং তৃনমুল কংগ্রেস মুদ্রার এপিট এবং ওপিঠ। বিজেপি দল এত বেশি সন্ত্রাস করেও এরা বুঝে গেছে তাদের সাথে সাধারণ মানুষের সমর্থন নেই।ধর্মনগরে মুখ্যমন্ত্রীর জনসভা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বিরজিত সিনহা বলেন, রাজ্যের একজন মূখ্যমন্ত্রী হয়েও বড় মাঠে জনসভা করার সাহস দেখাতে পারেননি। সাংবাদিক সম্মেলনে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক রুদ্রেন্দু ভট্টাচার্য্য।

পলাতক

● আটের পাতার পর

নেত্বতে ধর্মনগর থানার পুলিশের একটি টিম অসমের নিলাম বাজার এলাকায় যায় ।সেখানে নিলামবাছার থানার পুলিশের সাহায্যে বাদুর বাজার লোয়ার পাড়া এলাকা থেকে পালিয়ে যাওয়া আসামিকে গ্রেপ্তার করে। তারপর আসামিকে ধর্মনগর থানায় নিয়ে আসা হয়। তিনি আরো জানান, ২০১৯ সালে কদমতলা থানাতে যে মামলা হয় তার কেইস নং হল ৩৭ /২০১৯। এবং ধর্মনগর কোর্টে আসামী বিচারাধীন অবস্তায় সুযোগ বুঝে পালিয়ে যাওয়ার পর ধর্মনগর থানাতে যে মামলা রুজু করা হয় তার নং নং ১০৮ /২০১৯ আন্ডার সেকশান ২৪ আই পি সি এন ডি পি এস। এদিকে আজ পালিয়ে যাওয়া আসামিকে পুনরায় ধর্মনগর জেলা আদালতে সোপর্দ করা হবে বলে জানায় পুলিশ।

আগরতলা

● প্রথম পাতার পর

মিলেছে। তাই, তাঁকে খোঁজে বের করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। তিনি জানান, নিরাপত্তার স্বার্থে ব্যাগটি কুলিং সিস্টেমে রাখা হয়েছে। ২৪ ঘণ্টা তাতেই থাকবে ব্যাগ। তাঁর সাফ কথা, বিমানবন্দরে বোমাতঙ্কের ঘটনা সম্পূর্ণ গুজব।

মিলেছে

● প্রথম পাতার পর

২৪৫ জনের শরীরে ডেঙ্গু পাওয়া যায় বলে জানান গোমতী জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ নিরু মোহন জমাতিয়া। তার মধ্যে কিল্লাতে ১৫৪ জন, অম্পিতে ১৫ জনের শরীরে ডেঙ্গু পাওয়া যায়।এখনো বেশ কয়েক জন ডেঙ্গু রোগে গোমতী জেলার বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।সবাইকে এ বিষয়ে সতর্ক হবার জন্য বিশেষ ভাবে অনুরোধ করা হয়েছে। ডেঙ্গু মোকাবেলায় শুধু গোমতী জেলাতেই নয়, সিপাহীজলা জেলা সহ অন্যান্য জায়গাতেও জনগণকে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে।

তৃণমূল

● প্রথম পাতার পর

সাংসদ। এদিন সকালে ডেরেক ও'ব্রায়েন টুইট করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে দেখা করার সময় চান। কিন্তু অমিত শাহ সময় দেননি। তৃণমূল সাংসদরা চেয়েছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে ত্রিপুরা সরকারের বিরুদ্ধে নালিশ জানাতে। সেটা না হওয়ায় নর্থ ব্লকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের বাইরে ধরনায় বসে পড়েন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, দোলা সেন, সুখেন্দু শেখর চৌধুরী, অপরূপা পোদ্দার, ডেরেক ও ব্রায়েন এবং সৌগত রায়রা। ওখানকার নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা কর্মীরা তাঁদের ধরনা তুলে নেওয়ার আবেদন করেন। সাংসদদের জানান, বিনা অনুমতিতে এখানে বিক্ষোভ দেখানো যায় না। কিন্তু তৃণমূল সাংসদরা তাদের দাবিতে অনড় থাকে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা না করে তাঁরা যাবেন না বলেই জানিয়ে দেন।

অভিযোগ

● প্রথম পাতার পর

করে তাড়াতাড়ি আসার কথা বলে।বাবার বাড়ির লোকজন এসে দেখতে পান সুস্মিতা কীটনাশক খেয়ে গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় ছটফট করছে। তড়িঘড়ি নিয়ে যাওয়া হয় ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে। সেখানে পরিস্থিতি বেগতিক দেখে নিয়ে যাওয়া হয় শিলচরে। অবশেষে তিনদিন জীবন যুদ্ধের লড়াইয়ের পর কুড়ি নভেম্বর সুস্মিতার জীবন দ্বীপ নিভে যায়।মৃতার পরিবারের লোকজন ধর্মনগর থানায় স্বামী অরুপ চন্দ্র গুপ্ত, ভাসুর আশিষ চন্দ্র গুপ্ত ও শ্বাশুড়ি নমিতা গুপ্তের নামে একটি হত্যার মামলা দায়ের করেছেন।মৃতার পরিবারের দাবি,স্বামী ভাসুর ও শ্বাশুড়ি মিলে কীটনাশক খাইয়ে সুস্মিতাকে হত্যা করেছেন। ধর্মনগর থানায় পুলিশ ঘটনাটি তদন্ত করে দেখছে।

চারজন

● প্রথম পাতার পর

খবর পেয়ে ছুটে যায় মিটন মিয়া। যদিও শুক্রবার রাতে মিটন মিয়া তার রাবার বাগানে কাউকেই দেখতে পায় নি। এদিকে শনিবার কৈয়াডেপা এলাকার বাসিন্দা সালাউদ্দিন মিয়ার বাড়ি থেকে গরু পাচারের সময় গোপন খবর পেয়ে বি এস এফ জোয়ানরা ছুটে যায়, তারপর বেশ কয়েকটি গরু আটক করে নিয়ে যায়। কিন্তু গরু পাচারকারীদের সন্দেহ পুরাথল রাজনগর এলাকার মিটন মিয়া পাচারকারীদের গরু গুলি বিএসএফের হাতে ধরিয়ে দিয়েছে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে রবিবার রাতে কৈয়াডেপা এলাকার গরু পাচারকারী শিপন মিয়া, পাণু দেব, রং মিয়া, ইসুব মিয়া সহ আরো ২৫ থেকে ৩০ জন যুবক পুরাথল রাজনগর এলাকার বাসিন্দা মিটন মিয়ার বাড়িতে দা, লাঠি দিয়ে অতর্কিতে ভাবে হামলা চালায়, যার ফলে মিটন সহ তার পরিবারের চার জন গুরুতর আহত হয়। এদিকে উপরে উল্লেখিত গরু পাচারকারীদের অতর্কিত হামলায় রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়ে মিটন মিয়া সহ তার পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা। এদিকে স্থানীয়দের খবরে ঘটনাস্থলে তড়িঘড়ি ছুটে যায় বিশালগড় দমকল বাহিনীর কর্মীরা। তারপর দমকল বাহিনীর কর্মীরা আহতদের উদ্ধার করে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে। এদিকে আক্রান্ত মিটন মিয়া ও তার পরিবারের সদস্যরা জানায় হামলাকারীদের বিরুদ্ধে মধুপুর থানায় মামলা করা হবে। তবে বলাবাহুল্য মধুপুর থানার অন্তর্গত বিভিন্ন এলাকা দিয়ে গরু পাচারকারীরা দিনভর গরু পাচার করে যাচ্ছে, কিন্তু মধুপুর থানার দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশ বাঁকুড়া মোটা অংকের বিনিময় ঐসকল গরু পাচারকারীদের বিরুদ্ধে কোন ধরনের পদক্ষেপ নিচ্ছে না। তবে এখন দেখার বিষয় আক্রান্ত মিটন মিয়ার পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযোগ পাওয়ার পর ঐসকল হামলাকারীদের বিরুদ্ধে পুলিশ কি প্রকার ভূমিকা গ্রহণ করে।

অভিষেক

● প্রথম পাতার পর

জোরে মানুষকে দমিয়ে রাখা যাবে না। সিপিআইএম চেয়েছিল দমিয়ে রাখতে। কিন্তু লাভ হয়নি। বিজেপিও চাইছেন মানুষকে দমিয়ে রাখতে, কিন্তু তিন মাসেই মাটি সরে গেছে বিজেপির বলে জানান তিনি।

বিমানবন্দরে নেমেই তিনি সরাসরি বিজেপি এবং ত্রিপুরা সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছেন। আগাগোড়া তাঁর নিশানায় ছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। এদিকে, বিমানবন্দরের ভিআইপি পার্কিঙে পরিত্যক্ত একটি ব্যাগ উদ্ধারের ঘটনায় তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়েছিল। কিন্তু পুলিশ এবং বোম স্কোয়াড ব্যাগটি পরীক্ষা করে ভয়ের কোনও কারণ নেই বলে জানিয়েছে।

বিমানবন্দরে অবতরণ করে অভিষেক বলেন, ত্রিপুরায় জঙ্গলরাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। আইন-শৃঙ্খলা বলে কিছুই অবশিষ্ট নেই এখন। তাঁর দাবি, ভয় দেখিয়ে তৃণমূলকে দমিয়ে রাখা যাবে না। মুখ্যমন্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে তাঁর কটাক্ষ, ত্রিপুরার সাধারণ জনগণের বদলে রাগ আমার ওপর মেটান। ক্ষতি যদি করতে হয়, তা-হলে আমার করুন। তাঁর দাবি, ত্রিপুরায় তাঁকে আটকানোর চেষ্টা হচ্ছে। রেলির অনুমতি দিয়েও পুলিশ আইন-শৃঙ্খলার অজুহাত দেখিয়ে বাতিল করে দিয়েছে।

অভিষেক বলেন, আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে ত্রিপুরা প্রশাসন ব্যর্থ। থানায় ঢুকে পুলিশের সামনেই বিজেপি আশ্রিত গুণ্ডারা হামলা-হুজ্জতি করেছে। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে গিয়ে ঠেকেছে, পুলিশ, সাংবাদিক এবং চিকিৎসক, সকলেই আক্রান্ত হচ্ছেন। তাঁর সাফ কথা, ধমকিয়ে-চমকিয়ে ত্রিণমূলকে আটকানো যাবে না। সাথে তিনি যোগ করেন, স্লোগান দিয়েছে তাই সায়নিকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। অথচ, যারা হামলা করেছেন তাঁদের পুলিশ গ্রেফতার করছে না। এতেই প্রমাণিত, অরাজকতা সীমাহীন ভাবে বেড়েছে।

তিনি বলেন, এভাবে অনাচার চলতে দেওয়া যায় না। গণতন্ত্রপ্রেমী মানুষ অবাধ নির্বাচন চাইছেন। অথচ, জোর করে গণতন্ত্র লুণ্ঠনের চেষ্টা হচ্ছে। তাঁর সাফ কথা, বিনা লড়াইয়ে এক ইঞ্চি জমিও ছাড়বে না তৃণমূল।

এদিকে, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আগরতলায় পৌছার আগে বিমানবন্দরে ভিআইপি পার্কিঙে একটি পরিত্যক্ত ব্যাগ নিরাপত্তা কর্মীদের নজরে আসে। সঙ্গে সঙ্গে এয়ারপোর্ট থানায় খবর দেওয়া হয়। খবর পেয়ে পুলিশ ছুটে আসে। খবর দেওয়া হয় বোম স্কোয়াডকেও। পুলিশ ও বোম স্কোয়াড পরিত্যক্ত ব্যাগটি পরীক্ষা করে জানিয়েছে, ভয়ের কোনও কারণ নেই। তবে বিমানবন্দরে পরিত্যক্ত ব্যাগ উদ্ধারের ঘটনায় কিছু সময়ের জন্য তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়েছিল।

অভিষেক

● প্রথম পাতার পর

নানা এলাকায় তৃণমূলের নেতা কর্মীরা আক্রান্ত হচ্ছেন। যত দিন যাচ্ছে ত্রিপুরায় হিংসা বেড়েই চলেছে। তৃণমূল নেতা কর্মীরা ছাড়াও সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দেওয়া হচ্ছে। রাজ্যের হিংসার কথা তুলে ধরায় সাংবাদিকদের নামে ইউএপিএ-তে মামলা দেওয়া হচ্ছে। থানার মধ্যে রাজ্যসভার সাংসদ সুস্মিতা দেবকে আক্রমণ করা হলেও ত্রিপুরা পুলিশ কোনও পদক্ষেপ নেয়নি।

চিঠিতে তৃণমূল মুখপত্র লিখেছেন, ২১ নভেম্বর ত্রিপুরা তৃণমূলের স্টিয়ারিং কমিটির আহ্বায়ক সুবল ভৌমিকের বাড়িতে হামলা চালানো হয়েছে। এর জেরে তিনি গুরুতর আহত হয়েছেন। ত্রিপুরা পুলিশ এবং রাজ্য প্রশাসন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গোটা ঘটনা দেখেছে। হামলা আটকানোর জন্য কোনও পদক্ষেপ নেয়নি তারা। রাজ্যে আইন বলতে কিছু অবশিষ্ট নেই। এককথায় ত্রিপুরার আইনশৃঙ্খলা পুরোপুরি ভেঙে পড়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে অশান্তির ঘটনায় মানবাধিকার কমিশন আগ্রাসী ভূমিকা নিলেও ত্রিপুরার ক্ষেত্রে কেন চুপ রয়েছে, সেই প্রশ্ন তোলেন গোখেল। পুরসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে এই ধরনের ঘটনায় মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে বলে দাবি করেছেন তিনি। সাকেত লিখেছেন, ত্রিপুরার সাম্প্রতিক যা পরিস্থিতি, তাতে অবাধ এবং শান্তিপূর্ণ নির্বাচন কোনওভাবেই সম্ভব নয়। ২৪ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে কমিশনের চেয়ারম্যানের সঙ্গে দেখা করার জন্য সময় চেয়েছেন তৃণমূল মুখপাত্র।

গলদ

● প্রথম পাতার পর

এক জনসভার সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় সায়নী ঘোষ উস্কানিমূলক মন্তব্য করেছিলেন এবং বিজেপি কর্মীদের ধাওয়া খেয়ে পালিয়ে যাওয়ার সময় পথচারীকে প্রাণে মারার চেষ্টার অভিযোগ উঠেছে। ওই অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ সায়নীকে গতকাল বিকেল চারটা নাগাদ গ্রেফতার করেছিল। তাঁর গ্রেফতারি ঘিরে রবিবার দিনভর আগরতলায় ধুন্দুমার কাণ্ড ঘটেছে। পরিস্থিতি একপ্রকার রণক্ষেত্রের রূপ নিয়েছিল। আজ পুলিশ তাঁকে আদালতে দু-দিনের রিমান্ড চেয়ে সোপর্দ করেছিল। এ-বিষয়ে সায়নীর আইনজীবী বিদ্যুত লোধ বলেন, জামিন-অযোগ্য ধারা ১৫৩ এবং ৩০৭-র স্বপক্ষে পুলিশ প্রমাণ এবং যুক্তি আদালতে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি। তাছাড়া, মামলাকারীর বক্তব্য এবং পুলিশের ফরওয়ার্ডিং রিপোর্ট পরস্পর বিরোধী ছিল। ফলে, আদালত সহজেই তাঁর মক্কেলের জামিন মঞ্জুর করেছে, বলেন তিনি। জামিন পেয়ে তৃণমূল কংগ্রেস এবং সায়নী ঘোষ আদালতের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

প্রতিমা ভৌমিক

● প্রথম পাতার পর

বিনষ্ট করার জন্য অন্য জায়গার ছবি ত্রিপুরার বলে দাবি করে প্রচার হয়েছে। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি বিগড়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে ক্রমাগত উস্কানি দেওয়া হচ্ছে। এতে অবশ্য সিপিএম এবং কংগ্রেস সমানে মদত যুগিয়ে যাচ্ছে।

প্রতিমা ভৌমিক তৃণমূল নেত্রীকে নিশানা করে বলেন, বর্গীরা ত্রিপুরায় ঢুকতে চাইছে। লুটেরার দল সর্বস্ব লুটে নিয়ে যাবে। তিনি আক্ষেপ করে বলেন, বাংলার সংস্কৃতির এক নতুন সংস্করণ দেখাচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস। যেখানে শালীনতা ভুলে গিয়ে নোংরামি এবং অসভ্যতায় মেতে রয়েছেন তৃণমূলের নেতা-মন্ত্রীরা। তাঁর অভিযোগ, ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীকে জড়িয়ে অশালীন মন্তব্য সুস্থ সমাজে এবং বাংলার সংস্কৃতির সাথে সাযুজ্য রাখে না। তিনি বলেন, সুস্থ রাজনীতি বরাবরই স্বাগত। কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেস রাজনীতির নামে অসভ্যতা শুরু করেছে। ত্রিপুরাবাসী এই সংস্কৃতির সাথে পরিচিত নন এবং এমন আচরণ আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। এদিন তিনি বর্গীর দল থেকে সতর্ক থাকার জন্য ত্রিপুরাবাসীর উদ্দেশ্যে আহবান রাখেন।

াঙ্গন

তৃতীয় টি-২০তেও হেরে ঘরের মাঠে পাকিস্তনের কাছে হোয়াইটওয়াশ হল বাংলাদেশ

ঢাকা, ২২ নভেম্বর (হি.স.): শেষ ওভারের চরম নাটকীয়তার পরও পাকিস্তানের বিপক্ষে হেরে গেল বাংলাদেশ। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে সিরিজের তৃতীয় তথা শেষ টি-২০ ম্যাচ এমন উত্তেজক মোড় নেবে, তা বোধহয় দুঃস্বপ্নেও ভাবেননি বাবর আজমরা। যদিও শেষ বলে বাউন্ডারি মেরে মহম্মদ নওয়াজ উদ্ধার করেন দলকে। এই ম্যাচেও হারের ফলে ৩ ম্যাচ টি-টোয়েন্টি সিরিজে ঘরের মাঠে হোয়াইটওয়াশ হল বাংলাদেশ।

সোমবার মিরপুর শের-ই-বাংলা ক্রিকেট স্টেডিয়ামে সিরিজের শেষ ম্যাচে মুখোমুখি হয় দু'দল। টস জিতে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে বাংলাদেশ নির্ধারিত ২০ ওভারে ৭ উইকেটের বিনিময়ে ১২৪ রান তোলে। ওপেনার মহম্মদ নইম দলের হয়ে সর্বোচ্চ ৪৭ রান করেন। এছাড়া শামিম হোসেন ২২, আফিফ হোসেন ২০ ও মাহমুদুল্লাহ ১৩ রান করেন। মহম্মদ ওয়াসিম ১৫ রানের বিনিময়ে ২টি উইকেট নেন। ২টি উইকেট নিয়েছেন উসমান কাদির। পালটা ব্যাট করতে নেমে পাকিস্তান একসময় ১৯ ওভারে ২ উইকেটের বিনিময়ে ১১৭ রান তুলে ফেলে। সুতরাং, জয়ের জন্য শেষ ওভারে পাকিস্তানের দরকার ছিল ৮ রান। শেষ ওভারে বল হাতে তুলে নেন বাংলাদেশ অধিনায়ক মাহমুদুল্লাহ নিজে।

প্রথম বলে কোনও রান সংগ্রহ করতে পারেননি সরফরাজ আহমেদ। দ্বিতীয় বলে সরফরাজকে আউট করেন মাহমুদুল্লাহ। তৃতীয় বলে তিনি তুলে নেন হায়দার আলির উইকেট। চতুর্থ বলে ছক্কা মারেন ইফতিকার। পঞ্চম বলে ইফতিকারকেও ফিরিয়ে দেন মাহমুদুল্লাহ। সুতরাং, শেষ বলে জয়ের জন্য ২ রান দরকার ছিল পাকিস্তানের। নওয়াজ শেষ বলে চার মেরে দলের জয় নিশ্চিত করেন।

পাকিস্তান ২০ ওভারে ৫ উইকেটের বিনিময়ে ১২৭ রান তুলে ম্যাচ জিতে যায়। বাবর আজম ১৯ রান করে আউট হন। মহম্মদ রিজওয়ান ৪০ ও হায়দার আলি ৪৫ রান করেন। মাহমুদুল্লাহ ১ ওভারে ১০ রানের বিনিময়ে ৩টি উইকেট নেন। পাকিস্তান ৫ উইকেটে ম্যাচ জিতে বাংলাদেশকে তিন ম্যাচের সিরিজে হোয়াইটওয়াশ করে।

এই নিয়ে টানা ৮টি আন্তর্জাতিক টি-২০ ম্যাচে পরাজিত হয় বাংলাদেশ। ম্যাচের সেরা ক্রিকেটার নির্বাচিত হয়েছেন হায়দার আলি। সিরিজ সেরার পুরস্কার হাতে উঠেছে মহম্মদ রিজওয়ানের।—হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

শেষ বলে শাহরুখের ছয়, তৃতীয়বার মুস্তাক আলি চ্যাম্পিয়ন তামিলনাড়ু

নয়াদিল্লি, ২২ নভেম্বর (হি.স) : শেষ বলে শাহরুখের ছয় হাকিয়ে কর্ণাটককে হারিয়ে সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি চ্যাম্পিয়ন তামিলনাড়ু। সেইসঙ্গেই ভারতের ঘরোয়া টি-২০ লিগের ইতিহাসে সবচেয়ে সফল দল হিসাবে নিজেদের নাম লিখিয়ে ফেলল তামিলনাড়ু। শাহরুখ খানের ঝোড়ো ব্যাটিংয়েই সমস্ত বাধা টপকে সৈয়দ মুস্তাক আলি চ্যাম্পিয়ন তামিলনাড়ু।১৫ বলে ৩৩ রানের দুরন্ত ইনিংস তাঁর। শেষবলে দরকার ছিল ৫ রান। ওভার বাউন্ডারি মেরেই তামিলনাড়ুকে তৃতীয় মুস্তাক আলি ট্রফি এনে দেন শাহরুখ।

ফাইনালের টান টান ম্যাচে কর্ণাটককে ৪ উইকেটে হারিয়ে সবচেয়ে বেশিবার সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফির খেতাব তাদের ট্রফি ক্যাবিনেটে তুলল তামিলনাড়ু। এই নিয়ে তিনবার সৈয়দ মুস্তাক আলি জিতলেন বিজয় শঙ্কররা।

ফাইনালে টস জিতে প্রথমে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন তামিলনাড়ু অধিনায়ক বিজয় শঙ্কর। তামিলনাড়ুর হয়ে এদিন বল হাতে সবচেয়ে সফল রাই কিশোর। তিনি নেন ৩ উইকেট। কর্ণাটকের কোনও ব্যাটরই এদিন বড় রান পাননি। সর্বোচ্চ ৪৬ রান করে অভিনভ মনোহর। প্রবীন দুবে করেন ৩৩। কর্ণাটক থামে ১৫১ রানে।

ব্যাট হাতে শুরুটা যে তামিলনাড়ুও খুব একটা ভাল করেছিল তা বলা চলে না। ৯৫ রানের মধ্যে ৪ উইকেট খুইয়ে একসময় চাপে পড়ে যায় তারাও। নাগাদীশন করেন ৪১ রান। কিন্তু তাঁর আউটের পরই কর্ণাটক চাপ বাড়াতে শুরু করেছিল। তবে শেষরক্ষা করতে পারেনি।

কানপুরের মতো পিচ তৈরি করে মুম্বইয়ে প্রস্তুতি সেরেছেন রাহানেরা

নয়াদিল্লি, ২২ নভেম্বর (হি.স) : ইডেনে হোয়াইটওয়াশ সম্পূর্ণ করেছে রোহিত শর্মার ভারত। এবার মিশন টেস্ট। পাঁচ দিনের ফরম্যাটের দিকেই এবার নজর সবার। রোহিত শর্মারা যখন ইডেন টি-২০ খেলছেন, কানপুরে তখন কোয়ারেন্টাইনে অজিঙ্কে রাহানেরা। সোমবার রাহানেদের কোয়ারেন্টাইন পর্ব শেষ হয়েছে। সোমবার থেকে আবার টেস্ট সিরিজের প্রস্তুতিতে নেমে পড়বে ভারতীয় দল। যদিও টেস্ট সিরিজের প্রস্তুতিটা আরও আগেই থেকে শুরু করে দিয়েছেন রাহানে, চেতেশ্বর পুজারারা। যে সমস্ত ক্রিকেটাররা শুধু টেস্ট টিমে রয়েছেন, তাঁরা মুম্বইয়ে দিন চারেকের একটা ক্যাম্প করে কানপুর এসেছেন।

ভারতীয় ক্রিকেটমহলে খোঁজ নিয়ে জানা গেল, কোচ রাহুল দ্রাবিড়ই চাইছিলেন, যাতে টেস্ট টিমের ক্রিকেটাররা কানপুর যাওয়ার আগে কয়েকদিনের একট ক্যাম্প করেন। সেই ক্যাম্পে শিবম মাভি, তুষার দেশপাণ্ডেদের মতো জনা পাঁচেক পেসার ডাকা হয়েছে। এনসিএ থেকে সাপোর্ট স্টাফ পাঠানো হয়েছিল। পুরো শিবিরের খোঁজখবর নিয়েছেন দ্রাবিড় নিজেই। আর কানপুরের মতোই উইকেট তৈরি হয়েছিল বান্দ্রা কুর্লা কমপ্লেক্সে। কানপুরের পিচ যে টার্নার হবে, সেটা জানা কথাই। আর টার্নারে নামার আগে যাতে রাহানে-পুজারারা মানিয়ে নিতে পারেন, তার জন্যই গ্রিন পার্ক স্টেডিয়ামের মতো পিচ প্রস্তুত করা হয়েছিল।

আমেরিকার আলোচনাচক্রে ডাক পেল না চিন-রাশিয়া, আমন্ত্রিত ভারত-তাইওয়ান

ওয়াশিংটন, ২২ নভেম্বর (হি.স.): ক্ষয়িষ্ণু গণতন্ত্র রক্ষা নিয়ে ভারচুয়াল আলোচনাচক্রের আয়োজন করেছে আমেরিকা। সেই আলোচনায় যোগ দিতে পারেন বিশ্বের সর্ববৃহৎ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও। গণতন্ত্রের আলোচনা সভায় আমেরিকা আমন্ত্রণ জানিয়েছে তাইওয়ানকে। তবে তাৎপর্যপূর্ণভাবে আমন্ত্রিতদের তালিকায় নেই চিন এবং রাশিয়ার নাম।

ডিসেম্বর মাসের ৯-১০ তারিখ 'সামিট ফর ডেমোক্রেসি' নামে এই ভারচুয়াল আলোচনার আয়োজন করেছে আমেরিকা। তার আগেই আগামী ৬ ডিসেম্বর দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে আসতে চলেছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। তার পরেই আমেরিকার এই আলোচনাচক্রে যোগ দেবেন প্রধানমন্ত্রী। বিশ্বে গণতন্ত্রকে কীভাবে মজবুত করা যায়, তা নিয়ে আলোচনা হতে পারে এই সভায়। মূলত তিনটি বিষয়ে আলোচনা হতে চলেছে সভায়। এক- একনায়কতন্ত্রের বিরোধিতা, দুই-দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই, তিন-মানবাধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া। কিন্তু এমন এক আলোচনাসভায় চিন, রাশিয়ার মতো রাষ্ট্রের অনুপস্থিতি বিতর্ক বাড়িয়েছে।

আমন্ত্রিতদের তালিকায় নেই মায়ানমার, আফগানিস্তানও। কিছুদিন আগেই গণতন্ত্রকে পদদলিত করে মায়ানমারে সেনা অভ্যুত্থান হয়। এদিকে আফগানিস্তানও তালিবানের দখলে। স্বাভাবিকভাবেই তাদের আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। আমন্ত্রিতদের তালিকা থেকে বাদ পড়েছে তুরস্ক, সৌদি আরব, আরহ আমিরশাহি। এরা সকলেই মধ্যপ্রাচ্যে আমেরিকার বন্ধুরাষ্ট্র। কিন্তু তাঁরা এই আলোচনাসভায় ডাক পায়নি।

তাৎপর্যপূর্ণভাবে গণতান্ত্রিক আলোচনাসভায় ডাক পেয়েছে তাইওয়ান। যে রাষ্ট্রটিকে চিন নিজেদের দেশের অংশ বলে দাবি করে। এবার গণতন্ত্রের আলোচনায় তাদের ডাক দেওয়ায় চিন-আমেরিকার দ্বন্দ্ব যে বাড়বে তা বলাই বাহুল্য।

আফগানিস্তানে টিভি নাটকে মহিলা নিষিদ্ধ করল তালিবান সরকার

কাবুল, ২২ নভেম্বর (হি.স.): তালিবান সরকারের গঠনের পর একের পর এক বিধিনিষেধ জারি করা হচ্ছে মহিলাদের ওপর। তারই ধারাবাহিকতায় এবার আফগানিস্তানে টেলিভিশন নাটকে মহিলাদের উপস্থিতি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তবে এই নির্দেশিকা কার্যকর করতে হলে সম্প্রচারকারীদের টেলিভিশন অনুষ্ঠান সম্প্রচার বন্ধ করতে বাধ্য হতে পারে। কারন আফগানিস্তানের টেলিভিশন চ্যানেলগুলোয় বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বিদেশি নাটক দেখান হয়। যেগুলোর প্রধান চরিত্রে থাকেন নারী। সংবাদ মাধ্যম বিবিসি এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, টেলিভিশনের পর্দায় হাজির হবার সময় মহিলা সাংবাদিক এবং উপস্থাপিকাদেরও হিজাব পরতে বলা হয়েছে, তবে কোন ধরনের হিজাব ব্যবহার করতে হবে সে বিষয়ে ওই নির্দেশিকায় সুনির্দিষ্ট করে কিছু বলা নেই।

আফগানিস্তানের টেলিভিশন চ্যানেলগুলোয় বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বিদেশি নাটক দেখানো হয়। যেগুলোর প্রধান চরিত্রে থাকেন নারী। আফগানিস্তানে সাংবাদিকদের প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠন, হুজ্জাতুল্লাহ মুজাদ্দেদির এক সদস্য বলেছেন, নতুন এই নিষেধাজ্ঞার ঘোষণা অপ্রত্যাশিত। কিছু নিয়ম বাস্তবসম্মত নয় এবং তা কার্যকর হলে সম্প্রচারকারীরা টেলিভিশন অনুষ্ঠান সম্প্রচার বন্ধ করতে বাধ্য হতে পারেন।

চলতি বছরের ১৫ আগস্ট আফগানিস্তানের ক্ষমতা দখল করে তালিবান এবং অনেকে আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেছেন যে তারা ধীরে ধীরে কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করছে। তালিবান, ১৯৯০-এর দশকেও তাদের আগের শাসনামলে, মহিলাদের শিক্ষা গ্রহণ এবং বাইরে কাজ করার ক্ষেত্রে বাধা দিয়েছিল।

গোল্ডেন বয় পুরস্কার জিতলেন বার্সেলোনার পেদ্রি

বার্সেলোনা, ২২ নভেম্বর (হি.স) : সাম্প্রতিক সময়ে বার্সেলোনার পারফর্মেন্স ফিকে হলেও চলতি মরসুমে নজর কেড়েছেন পেদ্রি। সেই পারফর্মেন্সের পুরস্কার পেলেন প্রতিশ্রুতিমান স্প্যানিশ মিডফিল্ডার। ২০২১ সালের গোল্ডেন বয় অ্যাওয়ার্ড জিতেছেন পেদ্রি।

ইউরোপের সর্বোচ্চ পর্যায়ের লিগে খেলা শ্রেষ্ঠ অনূর্ধ ২১ ফুটবলারকে গোল্ডেন বয় পুরস্কার প্রদান করে ইতালীর প্রখ্যাত তুত্তোস্পোর্ট। ২০২০ সালে এই পুরস্কারটি পেয়েছিলেন এরিং হালান্ড। চলতি মরসুমে বার্সেলোনার হয়ে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় ৫২টি ম্যাচ খেলেছেন পেদ্রি। ক্যাম্প ন্যুতে কোপা দেল রে শিরোপা আনতেও প্রধান ভূমিকা নিয়েছিলেন এই তরুণ মিডফিল্ডার।

No. F. 5(53)/DM/W/TRY-II/STAMP/2016/123
Dated: 19th Nov, 2021.

OFFICE ORDER

*The function **of the Double Lock** will remain suspended w.e.f. 02nd to **10th December, 2021** in connection with the shifting of stamp section at new building of ground floor of Annexe **Block of Birchandra State Central Library,** under Agartala Treasury No: II, which will be held during the first week of December'2021. All intending persons/ offices are requested to collect their requirements by the 25th November, 2021 without fail so that they can continue up to the next available date without any dislocation.*

Sd/- Illegible
District Magistrate & Collector,
West Tripura District.

ICA-D-1295/2021-22

রাজ্য নির্বাচন আয়োগ

ত্রিপুরা ।। আগরতলা ।।

* আগামী ২৫শে নভেম্বর, ২০২১ বৃহস্পতিবার, সকাল ৭টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত আগরতলা পুর নিগম, বিভিন্ন পুরপরিষদ এবং নগর পঞ্চায়েত সমূহের নির্বাচনের ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে।
* ঐদিন নিজ-নিজ ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে আপনার মূল্যবান ভোট প্রদান করুন।
* ২৩শে নভেম্বর, ২০২১ বিকাল চারটায় নির্বাচনি প্রচার পর্ব সম্পন্ন হওয়ার পর আইন অনুসারে আর ভোট প্রচার কার্য করা যাবে না। সংশ্লিষ্ট নির্বাচন ক্ষেত্রের ভোটার না হলে রাজনৈতিক দলের কর্মীরা সেই নির্বাচন ক্ষেত্র এলাকায় অবস্থান করতে পারবেন না।
* কোভিড-১৯ সংক্রমণ রোধে সরকারি সকল বিধিনিষেধ মেনে চলুন।
* নির্বাচনি প্রক্রিয়া অবাধ, শান্তিপূর্ণ ও নিরাপদভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে সকলকে সহযোগিতা করার জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

ICA-D-1297/2021-22

রাজ্য নির্বাচন আয়োগের পক্ষ থেকে জনস্বার্থে প্রচারিত

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

আইপিএফটির কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ নভেম্বর।। সোমবার আগরতলা প্রেসক্লাবে আইপিএফটি কেন্দ্রীয় কমিটির গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিসহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়। আগরতলা প্রেসক্লাবে সোমবার আইপিএফটি কেন্দ্রীয় কমিটির গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে আইপিএফটি সভাপতি এনসি দেববর্মা, সাধারণ সম্পাদক মেবার কুমার জমাতিয়া সহ কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যান্য সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। আগামী ২৭ নভেম্বর আইপিএফটি দিল্লি অভিযান করবে। দিল্লি অভিযানের কোন কোন নেতা অংশগ্রহণ করবেন সে বিষয়ে নিয়ে বৈঠকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সাংগঠনিক অন্যান্য বিষয় নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে বলে সংগঠনের নেতৃবৃন্দ জানিয়েছেন। পুরভোট প্রক্রিয়া চলাকালেআইপিএফটি কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠক খুবই তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা।

ধর্মনগরে দলীয় প্রার্থীদের জন্য ভোট প্রচারে মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ২১ নভেম্বর।। ধর্মনগর পুর পরিষদে দলীয় প্রার্থীদের বিপুল ভোটে জয়ী করার আহ্বান জানিয়ে আয়োজিত জনসভায় বক্তব্য রাখেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। পুর ভোটকে সামনে রেখে উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগরে নির্বাচনী প্রচারে এলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। আগামী পঁচিশে নভেম্বর গোটা রাজ্যের সাথে ধর্মনগরে হতে চলেছে পুর পরিষদ ভোট। ধর্মনগর পুর পরিষদে মোট আসন সংখ্যা পঁচিশটি। কিন্তু ইতিমধ্যে তিন নং আসনের বিজেপি মনোনীত প্রার্থী বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয় লাভ করেছেন।

আগরতলা শহরের পর ধর্মনগর শহরের বড় মাপের আসন নিয়ে হচ্ছে পুর পরিষদ নির্বাচন। ধর্মনগর পুর পরিষদ পূর্বে সিপিআইএম শাসিত ছিল।তাই বর্তমানে ধর্মনগর পুর পরিষদ দখলে সবকটি দল কোমর বেঁধে ময়দানে নেমেছে। কিন্তু শাসক দল বিজেপির পাল্লা অনেকটা ভারী। সোমবার ধর্মনগর পুর পরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সমর্থনে এক নির্বাচনী জনসভায় অংশ নেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। দুপুর দুটো নাগাদ ধর্মনগর বিবিআই স্কুলের সামনে নির্বাচনী জনসভা অনুষ্ঠিত হয়।নির্বাচনী জনসভায় প্রধান অতিথি তথা মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন , কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকার জনগণের কল্যাণে কাজ করে চলেছে। কাজের নিরিখেই বিজেপি প্রার্থীদের বিপুল ভোটে জয়ী করার আহ্বান জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

নির্বাচনী জনসভায় উপস্থিত ছিলেন ধর্মনগরের বিধায়ক তথা উপাধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন,জেলা সভানেত্রী মলিনা নাথ,ওবিসি চেয়ারম্যান তাপস মজুমদার, ধর্মনগরের মন্ডল সভাপতি শ্যামল নাথ, বাগবাসা মন্ডল সভাপতি সুদিপ দেব প্রমুখ। নির্বাচনী জনসভায় সিপিআইএম দলের প্রাক্তন দুই কাউন্সিলর শান্তনা ভট্টাচার্য্য ও প্রবীর সিনহা বিজেপি দলে যোগদান করেন। তাদের দলে বরন করে নেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব।

পলাতক আসামীকে ধরল ধর্মনগর থানায় পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ২২ নভেম্বর।।এন ডি পি এস মামলায় পালাক আসামীকে দুই বছর পর জালে তুললো ধর্মনগর থানার পুলিশ। ঘটনার বিবরন দিয়ে ধর্মনগর থানার এস আই দয়াল চাকমা জানান, দুই হাজার উনিশ সালের আগষ্ট মাসে কদমতলা থানার পুলিশ বদরুল হক নামে এক ব্যক্তিকে এডিপিএস মামলায় গ্রেপ্তর করে ধর্মনগর আদালতে তুলে।সেই সময় সুযোগ বুঝে আসামী পুলিশের চোকে ধুলো দিয়ে পালিয়ে যায়।এই ঘটনা নিয়ে ধর্মনগর থানাতে মামলা দায়ের করা হয়। দীর্ঘ দু''বছর কেটে যাবার পর সম্প্রতি ধর্মনগর থানাতে গোপন সংবাদ আসে পালিয়ে যাওয়া আসামী পাশ্ববর্তী রাজ্য অসমে তার বাড়গতে লুকিয়ে আছে।সেই সংবাদের ভিতিতে ধর্মনগর থানার এস আই দয়াল চাকমা এবং এস আই সুপ্রতিম দেবের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পুর ভোটকে প্রহসনে পরিণত করার চেষ্টা চলছেঃ ব্রাত্য বসু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ নভেম্বর।। পুর ভোটকে কেন্দ্র রাজ্যে যে সন্ত্রাসের পরিবেশ কায়েম করা হচ্ছে তার তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা জানিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। রাজ্যের মানুষের দম বন্ধ কর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।রাজ্যে ক্রমাগত রাজনৈতিক সন্ত্রাসের প্রতিবাদ জানিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। পুর ভোটকে প্রহসনে পরিণত করার জন্যই এ ধরনের চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছে শাসক দল। তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা কর্মীরা সন্ত্রাস উপেক্ষা করে ত্রিপুরার মানুষের পাশে রয়েছেন বলে দাবি করেন পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। তিনি সোমবার সকালের বিমানে আগরতলা এসে পৌঁছান। রাজ্যে পৌঁছে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে নির্বাচন-পূর্ব সন্ত্রাসী কার্যকলাপ এর তীব্র প্রতিবাদ নিন্দা ও ধিক্কার জানিয়েছেন। রবিবার সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের নেত্রী সায়নী ঘোষকে মিথ্যা মামলায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা জানিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা মন্ত্রী। তিনি বলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নিজেই ক্যাডারের দায়িত্ব পালন করছেন। মুখ্যমন্ত্রী এবং ক্যাডার তা বুঝা যাচ্ছে না। প্রশাসন এবং দল এক হয়ে গেলে গণতন্ত্র বলে কিছুই থাকবে না বলেও তিনি উল্লেখ করেন। ত্রিপুরায় যে দমবন্ধকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে সেই পরিস্থিতিতে তৃণমূল কংগ্রেস মানুষের পাশে থেকে লড়াই করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আগামী ২৫ শে নভেম্বর পুরভোটে ভোটাধিকার প্রয়োগ করে রাজ্যের শাসক দল বিজেপি জবাব দিতে তিনি সকলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ব্রাত্য বসু অভিযোগ করেন, ত্রিপুরায় তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় পর্যন্ত আক্রান্ত হয়েছেন। দলীয় নেতাকর্মীদের মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে দেওয়ার চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছে শাসক দল। রাজ্যে গণতন্ত্র বলতে কিছু নেই বলে তিনি মন্তব্য করেন।

সাংবাদিক আক্রান্ত নিন্দা জানিয়েছে জার্নালিস্টস ইউনিয়ন

আগরতলা, ২২ নভেম্বর।। রাজ্য ও বহি রাজ্যের সাংবাদিক ও চিত্র সাংবাদিকদের উপর আক্রমণের ঘটনা বৃদ্ধি পাওয়ায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে ত্রিপুরা ওয়ার্কিং জার্নালিস্টস এসোসিয়েশন। সাংবাদিকরা যাতে স্বাধীনভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারেন সেজন্য পুরভোটের দিন ও গণনার দিন সাংবাদিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সংগঠনের তরফ থেকে আরক্ষা প্রশাসন এবং নির্বাচন দপ্তরের কাছে অনুরোধ জানানো হয়েছে।রবিবার সংবাদ সংগ্রহ করতে গেলে পূর্ব মহিলা থানা চত্বরে শাসক দলের অত্যুৎসাহী কিছু দুর্বৃত্ত চিত্রসাংবাদিকের উপর পুলিশের সামনেই হামলা সংগঠিত করেছে। ঘটনায় এবং পুলিশের ভূমিকায় গভীর ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পুর ভোটঃ তেলিয়ামুড়ায় জোর প্রচার

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২২ নভেম্বর।। আসন্ন পৌর পরিষদ নির্বাচন আর মাত্র মাঝখানে দুই দিন বাকি। তার মধ্যে নির্বাচনী পারদ তুঙ্গে। চলছে প্রতিটি ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে নির্বাচন প্রচার। তেলিয়ামুড়া পৌর পরিষদের আট এবং নয় নং ওয়ার্ডের বিজেপি দলের মনোনীত প্রার্থী যথাক্রমে রিঙ্কু ভৌমিক দেব এবং শঙ্কর ঘোষের সমর্থনে নেতাজি নগর মোটর স্ট্যান্ডে এক বিশাল নির্বাচনী জনসভা অনুষ্ঠিত হয় সোমবার বিকেলে।

এদিনের এই জনসভায় প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের উপ মুখ্যমন্ত্রী তথা যীষ্ণু দেববর্মা, রাজ্যে বিধানসভার মুখ্য সচেতক তথা তেলিয়ামুড়া বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক কল্যাণী রায় সহ-সভাপতি রঞ্জিত সূত্রধর। এই নির্বাচনী সমাবেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধায়িকা কল্যাণী রায় বক্তব্যে বলেন, বিজেপি দলকে রাজ্য থেকে মুছে দেওয়ার লক্ষ্যে ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে সিপিআইএম মেলার মাঠের বসে। ৮৮ থেকে ৯৩ সাল পর্যন্ত জোট সরকারের মত দাঙ্গা-হাঙ্গামা লাগিয়ে মুছে দিতে চায় বিজেপি সরকারের শাসন ব্যবস্থা।এছাড়া কল্যাণী রায় তার বক্তব্যে বলেন বিজেপি সন্ত্রাস করে না। বিধানসভা নির্বাচনের পরও সন্ত্রাস করেনি তেলিয়ামুড়াতে।বিকাশের ধারাকে অব্যাহত রাখার জন্য আগামী পৌর পরিষদ নির্বাচনে বিজেপি দলের মনোনীত প্রার্থীদের বিপুল ভোটের ব্যবধানে জয়ী করার আহব্বান রাখেন বিধায়িকা কল্যাণী রায়। এদিকে জন সমাবেশে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত থেকে রাজ্য উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা বক্তব্যে বলেন, করুণা অতিমারির সময়ে দল-মত নির্বিশেষে সকলের একাউন্টে ১০০০ টাকা করে দেওয়া হয়েছে। তিনি তার বক্তব্যে আরও বলেন সাত লক্ষ পরিবারের ঘরে ত্রাণ সামগ্রী পৌঁছে দিয়েছে বিজেপি সরকার।

আবাস যোজনা নিয়ে মোহনপুরে ধন্যবাদ র‍্যালী

নিজস্ব প্রতিনিধি, মোহনপুর, ২১ নভেম্বর।। কেন্দ্রীয় সরকার প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা প্রকল্পে রাজ্যের সুবিধাভোগীদের মধ্যে ঘর বরাদ্দ করার পাশাপাশি সরাসরি একাউন্টে প্রথম কিস্তির টাকা প্রদান করেছে।সরকারের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত ও ধন্যবাদ জানিয়ে সোমবার মোহনপুরে এক মিছিল সংঘটিত করা হয়। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা প্রকল্পে রাজ্যের ঘর প্রাপক নাগরিকদের একসঙ্গে একাউন্টে সরাসরি অর্থ প্রদানের যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে সেই সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারকে অভিনন্দন জানিয়ে মোহনপুরের মূল সড়কে এক মিছিল সংঘটিত হয় সোমবার দুপুরে।মোহনপুর আর ডি ব্লক এলাকার সুবিধাভোগীদের তরফে এই ধন্যবাদ মিছিল সংঘটিত করা হয়। মিছিলটি মোহনপুর বাজার থেকে বের হয়ে প্রায় তিন কিলোমিটার সড়ক অতিক্রম করে মোহনপুর পুর পরিষদ অফিস সংলগ্ন স্থানে এসে শেষ হয় এই মিছিল। মিছিলে লোকজনদের উপস্থিতি ছিল বেশ লক্ষ্যনীয়।

অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে পুষ্টিকর খাবার সরবরাহ করা হচ্ছে না বলে অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ নভেম্বর।। অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে শিশুদের জন্য পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহ করা হচ্ছে না বলে অভিযোগ উঠেছে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীর বিরুদ্ধে। ঘটনা বিলাই হাম চৌধুরীর রিয়াং পাড়া অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে। অঙ্গনওয়াড়ি শিক্ষা ব্যবস্থায় দুর্নীতির অভিযোগ।অভিযোগের তীর অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের শিক্ষিকার বিরুদ্ধে। ঘটনা তেলিয়ামুড়া মহকুমার মুঙ্গিয়াকামী সমাজকল্যাণ ও শিশু শিক্ষা দপ্তরের অধীন তুইকর্মা এডিসি ভিলিজের বিলাই হাম চৌধুরীর রিয়াং পাড়া অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে। এলাকাবাসীদের দাবি সংশ্লিষ্ট দফতর যেন প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে।সংবাদে জানা যায়, তুইকর্মা এডিসি ভিলিজের বিলাই হাম চৌধুরী রিয়াং পাড়াতে বিলাইহাম চৌধুরী রিয়াং পাড়া অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র রয়েছে। সেই কেন্দ্রটিতে ৪০ এর অধিক কচিকাঁচা শিশু পড়াশোনা করতে আসে। অভিযোগ, এলাকাবাসীদের অঙ্গনওয়ারী কেন্দ্রের শিক্ষিকা লক্ষ্মী রুঙ রিয়াং পুষ্টি জাতীয় খাদ্য শিশুদের মধ্যে সরবরাহ করছে না সরকারি গাইডলাইন অনুসারে।ফলে ওই এলাকার কচিকাঁচা শিশুরা পুষ্টি জাতীয় খাদ্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

শিক্ষক বদলীর প্রতিবাদে সোনামুড়া-বক্সনগর রাস্তা অবরোধ ছাত্রছাত্রীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ২২ নভেম্বর।। কমল নগর দ্বাদশ শ্রেনী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের নিকট বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর হইতে দু জন শিক্ষক বদলির কাগজ আসে।এই খবরাখবর প্রধান শিক্ষক মহাশয় সকল ছাএ ছাত্রী দের কাছে বলেছেন। গত ১৪ই নভেম্বরে বদলির চিঠি আসে।তখন ই ছাএ ও ছাত্রীরা বিদ্যালয়ের এস এম সি কমিটির চেয়ারম্যান কে জানান যাতে এই বিদ্যালয় হইতে কনো শিক্ষক বদলি হয়ে অন্য স্কুলে না যায়।সেই বিষয়টি লিখিত ও জানান।বদলি রদ করার জন্য স্কুল ইন স্পেকটর নিকট লিখিত ভাবে আবেদন ও করেন এমনকি পঞ্চায়েত প্রধানকে ও জানিয়ে। এস এম সির চেয়ারম্যান আব্দুল হক ও গ্রাম প্রধান ছাএ ছাত্রীদের সাত দিন সময় দিয়েছিলেন বদলি রদ এবং নতুন শিক্ষক আনার জন্য। কিন্তু বদলি রদ করা গেল না তারই প্রতিবাদে বিদ্যালয়ের ছাত্র ওছাত্রীরা আজ সকাল দশটা ত্রিশ মিনিট থেকে পথ অবরোধ করে বসেন।বিক্ষোভ প্রদর্শন ও করেন।যত ক্ষন না পযর্ন ছাছ ছাত্রীদের দাবী মানা হচ্ছে ততক্ষণ আন্দোলন চলবে।রাস্থা অবরোধের ফলে নিত্য যাত্রী ওঅফিস কামাই যাত্রীরা বিপাকে পড়েছে।এই অবরোধের খবর শুনে সোনামুড়া থানা ও আসেন সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যালয় এস এম সির চেয়ারম্যান এসে বুঝিয়ে পথ অবরোধ তুলে দেন এবং স্কুলে শিক্ষক আনার জন্য যা করার তাও করবেন বলে আস্বাস প্রদান করেন।

বিজেপি ও তৃণমূলকে সন্ত্রাসী দল বললেন পিসিসি সভাপতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ নভেম্বর।। বিজেপি এবং তৃণমূল কংগ্রেস উভয় দলকেই সন্ত্রাসী বলে আখ্যায়িত করলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বিরাজিত সিনহা। তিনি বলেন ত্রিপুরায় বিজেপি এবং পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল কংগ্রেস সন্ত্রাস চালিয়ে যাচ্ছে। দুটি দলই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ বলেও তিনি মন্তব্য করেন। রাজধানী আগরতলায় পূর্ব মহিলা থানার ভিতরে ঢুকে তৃনমূল কংগ্রেসের নেতা কর্মীদের উপর আক্রমনের ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি বিরজিত সিনহা। সোমবার কৈলাশহর কংগ্রেস ভবনে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে বিরজিত সিনহা তৃণমূল কংগ্রেসের নেতাকর্মীদের উপর হামলার ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন।সাংবাদিক সম্মেলনে বিরজিত সিনহা বলেন, সারা রাজ্যে বিজেপি দল প্রতিদিন দিবারাত্র সন্ত্রাস করে যাচ্ছে। আগরতলার পাশাপাশি ধর্মনগর শহরে কংগ্রেস দলের মহিলা প্রার্থীকে বাড়ি ঘরে ঢুকে সন্ত্রাস করেছে এবং প্রাননাশের হুমকি দেওয়ার পর কংগ্রেসের মহিলা প্রার্থী রাজ্য ছেড়ে আসাম ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আমন ধানের বাম্পার ফলন হওয়ায় স্বভাবতই খুশি কমলপুরের কৃষককূল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ২১ নভেম্বর।। এবছর এই মরশুমে আমন ধানের চাষ ভাল ফলন হওয়ায় স্বভাবতই খুশি কমলপুরের কৃষককূল। ফসল বিক্রি করে তারা লাভের মুখ দেখবেন বলে প্রত্যাশা করছেন। গত বছরের তুলনায় এবার আমন ধানের আশানুরূপ ফলন হয়েছে। খুব খুশি ধান চাষীরা। মহকুমার মলয়া, পঞ্চাশী, হালহালি, লাটিয়াবিল, মেথির মিয়া অঞ্চল গুলিতে আমন ধান আশানুরূপ হয়েছে। এবার আমন মরশুমে গৌমতী ধান লাগিয়েছে ধান চাষীরা। নভেম্বরের মাঝামাঝি সময় থেকে কৃষকরা তাদের জমির পাকা ধান কাটতে শুরু করেছে। সিংহভাগ কৃষকদের জমিতে আমন ধান কানি প্রতি কুড়ি থেকে বাইশ মন হয়েছে। যা গত তিন বছরে রেকর্ড। কেননা, গত তিন বছরের তুলনায় এবার আমন ধানের চারা রোপণের সময় মৌসুমের বৃষ্টিপাত কৃষকদের অনুকূলে ছিল। তাছাড়া, কৃষকরা জমিতে সময় মতো সার প্রয়োগ করতে পেরেছে। অন্যান্য বছর মরশুমে বৃষ্টির অভাব ছিল। এবার আমন ধান ভাল ফলনের জন্য লাভবান হবে কৃষকরা। এমন আশা ব্যক্ত করেন কমলপুর মহকুমার মেথির মিয়া হাওড়ের কৃষক সমীর দাস। উনার মেথির মিয়া হাওড়ের পাঁচ কানি ধানের জমি রয়েছে। এই জমির উপর নির্ভর করে চলছে সংসার। কানি প্রতি আড়াই হাজার টাকা চুক্তিতে শ্রমিক দিয়ে ধান কাটছেন। কৃষক সমীর দাস গত তিন বছর ধরে সরকারের কাছে ধান বিক্রি করছেন। সব কিছু মিলে এবার আমন ধানে লাভের মুখ দেখবেন বলে জানান। শুধু ধলাই জেলা তে নয় রাজ্যের অন্যান্য জেলাতেও এবছর আমন ফসল ভালো হয়েছে বলে জানা গেছে। ফসল ভাল হওয়ায় কৃষকের মুখে হাসি ফুটেছে।

আগরতলায় বিজেপির নির্বাচনী সভায় কর্মী সমর্থকরা। সোমবার আগরতলায় তোলা নিজস্ব ছবি।

অতিরিক্ত বিদ্যুৎ বিল, অফিস ঘেরাও

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২২ নভেম্বর।। অতিরুক্ত বিদ্যুৎতের বিল আসাতে জোলাইবাড়ী বিদ্যুৎতের অফিস ঘেরাও করলো কলসী এডিসি ভিলেজের লোকজন। ঘটনার বিবরনে জানাযায় শান্তির বাজার মহকুমার অন্তর্গত কলসী এডাসিভিলেজের অধিকাংশ পরিবারে বিদ্যুৎ দপ্তর খেয়ালখুশি মতো বিদ্যুৎ বিল প্রেরন করেছে। যারমধ্যে দেখাযায় কিছু সংখ্যক লোকজন প্রতিনিয়ত বিদ্যুৎ বিল পরিযোধ করেছে তাদেরও অতিরুক্ত বিল প্রেরন করাহয়েছে। কলসী এডিসি ভিলেজের অধিকাংশ লোকজন কৃষিজীবি।

উনারা কৃষিকাজকরে কোনোপ্রকার দিন কাটান। এরইমধ্যে এইপরিমানে বিদ্যুৎ বিল এসেছে দেখে ক্ষোভে ফেটেযায় এলাকাবাসী। বিদ্যুৎ দপ্তরের এইধরনের কান্ডদেখে সোমবার জোলাইবাড়ী বিদ্যুৎ দপ্তর ঘেরাওকরে ক্ষোভ দেখানো শুরু করলো এলাকাবাসী। এলাকাবাসীর অভিযোগ বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করার পরেও কিভাবে এমন বিল এসেছে। অপরদিকে বিদ্যুৎ দপ্তরের খামখেয়ালীপনায় এমন হচ্ছে বলে জানান এলাকাবাসী। অভিযোগ বিদ্যুৎ দপ্তর সঠিকভাবে সঠিক সময়ে বিদ্যুৎ বিল প্রেরন করেননা। এতেকরে অনেকগ্রাহকের মিটারে বিদ্যুৎতের মিটার রিডিং জমেথাকে। পরবর্তী সময় একসাথে মিটার রিডিংকরে বিলকরাতে বিপাকে পরতেহচ্ছে অনেক গ্রাহককে।

কিছুসংখ্যক গ্রাহককে পুরানো মিটার দেওয়ায় পর পূর্বে থাকা মিটার রিডিংদিয়ে বিল করাতেও গ্রাহকরা বিপাকে পরতেহচ্ছে। সবকিছু মিলিয়ে বিদ্যুৎ দপ্তরের খামখেয়ালীপনায় ক্ষোভে ফেটেযায় এলাকাবাসী। সকলে একত্রিতহয়ে জোলাইবাড়ী বিদ্যুৎ দপ্তরের বিক্ষোভ দেখায়। এলাকাবাসীর বিক্ষোভ দেখে জোলাইবাড়ীর বিদ্যুৎ দপ্তরের আধীকারিক আগামী ২৬ তারিখ পর্যন্ত সময় চেয়েনেন। তিনিজানান উনার আধীকারিকের সঙ্গে কথাবলে গ্রাহকদের জানানোহবে। জোলাইবাড়ী বিদ্যুৎ দপ্তরের আধীকারিকের কথায় কলসী এডিসি ভিলেজের এলাকাবাসী আগামী ২৬ তারিখ পর্যন্ত অপেক্ষা করবে বলে জানান। এরমধ্যে সমস্যার সমাধান নাহলে উনারা আগামীদিনে বৃহত্তর আন্দোলনে যাবেনবলে জানান।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।